# দুশমন
# ওয়েস্টার্ন

# দুশমন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১

## এক

স্যান অ্যান্টনিও-তে পৌছুল জেমস গ্রীন। ফোরওয়েজ ছাড়ার পর একটানা কয়েকদিন বুনো ট্রেইলে চলেছে ও, লোকজনের চোখে না পড়ার জন্যে সাধারণ ট্রেইল এড়িয়ে গেছে। আইনের ভয়ে তাড়াহুড়ো করে ফোরওয়েজ ছাড়তে হয়েছে ওকে। মানুষের ছায়া চোখে পড়ে নি এ-ক'দিন। স্যাডলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে রাতে, বুনো জানোয়ার শিকার করে ক্ষুধা মিটিয়েছে। শহরে ঢোকার পর এখন তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ার কথা ভাবছে সে. ঘোড়াটারও দানাপানি আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে।

হোটেলে খাওয়া সেরে লিভারি আস্তাবলে ঘোড়া রাখল সে, তারপর শহরটা একবার ঘুরে দেখার জন্যে রাস্তায় নামল। জানে, স্যান অ্যান্টনিও ক্যাটলমেন, জুয়াড়ী আর দুর্বৃত্তদের স্বর্গরাজ্য।

বাকহর্ন স্যালুনে ঢুকতে যাবে, আচমকা থমকে দাঁড়াল গ্রীন। স্যালুনের দেয়ালে সাঁটা একটা পোস্টার ওর নজর কেড়ে নিয়েছে, জ্বলজ্বল করে চেয়ে আছে শব্দটা:

*সানড্যান্স!*

অযত্নে ছাপা পোস্টারে লেখা: 'ছিনতাই আর খুনের অভিযোগে "সানড্যান্স" নামে পরিচিত এই লোকটিকে "খোঁজা" হচ্ছে। আউট-ল সানড্যান্স বয়সে তরুণ, মাথায় কালো চুল, গোঁফও কালো; নীলচে ধূসর চোখ; কাউবয়দের মতো পোশাক পরে, কোমরে চব্বিশ ঘণ্টা একজোড়া পিস্তল ঝোলানো থাকে। একটা কালো ঘোড়া হাঁকায় সে, ওটার মাথা আর বাম পায়ে শাদা ছোপ।'

সানড্যান্সের সংবাদদাতাকে পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেয়া হবে; সন্ধানপ্রার্থী ফোরওয়েজের শেরিফ

স্তম্ভিত গ্রীন চেয়ে রইল পোস্টারটার দিকে, এক মুহূর্ত, তারপর ওটার সারাংশ মাথায় ঢুকতেই রাগে কাঁপতে শুরু করল সারা শরীর। এমন এক অপরাধে ওকে খোঁজা হচ্ছে যার সঙ্গে ওর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। একটা খেতাব জুড়ে দেয়া হয়েছে নামের সঙ্গে, এই অপবাদ সারাজীবন হয়তো ধাওয়া করে ফিরবে ওকে। এখন সে আউট-ল, প্রতিটি লোক তার শত্রু। ওকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হলে পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করা হতে পারে! পোস্টারটা ছিঁড়ে ফেলার জন্যে নিজের অজান্তেই হাত বাড়াল গ্রীন।

'আমি হলে ও-কাজ করতাম না,' সতর্ক করে দিল একটা কণ্ঠস্বর, 'পোস্টার জমানোর শখ থাকলে অন্য কোনও সাধারণ জায়গা থেকে যোগাড় করে নাও শহরে পোস্টারের ঘাটতি নেই। আর তোমার ঘোড়ার সঙ্গে যদি

পোস্টারের বর্ণনার মিল থাকে, আমার তো মনে হচ্ছে তোমার চেহারার সঙ্গেও মিলে যাবে,' বলল আগন্তুক।

চোয়াল চেপে বসল গ্রীনের। 'তোমার একটা কালো ঘোড়া আর একজোড়া গোঁফ থাকলে তোমাকেও ওই লোক হিসাবে চালিয়ে দেয়া যায় কিন্তু,' পাল্টা জবাব দিল ও।

'কিন্তু কোনওটাই আমার নেই,' বলে হাসল লোকটা।

'যোগাড় করা কঠিন নয়,' যুক্তি দেখাল গ্রীন। 'ঠিক আছে, এসো, টস করে দেখা যাক, যে জিতবে সে অন্যজনকে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কারের টাকা নেবে।'

গলা খুলে হাসল আগন্তুক। 'শক্ত মানুষ তুমি, বোঝা যাচ্ছে,' বলল সে, 'না ভাই, আমাদের দুজনকেই আটকে রাখতে পারে ওরা। শোনো, আমার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে। এক লোককে চিনি আমি, তোমাকে সঙ্গে পেলে খুবই খুশি হবে সে।'

'আইনের লোক হলে...'

'আরে না, আইনের সঙ্গে তার সাপে-নেউলে সম্পর্ক,' জবাব দিল আগন্তুক। 'ওর দলে যোগ দিলেই–' বিরক্তির সঙ্গে পোস্টারে থুতু ছিটাল সে– 'আর ওটার ভয় থাকবে না তোমার।'

'ভয় পাওয়ার কথা বলেছি নাকি?'

মাথা নাড়ল লোকটা। '"রবার'স রাইডার্স" দলটার নাম শুনেছ?' জানতে চাইল সে।

শুনেছে গ্রীন। লোকটার আসল নাম রবার্ট, কিন্তু পেশার কারণে 'রবার' নামে বেশি পরিচিত। ছিনতাই, রাহাজানি, হেন কুকাজ নেই করে না রবার'স রাইডাররা; দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাসে বলতে গেলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ওরা। আইনের নাগালের বাইরে থাকার কৌশল জানে।

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ,' বলে হাসল কাউবয়, 'কিন্তু আমি জানি কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়।'

'ঠিক আছে। তবু বলে রাখছি, কাজে লাগতে পারে। ওর আস্তানাটা বেশ নিরিবিলি। যদি দেখ আশপাশে লোকজন বেড়ে গেছে, সরাসরি পশ্চিমে রওনা দিয়ো, স্প্লিট রক-এ পৌঁছার পর–ওটা চিনতে তোমার কষ্ট হবে না–বাম দিকের ট্রেইল বরাবর খানিকটা এগোলেই পৌঁছে যাবে জায়গা মতো। বুঝেছ?'

মাথা দুলিয়ে আবার ধন্যবাদ জানাল জেমস গ্রীন, ঘুরে হাঁটা শুরু করল লিভারি আস্তাবলের উদ্দেশে। যে লোকটা ওকে সতর্ক করে দিল তার কথাবার্তায় প্রকাশ্যে কৌতূহল না দেখালেও নিজের বিপজ্জনক অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন সে, বুঝতে পারছে, এক্ষুণি স্যান অ্যান্টোনিও ছাড়া দরকার। যে কোনও মুহূর্তে হতচ্ছাড়া পোস্টারের বর্ণনার সঙ্গে ওর চেহারার মিল ধরা পড়ে যাবার ষোলোআনা সম্ভাবনা রয়েছে।

পেছনে, অচেনা লোকটা আরও কয়েক সেকেন্ড জরিপ করল ওকে, তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে ক্রূর হাসি।

'কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় জানা আছে, হাহ্! আমার তাতে সন্দেহ নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'কিন্তু সাজানো কার্ডের খেলায়, ফ্রেন্ড, ব্যাপারটা...' কাঁধ ঝাঁকাল আগন্তুক। 'রবার তোমার কথা বলেছে, কিন্তু সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠবে না, আঙুল বাঁকা করা ছাড়া উপায় কী!'

লম্বা লম্বা পায়ে ফেলে রাস্তা ধরে সামনে এগোল সে। অপেক্ষাকৃত খুদে একটা স্যালুনের দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখল। একটা পুরোনো নড়বড়ে টেবিলে তিনজন লোক বসে, প্রত্যেকের সামনে একটা করে গ্লাস–খালি। বারের পেছনে দাঁড়িয়ে এক মেক্সিক্যান। আর কেউ নেই কামরায়। ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল আগন্তুক, তারপর গলা চড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক সুরে বলল, 'বড়ই দুঃখের কথা!'

টেবিলে বসা ত্রয়ীর একজন, ভাঙাচোরা চেহারা তার, চোখে লোভাতুর দৃষ্টি, আশা নিয়ে ওর দিকে তাকাল। 'তা ঠিকই বলেছ, ফ্রেন্ড,' প্রায় ঘোঁৎ করে বলল সে, 'কিন্তু পকেটে যদি পয়সা না থাকে...'

হাসলো আগন্তুক। 'আরে, ওটা কোনও ব্যাপার না,' বলল সে, ইশারা করল বারটেন্ডারকে।

তিনজনের গ্লাস ভরে দিল মেক্সিক্যান। পিপাসার্ত লোকগুলোর দিকে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জরিপ করতে লাগল আগন্তুক। এরা তার অচেনা হলেও কোন জাতের মানুষ জানা আছে: নিরেট বদমাশ একেকটা। মাত্র কয়েক ডলারের জন্যে যে কোনও নিরীহ লোকের গলা কাটতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। ওর পয়সায় এখন গলা ভেজাচ্ছে, কিন্তু কায়দামতো পেলে নিমেষে ওরই পকেট পরিষ্কার করে দেবে।

'আমার কথা আসলে তোমরা বুঝতে পারো নি,' আবার কথা বলল আগন্তুক, 'আমি বলতে চাইছিলাম পাঁচশোটি ডলার এখন শহর ছাড়ার তোড়জোড় করছে। শাদামুখো কালো ঘোড়া আর ওটার স্যাডলের কথা না হয় নাই বললাম। ওগুলো ব্যবহার করার আরও সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না লোকটাকে।'

ভাঙা-চেহারা আবার মুখ তুলে তাকাল। 'সানড্যান্স লোকটা এখন শহরে আছে বলতে চাইছ নাকি?' জানতে চাইল সে।

'ঠিক তাই,' জবাব দিল আগন্তুক, 'বাকহর্নের সামনে খুব মনোযোগ দিয়ে পোস্টার পড়ছিল, তারপর ঘুরে হুয়ানের আস্তাবলের দিকে হাঁটা ধরেছে। তোমাদের কী মনে হয়?'

'এতই যখন নিশ্চিত, নিজেই ব্যাটাকে পাকড়াও করে–' বলতে গেল ভাঙা-চেহারা।

'পুরস্কার নিচ্ছি না কেন?' ওর হয়ে প্রশ্নটা শেষ করল আগন্তুক, 'কারণ সে আমার পরিচয় জানে; তা ছাড়া আরও আরেকটা ব্যাপার আছে, তোমাদের বলা যাবে না।'

শেষের চার শব্দের ওপর একটু জোর দিল সে। লোকগুলো এমনভাবে মাথা দোলাল যেন খুব বুঝতে পেরেছে কথাটা। ওকেও একজন আউট-ল মনে

করেছে এরা, এবং ভাবছে এজন্যেই সে পাঁচশো ডলারের জন্যে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিতে যায় নি।

আবার কথা বলল ভাঙা-চেহারা। 'তুমি বলতে চাইছ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমরা...'

'পুরস্কারটাও তোমরাই পাবে—ও টাকার কোনও দরকার নেই আমার,' চট করে জবাব দিল আগন্তুক।

'পোস্টারে "ডেড অর অ্যালাইভ" লেখা আছে কিনা মনে পড়ছে না।'

'নেই। আমি বাজি রাখতে পারি, কিছুতেই পাঁচশো ডলার দিয়ে লাশ কিনতে রাজি হবে না ফোরওয়েজের শেরিফ।'

গ্লাসের সবটুকু মদ গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়াল ভাঙা-চেহারা, বাকি দুজনও তাকে অনুসরণ করল।

আগন্তুক আবার ওদের বলল, 'মনে হয় পশ্চিমের ট্রেইলই ধরবে লোকটা।'

মাথা দোলাল তিন যণ্ডা, তারপর বেরিয়ে গেল। ধীরেসুস্থে আরেকটা ড্রিঙ্ক শেষ করল আগন্তুক, বেরিয়ে এল স্যালুন থেকে। কালো ঘোড়া হাঁকিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সানড্যান্স। ওর অনুমান ঠিক, পশ্চিম সীমানা হয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে লোকটা। তরুণ কাউবয়ের শক্ত স্নায়ুর প্রশংসা না করে পারল না লোকটা, কেমন নির্ভয়ে এগোচ্ছে!

'খাঁটি জিনিস, কোনও সন্দেহ নেই,' বিড়বিড় করে বলল আগন্তুক, 'রবারে'র কাজে লাগবে। শয়তানগুলো বিগড়ে না গেলে এখনই তাদের হামলা করার সময়, নইলে শিগগিরই ফাঁকায় চলে যাবে লোকটা।'

টুপির কিনারা কিঞ্চিৎ নামিয়ে রেখেছে, এছাড়া ফেরারি ঘোড়সওয়ারের হাবভাবে কোনরকম সতর্কতার ছাপ নেই। কিন্তু টুপির কিনারার নীচে ওর তীক্ষ্ণ দুটি চোখের দৃষ্টি খুঁটিয়ে জরিপ করছে প্রতিটি লোককে। কেউ ওর প্রতি একটুকু কৌতূহল দেখাচ্ছে কি না বুঝতে চায়। ওর সবকটি ইন্দ্রিয় সতর্ক, বিপদ মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত। যদিও কোনওরকম আক্রমণের আশঙ্কা করছে না, কিন্তু ও জানে পোস্টার পড়েছে এমন কারও দৃষ্টি যে কোনও মুহূর্তে আকর্ষণ করে বসতে পারে ওর ঘোড়াটা। এ কারণেই তিনজন লোক যখন সাইডওয়াক বরাবর উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা রাস্তায় নেমে ওর পথজুড়ে দাঁড়াল, একটুকু বিচলিত বা বিস্মিত হলো না গ্রীন। দ্রুত পিস্তল বের করে আনল লোক তিনটা, চিৎকার করে আদেশ দিল:

'হ্যান্ডস আপ, সানড্যান্স!'

দ্বিধা করল না গ্রীন—কিছু বলারও চেষ্টা করল না। ওর পরিচয় প্রকাশ করে চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে লোকগুলো। এখন এদের কণ্ঠ শুনলে অন্যরা হাজির হবে দল ভারি করতে। লাগামজোড়া স্যাডলহর্নের ওপর ছেড়ে দিল ও-এই ধরনের পরিস্থিতির কথা অনুমান করে আগে থেকেই গিঁট দিয়ে রেখেছে—শূন্যে উঠে এল দুই হাত, পিস্তলসহ। হাত তুলেই একযোগে দুই পিস্তলের ট্রিগারে টান দিল সে, একবার, নিমেষে আছড়ে পড়ল ডান আর বামদিকের দুই



শত্রু। পরমুহূর্তে হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো লাগাল গ্রীন, সোজা তিন নম্বর আততায়ীর দিকে তেড়ে গেল ওটা। ভাঙা-চেহারার লোকটার মুখ দিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল, কালো ঘোড়াটাকে নিজের দিকে ছুটে আসতে দেখে লাফিয়ে একপাশে সরে যাবার চেষ্টা চালাল। কিন্তু তার আগেই ঘোড়ার বিশাল কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় আছড়ে পড়ল বেচারা।

এতকিছু ঘটে গেল মাত্র কয়েক সেকেন্ডে; পথচারীরা ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই দুশো গজ দূরত্ব অতিক্রম করে গেল সানড্যান্স।

একটানা বেশ কয়েক মাইল ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকাল জেমস গ্রীন, মুহূর্তের জন্যেও পেছনে ফিরল না। মাত্র আধমাইল পেছনে ধেয়ে আসছে পাসি। ওটার সদস্যরা, সন্দেহ নেই, অনায়াসে ওকে পাকড়াও করা যাবে ভেবে আনন্দে আত্মহারা। হঠাৎ তারা দেখল গতি বেড়ে উঠছে কালো ঘোড়ার, দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। স্পার দাবিয়ে, চাবুক চালিয়ে আবার দূরত্ব কমিয়ে আনল পাসির সদস্যরা। রাইফেল বের করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল কয়েকজন, এলোপাতাড়িভাবে, ভাগ্য ভালো হলে লেগে যেতে পারে, এই আশায়। গালের কাছে একটা বুলেটের হাওয়ার ছোঁয়া পেল সানড্যান্স। ওর উড়ন্ত ঘোড়ার পায়ের নীচে ঘাসে আঁচড় কাটছে অন্যগুলো। শীতল ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ওর মনে।

'এর একটা জবাব দেয়া দরকার!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

লাগাম ছেড়ে হাত বাড়িয়ে একটানে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করে আনল গ্রীন, স্যাডলের ওপরই আধপাক ঘুরে পরপর চার বার টান দিল ট্রিগারে। হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল দুটো পনি, উড়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল পাসির দুই সদস্য। সহসা বাঁকা হয়ে গেল আরেকজনের শরীর, শূন্যে হাত ছড়িয়ে দিল, কিছু যেন ধরার চেষ্টা করছে, এক মুহূর্ত, তারপরই একপাশে গড়িয়ে পড়ল সে। আকস্মিক বিপর্যয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল পাসিবাহিনী, চট করে ঘোড়া থামাল তারা। ওদের আসামী সমভূমির মাঝে একটা টিলার ওপাশে হারিয়ে যাবার আগে একবার উদ্ধত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বিদায় শুভেচ্ছা জানাল। পাসির ক্ষতির পরিমাণ জানে না গ্রীন, উপর্যুপরি বিপদ মোকাবিলা করতে গিয়ে জানার আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছে। ওরই মতো সাধারণ কিছু মানুষ বিনা অপরাধে আউট-ল বানিয়েছে ওকে, এমনভাবে ধাওয়া করেছে—গুলি করেছে, যেন সে বিপজ্জনক কোনও দস্যু! ঠিক আছে ওদের রায়ই সে মেনে নেবে।

'আর কিছু করার নেই আমাদের, পার্টনার,' কালো ঘোড়ার উদ্দেশে বলল গ্রীন, 'মিস্টার রবারের ঠিকানায় পৌঁছুতে হবে এবার, ও-ই এখন আমাদের ভরসা।'

অবশেষে বিশাল এক পাথুরে চূড়ার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থামাল জেমস গ্রীন, ইংরেজি 'ভি' হরফের মতো অদ্ভুত একটা কাটল রয়েছে পাথরটার ঠিক মাঝখানে, যেন কুড়োল দিয়ে ফেড়েছে কেউ। মৃদু ট্রেইলে ওয়াগনের চাকার

গভীর ছাপ রয়েছে, বাঁক নিয়ে উত্তরে গেছে ওটা; কিন্তু পশ্চিম দিকে চলে যাওয়া ট্রেইলে কেবল ঘোড়ার খুরের ছাপ, অসংখ্য ক্যানিয়নের ভিড়ে হারিয়ে গেছে ট্রেইলটা।

'এটাই বোধ হয় স্লিট-রক,' বিড়বিড় করে বলল জেমস গ্রীন, 'ঠিক আছে, খাড়ার, এইবার আইনকে বিদায় জানাব আমরা।'

ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়ে বাম দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, বিরান এলাকার ওপর দিয়ে চলে যাওয়া অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগোল। একটা গিরিখাতের সংকীর্ণ মুখে পৌঁছুল অবশেষে, ওটার দুপাশের পাথুরে প্রাচীর পরস্পরের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। খানিক ওপরে, প্রায় তিরিশ গজ দূরে একটা পাথরের কাছে হঠাৎ ইস্পাতের ওপর সূর্যের আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল সানড্যান্স। আরও সামনে বাড়ল সে।

'মাথার ওপর হাত তোল, স্ট্রেঞ্জার! আমার রাইফেল তোমাকে কাভার করে আছে!' হিংস্র গর্জন করে উঠল একটা কণ্ঠস্বর, উদ্যত রাইফেল হাতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা।

আউট-ল দলের পাহারাদার বোধ হয়, আন্দাজ করল সানড্যান্স। ইতিকর্তব্য আগেই স্থির করে রেখেছে ও, স্রেফ থামলেও অস্ত্রধারীর নির্দেশ মোতাবেক মাথার ওপর হাত তুলল না। বরং কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরিয়ে হাসল।

'দুই মিনিট আগেই তোমাকে নিশানা করেছি আমি,' বলল ও, 'রাইফেলের ব্যারেলে ময়লা ঘষে রাখা উচিত ছিল তোমার—অনেক দূর থেকে দেখে ফেলেছি। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

কোনও জবাব দিতে পারল না লোকটা—জানে, হেরে গেছে সে। রাইফেলের ভরসায় আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, অথচ এখন দেখা যাচ্ছে আগেই পিস্তল বের করে রেখেছে লোকটা, কোমরের কাছে ধরে রেখেছে। কালো ঘোড়ার ওই সওয়ারী ঝুঁকি নেয়ার বান্দা নয়, বুঝতে পারল সে, কণ্ঠ বদলাব সিদ্ধান্ত নিল।

'এখানে কেন এসেছ?'

'তোমাকে বলতেই হবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল গ্রীন।

'হ্যাঁ। এটা জানতে চাইছে,' রাইফেল নাচিয়ে বলল লোকটা।

নীরস হাসল জেমস গ্রীন। 'হাহ্! তোমার গুলি তো ফসকে যাবে, কিন্তু ঠিক জায়গায় গাঁথবে আমারটা। যাকগে, একান্তই যদি শুনতে চাও, বলছি, "রবার" নামে এক লোককে খুঁজছি আমি।'

'তুমি সানড্যান্স?'

'তোমার অনুমান ঠিক হতেও পারে,' হাসল জিম, 'যদি হই?'

'তোমার পথ ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে আমাকে,' জানাল পাহারাদার, 'এগিয়ে যাও। পরে আবার দেখা হবে—আশা করি।'

কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারল গ্রীন, হাসল সশব্দে। আউট-লর মতো এগোনোর পর আবার বাঁক নিল, দেখল গিরিখাতের খাড়া প্রাচীর পরস্পরের



সঙ্গে মিশে কানাগলিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এগোনোর পথ নেই। ঘোড়া থামাল জেমস গ্রীন, কালচে ধূসর পাথুরে দেয়াল জরিপ করতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হঠাৎ একটা বড়সড় বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন লোক, ইশারায় বোল্ডারের বেরিয়ে থাকা দেয়ালের পেছনে আপাত-অদৃশ্য প্রবেশপথ দেখাল। ভেতরে ঢুকে চোখের সামনে একটা ডিম্বাকৃতি বেসিন দেখতে পেল জিম, ওটার ঘেসো জমি ঢালু হয়ে চারদিকে কঠিন পাথুরে প্রাচীরের সঙ্গে মিশে গেছে। বেসিনের ঠিক মাঝখানে একটা গোলাকৃতি ছোট লেক। গরু আর ঘোড়া এদিকে চরছে। উপত্যকার ওপাশে গোটাকয়েক কাঠের কেবিন।

প্রায় গজ বিশেক দূরে দাঁড়ানো একটা কেবিনের উদ্দেশে ঘোড়া নিয়ে এগোল গ্রীন, ওখানে দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে জরিপ করছিল এক লোক, নির্বিকার চেহারা।

'শেষ পর্যন্ত এলে—সানড্যান্স,' বলল সে। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল আউট-ল দলের সর্দার, ধূসর চোখের কঠিন দৃষ্টিতে জরিপ করল আবার কাউবয়কে। 'আমি তোমার কাছে কিছু লুকাতে চাই না, সানড্যান্স,' ফ্যাসফেঁসে কর্কশ কণ্ঠে আবার বলল সে, 'জুডসনের মৃত্যুর সময়টায় তুমি কোরেগুয়েজে না থাকলে আমাকেই পাকড়াও করত ওরা, কারণ আমার কোমরে তখন জুডসনের মানিবেল্টটা ছিল।'

স্যাডলে সোজা হয়ে বসল গ্রীন। 'ছিনতাই আর খুন তোমারই কাজ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও, চেহারা থেকে নিরাসক্ত ভাব খসে পড়তে শুরু করেছে।

'হ্যাঁ, কিন্তু গর্দভটাকে হত্যা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না,' বলল রবার, 'পিস্তলের মুখে দাঁড় করিয়ে ওর অস্ত্র কেড়ে নিতে এগিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঘোড়া নিয়ে আচমকা লাফিয়ে উঠল বেকুবটা। ওকে আহত করতে গুলি করেছিলাম, কিন্তু নড়াচড়ার ওপর থাকায় গুলিটা...তো...' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

এই লোকের অপরাধের দায় চেপেছে ওর কাঁধে এবং এখন তারই সামনে ও দাঁড়িয়ে আছে, ভেবে হতবাক হয়ে গেল গ্রীন।

'ওভাবে শহরে গিয়ে মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছি আমি, ওকে কায়দামতোই পাওয়া গেছে ভেবেছিলাম। টাকাগুলো খুব দরকার ছিল...বেশ কিছুদিন কাজ না থাকায় আমার লোকজনও কিছুটা অস্থির হয়ে উঠেছিল।'

'আমি এখানে আসবই, কী করে নিশ্চিত হলে?' জানতে চাইল গ্রীন।

'পোস্টারগুলো আমি দেখেছি, জানতাম কোনও শহরেই শান্তিতে থাকতে পারবে না,' ব্যাখ্যা করল 'রবার'। 'স্যান অ্যান্টনিও-তে আসতে পারো ধরে নিয়ে নজর খোলা রাখার জন্যে লোক পাঠিয়েছি, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নি?'

'সে হয়তো আমাকে দেখেছে,' বলল গ্রীন, 'কিন্তু তার সঙ্গে আমি কি আমি!' ওকে গ্রেফতার করার প্রচেষ্টা আর তার ফলাফল আউট-ল চীফকে জানাল ও।

আউট-ল হাসলেও দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের কারণে তা বোঝা গেল না। তার

দূত কী ভূমিকা পালন করেছে, বোঝার চেষ্টা করছে সে। অবশেষে শ্রদ্ধা মেশানো কণ্ঠে রবার বলল, 'সশস্ত্র তিন শত্রুকে হারিয়ে প্যাসিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছ! নাহ্, তোমার নাম 'সানড্যান্স' রেখে ভুল করে নি ওরা।'

'আমার নাম জিম–ওনামেই ডেকো।'

'আমার নাম রবার্ট, কিন্তু সবাই "রবার" বলে ডাকে, ডাকাতি করে বেড়াই কিনা, আমি অবশ্য কিছু মনে করি না। ঠিক আছে, জিমই সই। যাও, এবার কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে চারপাশটা দেখে নাও। এখানে আর কোনও বিপদের ভয় নেই তোমার। ও একটা কথা, গোঁফ কামিয়ে ফেললে বোধ হয় খুব একটা খারাপ লাগবে না তোমায়। ঘোড়াটা বোধ হয় হাতছাড়া করতে চাও না?'

স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানাল জিম। মুখ বিকৃত করল আউট-ল সর্দার। ঘরের ভেতরে গিয়ে শেলফ হাতড়ে একটা শিশি বের করে আনল সে। 'রঙটা লাগালেই গায়েব হয়ে যাবে সব চিহ্ন। চলো, তোমাকে তোমার কামরা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

অন্যান্য ঘর থেকে খানিকটা দূরে একটা ছোট ছাপরার দিকে ওকে সঙ্গে করে এগোল আউট-ল। গিরিখাতের দুনম্বর পাহারাদার ওকে দেখে দাঁত বের করে হাসল। 'এর নাম জিম, স্যান্ডি,' পরিচয় করিয়ে দিল 'রবার', 'কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওর থাকার ব্যবস্থা করো, আর সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ো।'

'নিশ্চয়ই,' বলল স্যান্ডি।

খাওয়ার সময় ফের দেখা হবে বলে চলে গেল আউট-ল সর্দার।

# দুই

পরদিন সকালে নাশতার সময় রবারের দেখা মিলল না। তবে অন্য একজন লোককে দেখতে পেল সানড্যান্স, স্যান অ্যান্টনিও-তে দেখা হয়েছিল যার সঙ্গে। কাউবয়ের দিকে হাসিমুখে তাকাল সে। নাশতার পালা চুকে যাবার পর ইশারা করল, তার সঙ্গে বাইরে এল সানড্যান্স।

'সিদ্ধান্ত পাল্টেছ দেখা যাচ্ছে?' কথোপকথনের ঢঙে বলল লোকটা।

'তা বলতে পারো,' ব্যঙ্গ মিশিয়ে জবাব দিল গ্রীন।

'যা হোক, ঠিক কাজ করেছ এসে। স্যান অ্যান্টনিও-তে এখন তোলপাড় অবস্থা। শেরিফের মেজাজ বিচ্ছিরি রকম খারাপ হয়ে আছে। আমার কথা শোনো, আর কখনও ওখানে যাবার চিন্তা মাথায়ও এনো না। আচ্ছা, রবারের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা ভাবছ নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না সানড্যান্স। নবাগতের আচরণে আন্তরিকতার ছাপ থাকা সত্ত্বেও তাকে ওর পছন্দ হয় নি, কোথায় যেন একটা বিদ্বেষের



আভাস পাওয়া যায়। 'এখনও মনস্থির করি নি,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল গ্রীন, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এ-ছাড়া আর কিছু করার আছে এখন?'

'একটু ঘুরে আসতে পারো ইচ্ছা করলে,' বলল আরেকটা কণ্ঠস্বর।

ঘাড় ফিরিয়ে স্যান্ডিকে দেখতে পেল গ্রীন। নবাগত লোকটার নাম স্লিগ, হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

হাসতে হাসতে হাঁটতে লাগল ওরা দু'জন। বিষ দৃষ্টিতে ওদের গমনপথের দিকে চেয়ে রইল স্লিগ। 'তোমাদের কপালে অনেক খারাবী আছে, সোনার চাঁদেরা, টেরটি পাবে,' বিড়বিড় করে বলল সে।

যার যার ঘোড়ায় চেপে আলাদা পথে রওনা হলো ওরা। পুব দিকে গেল স্যান্ডি, অন্য এক প্রহরীকে অব্যাহতি দিতে হবে তাকে; উল্টোদিকে এগোল সানড্যান্স।

বেরোবার রাস্তা পেতে খুব একটা কষ্ট হলো না। রিমরকের গায়ে সুড়ঙের মতো ফাটল, কোনওমতে একজন অশ্বারোহী যেতে পারবে। চারদিকে আবছা অন্ধকার, কারণ মাথার ওপর ক্লিফের প্রাচীর পরস্পরের সঙ্গে প্রায় লেগে গেছে, তাছাড়া সুড়ঙ পথের শেষ মাথায় রয়েছে ঘন ঝোপঝাড়। খুব বেশি খুরের ছাপ নেই দেখে সানড্যান্স অনুমান করল এ রাস্তাটা তেমন ব্যবহার করা হয় না।

স্যান্ডি ওকে আগেই বলেছিল, উপত্যকার এপাশে সবচেয়ে কাছের বসতি প্রায় তিরিশ মাইল দূরে, আর 'এস-ই' র‍্যাঞ্চই তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

'স্যামুয়েল এভার্টের রেঞ্জটা বিশাল,' বলেছে স্যান্ডি, 'সবাই বলে প্রচুর জমির মালিক সে। আমাদের আস্তানাটাও কিন্তু ওর সীমানায় পড়েছে, অবশ্য আজ পর্যন্ত আমাদের ব্যাপারে কোনওরকম আপত্তি তোলে নি সে।'

বুনো বিরান প্রান্তরে বেরিয়ে এল গ্রীন। কিছুক্ষণ পর পরই গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে গরু কিংবা বাছুর, আগুন-চোখে দেখছে ওকে, তারপর ফের আত্মগোপন করছে অন্য কোনও ঝোপে। কয়েকটা গরুর গায়ে এস-ই ব্র্যান্ড দেখতে পেল সানড্যান্স, কিন্তু বেশির ভাগই বেওয়ারিশ–মেভেরিক।

'স্যান্ডি ঠিকই বলেছে,' আপনমনে বলল গ্রীন, 'হয় এভার্টের লোকজন একেবারে নিষ্কর্মা নয়তো গত কয়েক বছর ঠিক মতো রাউন্ড-আপ করা হয় নি এখানে। বেওয়ারিশ বাছুরগুলো কেউ যদি গায়েব করে ফেলে কিছু করার থাকবে না।'

একটা অগভীর খাদের কিনারা ধরে এগোচ্ছিল গ্রীন, আচমকা একটা আতঙ্কিত আর্তনাদ কানে এল ওর, তারপর ছুটন্ত খুরের শব্দ। নারীকণ্ঠ চিনতে ভুল হলো না গ্রীনের। ঠিক সামনে কোথাও রয়েছে সে।

সামনে বাড়ল গ্রীন। মাত্র কয়েকশো গজ দূরে, খাদের তলদেশ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে পনি হাঁকিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে এক মেয়ে, তার ঠিক পেছনে দুজন ইন্ডিয়ান, নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। রাশ টানল সানড্যান্স, চট করে ঘোড়া ঘুরিয়েই ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল, ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

নীচে এসে সবেগে ঘোড়া ছোটাল আবার, লম্বা পা ফেলে এগোল থান্ডার, দ্রুত কমতে শুরু করল দুই ইন্ডিয়ানের সঙ্গে, ওর দূরত্ব। কিন্তু সানড্যান্স বুঝতে পারছে নষ্ট করার মতো সময় নেই তার। ইতিমধ্যে সামনের ইন্ডিয়ানটা এক হাতে মেয়েটার পনির লাগাম আঁকড়ে ধরেছে, অন্য হাতে ওকে স্যাডল থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে ওকে।

বাধা দিচ্ছে মেয়েটা, ছড়ির ডগা দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাত হানছে ইন্ডিয়ানকে। লোকটা খেপে গিয়ে মেয়েটাকে আহত করতে পারে ভেবে চেঁচিয়ে উঠল গ্রীন। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছনের ইন্ডিয়ান, লাগাম ছেড়ে দিল সে, ধনুক তুলে নিল এক হাতে, অন্যহাত নিমেষে এগিয়ে গেল পিঠে ঝোলানো তূণের দিকে। পরক্ষণে ঘাড়ের ওপর তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করল সানড্যান্স। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আবার তীর ছুঁড়তে গেল ইন্ডিয়ান, কিন্তু আগেই গর্জে উঠেছে সানড্যান্সের রিভলভার, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল প্রতিপক্ষ। সঙ্গীর অবস্থা দেখে প্রমাদ গুণল অপর ইন্ডিয়ান, ছেড়ে দিল মেয়েটাকে, ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বুনো বেড়ালের মতো খাদের খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। একটু পরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটা চিৎকার ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে। পিছু ধাওয়া করল জিম। কিন্তু সে কিনারায় উঠে আসার আগেই খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে আধ মাইলেরও বেশি দূরে চলে গেছে লোকটা। সানড্যান্স আবার খাদে নেমে এলে ওর সঙ্গে যোগ দিতে এগিয়ে এল মেয়েটা, তার ঠোঁটে কৃতজ্ঞতার হাসি।

'ধন্যবাদ,' করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বলল সে, পরক্ষণে অচেনা ত্রাণকর্তার শার্টের কলারে নজর পড়তেই আঁতকে উঠল, 'একি!' প্রায় চেঁচিয়ে বলল সে, 'তুমি চোট পেয়েছ দেখছি!'

'ও কিছু না, সামান্য আঁচড় লেগেছে,' হেসে বলল গ্রীন, 'অবশ্য এতেই মারাত্মক অবস্থা হতে পারত।'

ঘোড়া নিয়ে খাদ বরাবর ফিরতি পথে এগোল সানড্যান্স, অবলীলায় স্যাডল থেকে সামনে ঝুঁকে পড়ে ওর কাঁধে আঁচড় কেটে চলে যাওয়া তীরটা তুলে নিল। তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করল ফলাটা। তারপর নিহত ইন্ডিয়ানের অবশিষ্ট তীরগুলোও জরিপ করল। হাসতে হাসতে মেয়েটার সঙ্গে যোগ দিল আবার।

'আমার সৌভাগ্য বলতে হবে–তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হান্টিং শ্যাফট বের করেছিল লোকটা,' মেয়েটিকে জানাল সে।

মেয়েটা কিছু বুঝতে পারে নি টের পেল, ব্যাখ্যা করে বোঝাল: ইন্ডিয়ানদের কাছে সবসময় শিকার আর যুদ্ধের জন্যে আলাদা তীর থাকে। যুদ্ধের তীরের ফলায় বিষ মাখানো থাকে–সাপের বিষ–সামান্য আঁচড়ই একজন মানুষকে মারার জন্যে যথেষ্ট। শুনে শিউরে উঠল মেয়েটি।

'ক্ষতটা ধুয়ে এখুনি ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি আমি,' বলল সে।

প্রতিবাদ করল গ্রীন, কিন্তু ওর কথায় আমল না দিয়ে কাজ শুরু করে দিল তরুণী।



'আমি শার্লট এভার্ট,' নিজের পরিচয় দিল সে। 'এস-ই র‍্যাঞ্চ হাউসটা এখান থেকে মাত্র আটমাইল দূরে। বাবা তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাইবে সব শোনার পর, চলো।'

'আরে, কী দরকার ওসবের–' বলতে গেল গ্রীন, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল শার্লট।

'কিন্তু বাবা সেটা মানবে না। আমারও একই কথা। তাছাড়া, আশপাশে আরও ইন্ডিয়ান ওত পেতে থাকতে পারে।'

এরপর আর কথা চলে না, হার মানতে বাধ্য হলো সানড্যান্স। বুঝতে পারছে, এই মেয়ে মুখে যা বলে তা করে ছাড়ে।

'একা একা এতদূর আসা উচিত হয় নি তোমার,' বলল গ্রীন।

'জানি। ব্যাবা আগেই সাবধান করেছিল, কিন্তু আমি ভাবলাম ইন্ডিয়ানরা এতদিনে নিশ্চয়ই শান্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, বহুদিন পুবে ছিলাম আমি, ওখানে কলেজে পড়াশোনা করেছি, মাত্র ক'দিন হলো ফিরেছি।'

'এত সহজে শান্ত হবার পাত্র নয় ইন্ডিয়ানরা,' গম্ভীর চেহারায় বলল গ্রীন, 'অন্তত যতদিন ওর মতো লোকেরা আছে!' কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে মৃত ইন্ডিয়ানটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'তবে ওদের বোধ হয় খুব একটা দোষ দেয়া যায় না–অনেক কষ্ট সহ্য করে টিকে থাকতে হচ্ছে আজকাল। অবশ্য ওরা বরাবরই বিষাক্ত। ওই লোকটাকেও পাকড়াও করা উচিত ছিল। আমার মন বলছে আবার ওর দেখা পাব আমি।'

'খোদা রক্ষা করুন!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল শার্লট। 'এই রঙচঙে চেহারা জীবনেও ভুলতে পারব না আমি। ইস্, তুমি যদি সময় মতো–'

প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে জিম বলল সে-ও অল্প কিছুদিন আগে পুব থেকে এসেছে। কৌতূহলের সঙ্গে ওকে আবার দেখল মেয়েটি। এরপর নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করল। গ্রীন জানতে পেল: শার্লট স্যাম এভার্টের আপন মেয়ে নয়; কয়েক বছর আগে ওর বাবা মারা গেলে তখন দেখাশোনা করার কেউ না থাকায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে শার্লটকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেছে স্যাম।

'আমাকে কিন্তু অসম্ভব আদর করে বাবা,' উপসংহারে বলল শার্লট।

খুব বেশি কথা বলল না গ্রীন। মেয়েটাকে কেবল নিজের নামটা জানাল, আর কিছু না। আভাসে একবার প্রশ্ন করল শার্লট, এবং যা ভেবেছিল, অস্পষ্ট জবাব পেল।

'এমনি এদিকে একটু ঘুরতে এসেছিলাম,' বলল জিম।

'ভাগ্যিস এদিকে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে! আমরা প্রায় র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেছি। এবার বাবার বকুনি শোনার জন্যে তৈরি হতে হয়!'

'ঘটনাটা না জানালেই তো পারো,' বলল সানড্যান্স, 'এখন আর তোমার কোনও ভয় নেই, আমি বরং যাই–'

'না, বাবার কাছে এমন একটা ঘটনা লুকানো যাবে না,' বলল শার্লট, তারপর কপট ক্ষোভের সঙ্গে গ্রীনকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তাহলে ধরে নেব

আমার সান্নিধ্য তোমার ভালো লাগছে না?'

চোখের কোণ কুঁচকে উঠল গ্রীনের। 'কী বলছ? তোমার সঙ্গে একটানা কয়েক ঘণ্টা থাকতেও আমার আপত্তি নেই, ম্যা'ম।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে

এস-ই র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে, ছাদ ঢাকা প্রশস্ত পোর্চে বসে আছে দু'জন লোক: একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, খাট, কিন্তু বিশাল তার কাঁধ; পরনে রেঞ্জের পোশাক–এই লোকটাই স্যাম এভার্ট, র‍্যাঞ্চার। অন্যজন একেবারে ভিন্ন চেহারার: নাম চাক বাউড্রি, পেশায় জুয়াড়ী। এই মুহূর্তে বড় ধরনের একটা খেলায় ব্যস্ত রয়েছে সে। নির্বিকার চেহারায় কিছুক্ষণ স্যামকে জরিপ করল বাউড্রি।

'ঝুঁকি নেবে বলেই স্থির করলে তাহলে, স্যাম?' জানতে চাইল সে।

'নিঃসন্দেহে–আর কোনও কিন্তু নেই,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, চাক, শার্লটের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে আমাকে, ওর একটা ব্যবস্থা করে রাখতে চাই; খোদা না করুন, আমার কিছু হয়ে গেলে মেয়েটা তখন দাঁড়াবে কোথায়?'

'আমি ওকে হয়রানি করব ভাবছ নাকি?' জানতে চাইল বাউড্রি।

'তা নয়। কিন্তু তুমিও তো মানুষ, আর মানুষের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া তোমার পেশাটাও তেমন নিরাপদ নয়,' সরাসরি জবাব দিল এভার্ট।

'আত্মরক্ষার উপায় আমার জানা আছে,' সূক্ষ্ম হেসে বলল বাউড্রি, 'তবে, ঠিকই বলেছ, কিছুটা ঝুঁকি মাথায় নিয়ে চলতে হয় আমাকে। যাকগে, বাদ দাও ওসব কথা, তুমি জানো আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে রাজি আছি, জানো না?'

'নিশ্চয়ই। প্রয়োজনের সময় আমাকে টাকা ধার দিয়ে বড্ড উপকার করেছ তুমি, চাক,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার, 'কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখ, এক লাখ একর জমির দাম আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হু-হু করে বাড়তে শুরু করবে, যত সেন্ট দিয়ে কিনেছিলাম তত ডলারে কিনতে চাইবে লোকে। এমন একটা জমির মালিকানা নিজের হাতে রাখার ইচ্ছা জাগবে না তোমার?'

ঠিক এই ইচ্ছাটাই পোষণ করছে চাক বাউড্রি মনে মনে, কিন্তু চেহারায় তার কোনও ছাপ পড়ল না।

'সেটাই তো স্বাভাবিক,' বলল সে, 'কিন্তু আমি শুনেছি, এ ধরনের ড্রাইভ খুব ঝুঁকিপূর্ণ–পুরো পালই খোয়াতে হতে পারে!'

'এমনিতেও তো হারাতে হচ্ছে!' তিক্ত কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার, প্রতিপক্ষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে আবার যোগ করল, 'হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, রাসলারদের কাজ। এটা ওদের জন্যে ডালভাত। আমার বেশির ভাগ গরু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তার ওপর ঠিক মতো ব্র্যান্ড করারও ব্যবস্থা করতে পারি নি। গত কয়েক বছর রাউন্ড-আপ হয় নি এখানে। কারণ ওই কাজের জন্যে



অনেক লোক দরকার, যাদের পোষার ক্ষমতা ছিল না আমার। আর করেই বা কী লাভ হত! একটা গরু বিক্রি করলে পাওয়া যায় মাত্র কয়েক ডলার, সেজন্যে আবার উপকূলীয় শহরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে, চালানের খরচ বাদ দিলে মুনাফা বলতে আর কিছুই থাকে না হাতে।

'তুমি তো জানো, চাক, যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার হয়েছিল র‍্যাঞ্চগুলো, বনে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে সব গরু-বাছুর, প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে উঠেছে ওদের সংখ্যা। এত বেশি .ৎ চিন্তাও করতে পারবে না। লড়াই শেষে দেখা গেল টেক্সাসের সব র‍্যাঞ্চারের হাতে এত বেশি গরু যে ওগুলো পোষার সাধ্য কারও নেই, আর বিক্রি করবে–বাজার কোথায়! কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে অবস্থা পাল্টাতে শুরু করেছে। গরুর চাহিদা বাড়ছে পুবে। রিজার্ভেশনের ইন্ডিয়ানদের জন্যেও সরকারের গরুর প্রয়োজন। উত্তরের র‍্যাঞ্চাররা আগেই বুঝতে পেরেছে ওদিককার দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমির লম্বা বাফেলো-গ্রাস খেয়ে দ্রুত তাগড়া হয়ে উঠবে গরুর পাল, তাই তারাও ইদানীং গরু কিনতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ক্যানসাসের অ্যাবিলিনে একটা শিপিং পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। এখানে তো পানির দরে গরু বিক্রি হয় অথচ ওখানে একটা গরুর দাম কমপক্ষে পনের ডলার।'

'ভালোই তো মনে হচ্ছে,' বলল তরুণ জুয়াড়ী, 'যদি ড্রাইভ শেষ করতে পারো।'

'পারতেই হবে! নইলে আমার উপায় নেই,' গম্ভীর চেহারায় বলল এভার্ট, 'সে যাই হোক, তোমার তো কোনও ক্ষতি নেই, চাক, আমি সফল হলে তুমি তোমার টাকা ফেরত পাবে, আর যদি ব্যর্থ হই, র‍্যাঞ্চটা তো থাকলই। তোমার উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই।'

'উদ্বিগ্ন হচ্ছি কে বলল,' ওকে আশ্বস্ত করল বাউড্রি, আরও একবার একটুকরো ক্রূর হাসি খেলে গেল তার মুখে। এবার সহজ কণ্ঠে সে জানতে চাইল, 'তোমার সেই ছেলেটার আর কোনও খবর পেয়েছ?'

র‍্যাঞ্চারের দুই ভুরু কুঁচকে উঠল। 'আমার কোনও ছেলে নেই!' কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র আমার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে! কথাটা তুমি মনে রাখলে খুশি হব, চাক।' একটু থামল র‍্যাঞ্চার, তারপর আবার বলল, 'না, নতুন কোনও খবর পাই নি।'

কিছু বলল না চাক বাউড্রি, কিন্তু দৃষ্টিতে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল।

'কবে নাগাদ রওনা দেবার কথা ভাবছ?' জানতে চাইল সে একটু পর।

'চলনসই একটা পাল জড়ো করে ব্র্যান্ড করতে যে কদিন লাগে, তারপরই বেরিয়ে পড়ব। আরে, শার্লট, তোমার সঙ্গে ওটা আবার কে?'

ঘোড়া করালে রেখে র‍্যাঞ্চ হাউসের কোনা ঘুরে হঠাৎ উদয় হয়েছে শার্লট আর সানড্যান্স। উঠে দাঁড়িয়ে শার্লটের উদ্দেশে মাথা নোয়াল চাক, কিন্তু ভাবান্তর হলো না মেয়েটার চেহারায়।

'বাবা, এ হচ্ছে মিস্টার গ্রীন, প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে এলাম, কারণ

আমি জানি, আজকের ঘটনা শোনার পর ওকে ধন্যবাদ দিতে চাইবে তুমি।'

অল্প কথায় ইন্ডিয়ানদের হামলা আর সানড্যান্স কীভাবে ওকে উদ্ধার করেছে সে কথা জানাল শার্লট। শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্যাম এভার্টের চেহারা। শার্লটের মারাত্মক কিছু হতে পারত ভেবে শিউরে উঠল সে, নিজের অজান্তেই করমর্দনের জন্যে গ্রীনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'বয়,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'তুমি আমার আজ কতখানি উপকার করেছ বলে বোঝাতে পারব না। তুমি কী চাও বলো, আমার সাধ্যে কুলোলে অবশ্যই দেব।'

বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে ঝাঁকি দিল সানড্যান্স। 'ওসব বলে লজ্জা দিয়ো না, মিস্টার,' বলল ও, 'ঘটনাচক্রে ওখানে হাজির হয়েছিলাম বলেই–'

ওর মনোভাব বুঝতে পারল র‍্যাঞ্চার; এ ধরনের লোকদের চরিত্র তার জানা আছে–প্রশংসা এদের ধাতে সয় না, আগেই ধরে নিয়েছে সবার গালমন্দ শোনাই তাদের নিয়তি। শার্লটের দিকে ফিরল এবার র‍্যাঞ্চার।

'শোনো মেয়ে, তোমাকে না বলে দিয়েছিলাম–' কঠিন গলায় বলতে গেল এভার্ট।

কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল শার্লট। 'হ্যাঁ, আমাকে আগেই সাবধান করেছিলে তুমি, ঠিক, অতটা দূরে যাওয়া উচিত হয় নি, আমার ভুল হয়েছে, দোষ স্বীকার করছি, আর কেন বকা দিচ্ছ! আসলে ইন্ডিয়ানের কথা আমার মাথায় আসে নি।'

'ইন্ডিয়ান ছাড়াও আরও বিপদ আছে,' গড়গড় করে বলল বুড়ো র‍্যাঞ্চার, 'হঠাৎ করে রবার'স রাইডারদের কেউ হাজির হতে পারত–ওদিকেই কোথাও তার হাইডআউট রয়েছে বলে শুনেছি।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গ্রীনের দিকে তাকাল সে। 'তুমি ওর দলের লোক নও তো?'

হেসে মাথা নাড়ল সানড্যান্স, শার্লটকে বলা কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করল। 'দক্ষিণ থেকে এসেছিলাম, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম জায়গাটা।'

ওর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলো র‍্যাঞ্চার। বুঝতে পারছে, অস্থির স্বভাবের লোক এই কালো ঘোড়ার সওয়ারী, ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়াতে চায়, কোনও পিছুটান নেই যেন, খোলা প্রান্তরই তার ঠিকানা। আগন্তুকের নিরুদ্বেগ আত্মবিশ্বাসী আচরণ পছন্দ হয়ে গেল এভার্টের।

পরে, খাওয়ার টেবিলে আলোচনা প্রসঙ্গে এভার্ট অ্যাবিলিনের উদ্দেশে তার পরিকল্পিত ক্যাটল-ড্রাইভের কথা জানাল সানড্যান্সকে, তারপর জানতে চাইল ট্রেইল-ড্রাইভিংয়ের কোনও অভিজ্ঞতা তার আছে কিনা।

'অল্প পাল্লার ড্রাইভে অংশ নিয়েছি,' বলল সানড্যান্স, 'উত্তরে যাওয়া হয় নি কখনও, তবে যদ্দূর শুনেছি, কাজটা পিকনিকের মতো নির্ঝঞ্ঝাট কিছু নয়।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'আমার আগেও র‍্যাঞ্চাররা গরু নিয়ে গেছে, আমার না পারার কোনও কারণ নেই।' বলল সে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? আরও দুজন লোক দরকার হবে আমার।' গ্রীনের চেহারায় দ্বিধার ছাপ নজর এড়াল না র‍্যাঞ্চারের, সঙ্গে সঙ্গে আবার বলল, 'চিন্তা ভাবনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নাও, এখনই কিছু বলার দরকার নেই–আমাদের রওনা হতে



এখনও দেরি আছে।'

ভেবে দেখবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল সানড্যান্স, তারপর জানতে চাইল মোট কত গরু নিয়ে রওনা হবার কথা ভাবছে এভার্ট।

'তিন হাজারের মতো,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'একটু কষ্ট হবে, জানি, কিন্তু আমার ছেলেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে। মাসে তিরিশ ডলার করে বেতন পাচ্ছে এখন, গরু বিক্রি হলে লাভের একটা অংশও পাবে।'

মাথা দোলাল গ্রীন। র‍্যাঞ্চারকে ভালো লেগেছে ওর। চমৎকার মানুষ, আশাবাদী সীমান্ত পুরুষ, এর মতো লোকেরাই দেশের সবচেয়ে বুনো এলাকায় বসতি গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, ওদের দেখানো পথেই এগিয়ে যাবে আগামী প্রজন্মের ছেলেরা, বিকশিত হবে সভ্যতা। বাউড্রি লোকটাকে তার প্রথম দর্শনেই অপছন্দ হয়েছে, কেন যেন মনে হচ্ছে লোকটার আপাতসরল চেহারার পেছনে লুকিয়ে আছে অসম্ভব লোভী একটা মন, হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়ছে তার আসল চেহারা। বার দুই ওকে লোভাতুর দৃষ্টিতে শার্লটের দিকে তাকাতে দেখল সানড্যান্স।

'মিস শার্লট নিশ্চয়ই এখানে থাকবে,' বলল বাউড্রি।

'অবশ্যই না,' চট করে বলে উঠল শার্লট।

হতাশ চেহারায় ওর দিকে তাকাল স্যাম এভার্ট। 'বোকার মতো কথা বোলো না, শার্লট,' বলল সে, 'ট্রেইল-ড্রাইভে একটা মেয়ে একা গিয়ে করবেটা কী?'

নির্বিকার দেখাল শার্লটকে, প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে জানতে চাইল, 'পেগ-লেগ যাচ্ছে না তোমাদের সঙ্গে?'

'আলবৎ যাবে–বাবুর্চি ছাড়া আমাদের চলবে কী করে?'

'তাহলে ওর স্ত্রী, আন্ট জুডিকেও নিতে হবে, তাই না? তার মানে আমাকে আর একা থাকতে হবে না, বুঝেছ?' গম্ভীর হয়ে উঠতে শুরু করেছে র‍্যাঞ্চারের চেহারা, কিন্তু তাকে গর্জে ওঠার সুযোগ দিল না শার্লট, বলল, 'ছেলেদের মতো করে ঘোড়া হাঁকাতে পারি আমি, ল্যাসো ছুঁড়ে গরু ধরতে জানি, জানি না?' রাগত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। শার্লট আবার বলল, 'তাহলেই দেখ, নিখরচায় একটা কাউগার্ল পেয়ে যাচ্ছ তুমি, অথচ তারপরও অযথা আপত্তি করছ। অবশ্য আমি জানি আসলে ঠাট্টা করছ তুমি, মনে মনে ঠিকই চাইছ আমি যেন যাই। আমি গেলাম, আন্ট জুডিকে বলে আসি।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে বুনো গরু কী বেয়াড়া কাউহ্যান্ডকে সামলাতে আমার কোনও কষ্ট হয় না, কিন্তু মেয়েমানুষের বেলাতেই অসহায় হয়ে যাই,' স্বীকার করল র‍্যাঞ্চার, 'সেজন্যই আমার কাছ থেকে সব কিছু আদায় করে নিতে পারে ও।'

খাবার পালা শেষ হতেই বিদায় নিল গ্রীন, একই পথে ফিরতে শুরু করল রবারের আস্তানার দিকে। ইন্ডিয়ানের লাশটা দেখতে পেল না, বোধ হয় ওর সঙ্গী এসে নিয়ে গেছে। আরও পরে এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিল ও, কিন্তু এই

মুহূর্তে এটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। স্যাম এডার্টের প্রস্তাবের কথা ভাবছে। ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়া এই জটিল পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাবার একটা পথ পাওয়া যাবে প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে; তাছাড়া রোমাঞ্চের স্বাদ পাওয়া যায় বলে এরকম কাজ ওর খুব পছন্দও। তিন হাজার গরুর বিশাল পাল নিয়ে আট-নয়শো মাইল দুর্গম বুনো এলাকা পাড়ি দেয়া মুখের কথা নয়। পরে সিদ্ধান্ত নেবে বলে ঠিক করল সানড্যান্স, অবশ্য প্রয়োজনের মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার বিরল ক্ষমতা আছে ওর। বেপরোয়া ধরনের লোক সে। বিকেলের অভিজ্ঞতার কথা স্যান্ডিকে জানাবে কিনা ভাবল সানড্যান্স।

'আমার ধারণা ছেলেটা ভালো,' আপন মনে বলল ও, 'কিন্তু সবেমাত্র পরিচয় হয়েছে ওর সঙ্গে...'

উপত্যকায় ফিরে গ্রীন দেখল বিশাল কেবিনের বাইরে বসে আছে রবারের লোকজন, কেউ কেউ সিগারেট ফুঁকছে, গল্প করছে। ঘোড়াটা যথাস্থানে রেখে ওদের সঙ্গে যোগ দিল গ্রীন। বোঝা যাচ্ছে রবার এখনও ফেরে নি। স্যান্ডির পাশে বেঞ্চে বসে পড়ল ও, কৌতূহলী চোখে ওকে জরিপ করতে লাগল সবাই। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল স্যান্ডি।

'সাপার শেষ হয়ে গেছে,' মন্তব্য করল তরুণ স্যান্ডি, তারপরই গলা নামিয়ে ফিসফিস করে জানাল, 'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না, সাবধান থেকো।'

ফিরে এসে লোকগুলোর চেহারা দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে গ্রীন। সম্ভবত ওকে 'বাজিয়ে দেখা'র একটা চেষ্টা করবে এরা। কেবল কুখ্যাতির খাতিরে বিনা পরীক্ষায় কাউকে দলে গ্রহণ করার মতো নয় দুর্বৃত্তরা। দৃঢ় হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

ছ-সাত গজ দূরে কী নিয়ে যেন তর্ক করে যাচ্ছে নাভাহো আর রোপি, ক্রমেই চড়ছে তাদের গলা। ওদের দু'জনের ওপর সতর্ক নজর রাখছে বাকি সবাই, লক্ষ্য করল গ্রীন। সিগারেট বানাচ্ছিল রোপি, হঠাৎ ঝাঁঝাল কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'টেক্সাসের কথা বলছ? টেক্সাস কী রকম আমি বলছি। মরার পর যখন নরকে ঢোকে টেক্সানরা—ওটাই ওদের শেষ ঠিকানা কিনা—মনে করে স্বর্গে এসে পড়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে গ্রীনের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল সে। সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে রোপি, বুঝতে পারল সবাই, সহসা নীরবতা নেমে এল ক্যাম্পে।

একই ভঙ্গিতে বেঞ্চে বসে রইল সানড্যান্স, কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না ওর। সন্তুষ্টির সঙ্গে হাসল রোপি, দেশলাই জ্বালল, কিন্তু জ্বলন্ত কাঠিটা সিগারেটে ছোঁয়ানোর আগেই কোমরের কাছ থেকে গর্জে উঠল গ্রীনের রিভলভার, নিভে গেল রোপির দেশলাই।

'একী!' বিস্ময়ে ঢোক গিলে বোকার মতো জানতে চাইল রোপি।

'আমি একজন টেক্সান,' শান্ত কণ্ঠে বলে অপেক্ষা করতে লাগল সানড্যান্স।

কিছু বলতে পারল না রোপি। হাতে ধরে রেখেছে দেশলাইয়ের কাঠিটা, যেন ওটা তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে।

এবার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সানড্যান্স বলল, 'টেক্সাসের বদনাম করতে মানা করি না, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে আজেবাজে কিছু বললে সেটাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করব আমি।'

মুখ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করল রোপি, 'আরে, আমি তো ঠাট্টা করছিলাম!'

'আমিও,' শীতল হেসে বলল সানড্যান্স, 'নইলে তো এতক্ষণে তোমার প্রাণ প্রদীপই নিভে যেত।'

পরে, ছোট্ট কেবিনে এসে আবার প্রসঙ্গটা তুলল স্যান্ডি।

'খোদার কসম, জীবনেও এমন কাণ্ড দেখি নি,' মন্তব্য করল সে, 'লোকে যে তোমাকে সানড্যান্স ডাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই, সত্যি সত্যি যেন সূর্যের ঝলক খেলে গেল তোমার হাতে... নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না!'

'বন্ধুরা আমাকে কিন্তু জিম ডাকে,' কথাটা মনে করিয়ে দিল গ্রীন।

'ফের তোমাকে বিরক্ত করার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে ওরা। লোক হিসাবে রোপি আসলে অত খারাপ না, নাভাহো ব্যাটাই ওকে উস্কে দিয়েছে—কেন যেন তোমাকে সহ্য করতে পারছে না সে।'

'এখানে ওর সঙ্গে আমার মিলে যাচ্ছে দেখছি—ওকেও আমার অসহ্য ঠেকছে,' বলল গ্রীন।

'বেড়াতে গেলে, কারও সঙ্গে দেখা হয় নি?' এবার জানতে চাইল স্যান্ডি।

'এদিকে খুব বেশি লোকজন আছে বলা যাবে না,' হেসে জবাব দিল গ্রীন 'কাল কী করবে তুমি?'

'আর কী, ব্র্যান্ডিং-বাজে একটা কাজ। আজ বিকেলে বেশ কিছু বেওয়ারিশ গরু ধরে এনেছে ওরা, "এইট-বি" ব্র্যান্ড বসাতে হবে ওগুলোর পাছায়।'

'ব্র্যান্ডটা কার?'

'তা জানি না। তবে আমার জানা মতে আশপাশে এ নামে কোনও র‍্যাঞ্চ নেই—অথচ ব্র্যান্ডিংয়ের পর ওগুলো সাপ্লাই দিয়ে মাথাপিছু চার ডলার করে পায় রবার।'

বিস্মিত হলো সানড্যান্স। অবশ্য এখানে বেআইনী কিছু নেই, ফ্রি-রেঞ্জের রূপ এটা, যে আগে ধরতে পারবে ব্র্যান্ডবিহীন গরু তার, অবশ্য আসল মালিক তার মালিকানার প্রমাণ দিতে পারলে ভিন্ন কথা।

রহস্য উদঘাটিত হলো পরদিন সকালে।

আবার জেগে উঠেছে পুরো উপত্যকা। লেকের কয়েকশো গজ দূরে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে, প্রত্যেকটা বাছুরকে টেনে হিঁচড়ে নয়তো দাবড়ে আগুনের কাছে নিয়ে আসা হবে, তারপর বেঁধে মাটিতে ফেলে উত্তপ্ত ব্র্যান্ডের ছাপ মেরে দেয়া হবে। সব প্রস্তুতি সারা। বাছুর বাঁধার গুরুদায়িত্ব চাপল সানড্যান্সের ওপর। প্রথম বাছুরটাকে বাঁধার পর হঠাৎ পুরোনো ব্র্যান্ডটা দেখতে

গেল ও: 'এস-ই'।

'আরে, এটা তো দেখছি আগে থেকে ব্র্যান্ড করা!' উত্তপ্ত ইস্পাত হাতে এগিয়ে আসা রোপিকে বলল ও।

হিংস্র ভঙ্গিতে হাসল রোপি। 'আরে, তাই তো!' বলল সে। 'অ্যাই, নাভাহো, ওরা দেখছি ভুল করে স্যাম এভার্টের গরু নিয়ে এসেছে, এখন এটার কী করা যায়?'

সামনে ঝুঁকে পড়ল দোআঁশলা নাভাহো। 'উচিৎ তো ফেরত দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে আসা, কিন্তু সেটা ঠিক হবে না,' জবাব দিল সে। তারপর ব্র্যান্ডিং স্টিকটা নিপুণ হাতে পুরোনো ব্র্যান্ডের ওপর কয়েকবার ছোঁয়াল, ব্যস, 'এস' আর 'ই' হরফ দু'টোর মুক্ত প্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে গেল। 'বাহ, কী সুন্দর ''এইট-বি'' ব্র্যান্ডের গরু হয়ে গেল, অবলা জানোয়ার, কেউ কিছু জানতে পারবে না।' সানড্যান্সের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসল সে। 'মানুষ মাত্রই ভুল করে,' আবার বলল, 'এরকম আরও কিছু গরু দেখা গেলেও অবাক হব না আমি।'

ঘর্মাক্ত কলেবরে গাল বকতে বকতে আরেকটা বাছুর টেনে নিয়ে এল দুই রাইডার। ফলে সমাপ্তি ঘটল ওদের আলোচনার ব্যস্ত হয়ে পড়ল সানড্যান্স। দেখা গেল প্রতি পাঁচটা গরুর মধ্যে চারটাই এস-ই ব্র্যান্ডের। সোজা কথায় রাসলিং চলছে এখানে। কিন্তু ক্লান্তিহীন কাজ করে চলল সানড্যান্স, কাজ দেখে এমনকী নাভাহো পর্যন্ত তারিফ না করে পারল না।

'ব্যাটা কাজ জানে,' রোপিকে বলল সে।

'ঠিক,' সায় জানাল রোপি, 'এত দ্রুত গরু বাঁধতে এই প্রথম দেখলাম।'

'তবু ব্যাটাকে আমার পছন্দ হয় না,' বলল নাভাহো।

'বড়ই দুঃখের কথা!' নিরাসক্ত জবাব এল।

# তিন

ওইদিন বিকেলেই ফিরে এল আউট-ল সর্দার, তার কথাবার্তায় উচ্ছ্বসিত ভাব দেখে বোঝা গেল যে কাজে গিয়েছিল তাতে সফল হয়েছে। সাপারের পর সানড্যান্সকে একপাশে ডেকে নিল সে।

'ব্র্যান্ডিংয়ের সময় ওদের সঙ্গে ছিলে নাকি?' সহজ স্বাভাবিক স্বরে জানতে চাইল।

'বরং বলো ব্র্যান্ডের বারটা বাজানোর সময়–' শুধরে দিল সানড্যান্স।

কিঞ্চিৎ কুঁচকে উঠল রবারের ভুরু। 'এটা পাদ্রির আস্তানা ভেবে এখানে আসো নি নিশ্চয়ই?' তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে, পরক্ষণে আবার বলল, 'দু-একটা গরু সরালে কী আর এমন ক্ষতি, অ্যাঁ? রাসলিংয়ে আসলে আমার খুব একটা



আগ্রহ নেই, তবে এভাবে নিজেকে খানিকটা ব্যস্ত রাখা যায় সেই সঙ্গে আমাদের সিগারেটের পয়সাও উঠে আসে। এখন বিরাট একটা কাজ পেয়েছি আমি, জিম, এই সুযোগে তুমিও কিছুদিনের জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতে পার। বুঝতে পারছ?'

মাথা দোলাল সানড্যান্স। বাধা না পেয়ে খেই ধরল রবার। 'ব্যাপারটা এরকম–তিন হাজার গরুর বেশ বড়সড় একটা পাল নিয়ে উত্তরে রওনা হবার তোড়জোড় করছে এভার্ট, কিন্তু আমার পরিচিত এক লোক তা চায় না,' ধূর্ত শেয়ালের মতো হাসল সে, 'বললে বিশ্বাস করবে না, পালটা যাতে গন্তব্যে পৌঁছুতে না পারে সেজন্যে আমার কাছ থকে একেকটা গরু চড়া দামে নেবার কথা বলেছে, তাছাড়া কাজটা করার জন্যে মোটা টাকা তো আছেই, এস ই র‍্যাঞ্চের যতগুলো গরু দেব ন্যায্য দামে কিনে নেবে সে।'

'ক্যাটল ড্রাইভে ব্যর্থ হলে ফতুর হয়ে যাবে এভার্ট, তাই না?'

'হ্যাঁ, এই ড্রাইভটাই তার টিকে থাকার শেষ চেষ্টা। জমি কেনার জন্যে টাকা ধার করতে গিয়ে নাক পর্যন্ত ডুবে আছে সে। যাক গে, ওটা আমার মাথা ব্যথা নয়, যার ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। এবার আসল কথাটা শোনো, ড্রাইভের জন্যে নতুন লোক নেবে এভার্ট। স্যান্ডি আর তুমি চলে যাও ওখানে–পাঠানোর মতো আর কাউকে দেখছি না, প্রায় সবার চেহারাই মার্কামারা। এভার্টের আউটফিটে নিজস্ব লোক থাকলে আমার কতটা লাভ হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? গরুর পালের ঠিক পেছন পেছন যাব আমরা, তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে, খোঁজখবর নেব–আমার প্রস্তাবে রাজি হলে তোমারই লাভ, একদিকে যেমন ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার উপায় বেরিয়ে যাবে তেমনি মোটা অঙ্কের টাকাও পাবে কাজ শেষে। কী মত তোমার?'

'ঠিক আছে, কাল সকালেই এস-ই র‍্যাঞ্চে চলে যাব আমরা,' জবাব দিল সানড্যান্স, 'কোথায় হামলা চালাবে স্থির করেছ?'

'সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে,' বলল আউট-ল, 'তবে ওরা যাতে ফিরে এসে আবার একপাল গরু নিয়ে রওনা হবার সুযোগ না পায় সেদিকে খেয়াল রাখব, অনেকটা পথ এগিয়ে যাবার সুযোগ দেব ওদের।'

মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে আউট-ল সর্দারের কাছ থেকে সরে এল সানড্যান্স এস-ই র‍্যাঞ্চে ও যোগ দেবে ঠিকই–কিন্তু শত্রু না মিত্র হিসাবে যাবে বুঝতে পারছে না। কেন যেন অস্থির হয়ে উঠতে চাইছে ওর মনটা। স্যান্ডিকে কেবিনের বাইরে বসে থাকতে দেখে তার কাছে এগিয়ে গেল গ্রীন, আগের দিন বিকেলের কথা জানিয়ে রবারের প্রস্তাব তোলার ভূমিকা সারল।

'তোমার দারুণ কপাল দেখছি,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল স্যান্ডি। 'কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল এখানে এসেছি অথচ আজ পর্যন্ত একটা মেয়েকে এরকম বিপদ থেকে উদ্ধার করার সুযোগ পেলাম না। তা মেয়েটা নিশ্চয়ই কুড়োল-মুখো, চোখ জোড়া ট্যারা, হাতির মতো মোটা শরীর?'

'বোঝা যাচ্ছে ওকে আগেও দেখেছ তুমি,' হেসে বলল সানড্যান্স।

'নাহ্—আশপাশে যে মেয়েলোক আছে আজই প্রথম শুনলাম। তা মেয়েটি কে?'

'স্যাম এভার্টের মেয়ে—শার্লট।'

'নির্ঘাত ধাক্কা দিয়েছে সে—স্যামের কোনও মেয়েটেয়ে নেই।'

'আসলে দত্তক-মেয়ে—র‍্যাঞ্চারের এক বুড়ো বন্ধু মারা যাবার পর সেই তার দেখাশোনা করছে,' ব্যাখ্যা করল সানড্যান্স, তারপর অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই জানাল, 'এভার্ট কাল আমাকে ওর র‍্যাঞ্চে কাজ করার জন্যে বলেছিল।'

'করবে নাকি?'

'তুমিও যাচ্ছ আমার সঙ্গে,' জবাব দিল গ্রীন, এবার আউট-ল সর্দারের পরিকল্পনার কথা জানাল স্যান্ডিকে, বলল ওদের কী ভূমিকা হতে যাচ্ছে ভাবলেশহীন চেহারায় সব শুনল ছেলেটা।

'খারাপ না,' অবশেষে মন্তব্য করল সে, 'ড্রাইভে যোগ দিতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু এক জায়গায় একটু ভুল করে ফেলেছে রবার—এদিকে আমাকে ঠিক অচেনা বলা যাবে না।' এক মুহূর্ত ভাবল সে, তারপর হাঁটুর ওপর একটা চাপড় কষিয়ে বলে উঠল, 'পেয়েছি! তোমার ঘোড়ার মাথা আর পায়ে লাগানো ওই রঙের শিশিটা কোথায়?' জানতে চাইল।

'ভেতরে শেলফে আছে,' জবাব দিল সানড্যান্স।

সকালে একনাগাড়ে বকবক করতে করতে ওদের জন্যে দ্রুত নাশতার ব্যবস্থা করে দিল বাবুর্চি। স্যান্ডির চুল ভুরু আর গোঁফের হঠাৎ কালো হয়ে ওঠার কারণ জানতে চেয়ে নিরাশ হতে হলো তাকে।

'রবারকে জিজ্ঞেস করো গিয়ে,' হেসে বলল স্যান্ডি, জানে অতদূর যাবার সাহস হবে না বাবুর্চির।

বেশ কয়েক মাইল নীরবে ঘোড়া হাঁকাল ওরা দু'জন। স্যান্ডিই নীরবতা ভাঙল প্রথমে।

'এভার্ট র‍্যাঞ্চের মেয়েটার কথা আগে শুনি নি কেন বুঝতে পারছি না।'

'মাত্র কিছুদিন আগে পুব থেকে পড়াশোনা শেষ করে ফিরেছে সে,' ব্যাখ্যা করল সানড্যান্স।

এবার প্রসঙ্গ পাল্টাল স্যান্ডি। 'ট্রেইল ড্রাইভ ব্যর্থ করার চেষ্টায় রবার যদি সফল না হয় আমার খুব একটা খারাপ লাগবে না,' বলল সে, 'ওর কাছে আমার কোনও দায় নেই। তাছাড়া উত্তরের কাউটাউনগুলো দেখার খুব ইচ্ছা আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না গ্রীন, স্যান্ডির কথার গূঢ় কোনও অর্থ আছে কী না বোঝার চেষ্টা করল। উল্টেপাল্টে দেখল নিজের অবস্থান। আচ্ছা, রবারের কাছে ওরই দায় কতখানি? সত্যি কথা, আউট-ল সর্দার ওর জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে প্রাণ বাঁচিয়েছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে হলেও সে-ও তো বাঁচিয়েছিল লোকটাকে, যার ফলে আউট-ল ঘোষণা করা হয়েছে তাকে, হয়তো আর



কোনওদিন লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবে না। উঁহু, ভাবল গ্রীন, এখনও পুরোপুরি পাওনা মেটায় নি রবার।

'আমিও প্রায় একই কথা ভাবছি,' অবশেষে স্বীকার করল সানড্যান্স।

এস-ই র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না ওরা। সকালের নাশতার পালা শেষ হবার পর যার যার কাজে লেগে গেছে রাইডাররা। চিৎকার করে কেউ আছে কি-না জানতে চাইল গ্রীন, হাঁক-ডাক শুনে পোর্চে বেরিয়ে এল স্যাম এভার্ট। সানড্যান্সকে দেখতে পেয়ে আন্তরিক হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

'হ্যালো, গ্রীন, তোমাকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি আমি। এবার নিশ্চয়ই থাকবে বলেই এসেছ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার এভার্ট, যদি তোমার আপত্তি না থাকে,' জবাব দিল সানড্যান্স, ইশারায় স্যান্ডিকে দেখাল এবার, 'ওর নাম ডিক স্যান্ডস—কাজ খুঁজছে।'

'তোমার বন্ধুর ব্যাপারে আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না, গ্রীন, তাছাড়া আমার তো লোক লাগবেই,' বলল র‍্যাঞ্চার, তার কণ্ঠে এবার আন্তরিকতার ঘাটতি লক্ষ করল গ্রীন। 'তা আর কিছু বলার আছে?' জানতে চাইল এভার্ট।

'আমরা তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,' আগ্রহের সঙ্গে হড়বড় করে বলল স্যান্ডি।

'বেশ,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'বাঙ্কহাউসে ওঅরব্যাগ রেখে এসো। কর‍্যালে অনেকগুলো ঘোড়া আছে, বেছে নাও—তোমার এই কালো ঘোড়াটা, গ্রীন, লংহর্ন সামলানোর বেলায় কাজে আসবে।' ইশারায় কয়েক মাইল দূরে ধুলোর একটা মেঘ দেখাল সে। 'ওখানে গরু জড়ো করা হচ্ছে,' বলে সাবলীল ভঙ্গিতে স্যাডলে চেপে বসল, তারপর জোর কদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল মাঠের দিকে।

স্যান্ডি আর জিম ঘোড়া নিয়ে দ্রুত র‍্যাঞ্চারের নির্দেশিত জায়গাটার দিকে এগোল।

ইতিমধ্যে হাজারখানেক গরু জড়ো করে ফেলেছে এরা। দু'জন রাইডার ওগুলোকে সামলে রাখার দায়িত্ব পালন করছে। আনন্দের সঙ্গে মাঠের কচি দুর্বা ঘাস খাচ্ছে গরুগুলো। পালে নানা ধরনের গরু দেখতে পেল গ্রীন, বাছবিচার ছাড়াই রাউন্ড-আপ করা হচ্ছে, বোঝা গেল। ষাঁড়ের হেঁড়ে গলার চিৎকার আর বাছুরের কান্নার আওয়াজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। উদভ্রান্তের মতো মাকে খুঁজে ফিরছে বাছুরগুলো। স্যান্ডি আর গ্রীন পৌঁছানোর পর পরই আরও গোটা তিরিশেক গরুসহ হাজির হলো দু'জন রাইডার। দুজনের চেহারা সুরত একেবারে বিপরীত। একজন দীর্ঘদেহী হালকা পাতলা গড়নের; অন্যজন খর্বাকৃতি অথচ মোটা।

'তোমরা দেখছি বেশ ব্যস্ত,' ওদের স্বাগত জানাল এভার্ট।

'শুধু আমরা নই,' জবাব দিল দীর্ঘদেহী, 'মেট পিবল্‌স আর ইনফান্টও প্রচুর খাটছে। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

'এই যে, আরও দুজন লোক দিলাম তোমাদের, জেড, তুমি গ্রীনকে নাও

তোমার সঙ্গে, আর স্যান্ডি যাক ডাম্পির সঙ্গে।'

রওনা হয়ে গেল ওরা চারজন। সানড্যান্সের উদ্দেশে জেড বলল, 'এদিকের কাজ মোটামুটি শেষের পথে–গরুর খোঁজে খানিকটা দূরে যেতে হবে আমাদের।'

আরও কিছুদূর এগোনোর পর ঝোপঝাড়ে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু গরু তাড়িয়ে ফাঁকায় বের করে আনল দুই রাইডার। এবার একজন রইল পাকড়াও করা গরু পাহারার কাজে, অন্যজন আরও গরু ধরার আশায় তল্লাশি চালাতে লাগল। দুটো কাজের জন্যেই অপরিসীম ধৈর্য আর সাহসের দরকার।

সন্ধ্যার দিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গরু নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা।

'অনেকগুলো গরু পাওয়া গেছে, পার্টনার,' বলল জেড, 'এগুলোকে এবার পালের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলেই আজকের মতো ছুটি মিলবে।'

'ঠিক বলেছ,' হাসল সানড্যান্স, 'আচ্ছা, তোমাদের বাবুর্চির রান্নার হাত কেমন? ভালো নিশ্চয়ই? আমার কিন্তু খিদেয় পেট আর পিঠ মিশে যাবার দশা হয়েছে।'

গরুর সন্ধানে মাঠ ছেড়ে অনেকটা দূরে এসে পড়েছিল ওরা, পালের কাছে পৌঁছানোর আগেই চারদিকে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

ক্যাম্পফায়ারের উজ্জ্বল আভা আর কাছেই দাঁড় করানো চাকওয়্যাগন দেখে বিমর্ষ হয়ে গেল জেডের চেহারা।

'রাতে মনে হচ্ছে স্যাডল মাথায় ঘুমোতে হবে,' বলল সে।

'আদৌ ঘুমোতে পারো কিনা আগে দেখ,' বলে উঠল অন্য একজন। নতুন রাইডার কখন যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে টের পায় নি। ছোটখাট গড়নের এক লোক, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স, বাদামী চেহারায় হাজারো ভাঁজ; খুদে নীল চোখে কৌতূহলের সঙ্গে জরিপ করছে দু'জনকে।

'হ্যালো, জেফ,' স্বাগত জানাল জেড, তারপর সানড্যান্সের দিকে ফিরে আবার বলল, 'গ্রীন, এ আমাদের ফোরম্যান–বুঝতেই পারছ, খুব ভালো মানুষ।'

হাসল ছোটখাট মানুষটা, হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। 'বুড়োর কাছে তোমার কথা শুনেছি,' বলল সে, 'তোমার মতো লোকের দরকার ছিল আমাদের।'

'শিগগিরই বুঝতে পারবে সেটা,' বলল জেড, 'তা, জেফ, পেটে দানাপানি দেয়ার মতো সময় পাব তো?'

গরুর পালের দিকে ইশারা করল জেফ, আপনমনে ঘাস খাচ্ছে ওগুলো। 'ক্রমশ বেড়ে উঠছে গরুর সংখ্যা, এখন থেকে অবিরাম পাহারার ওপর রাখতে হবে, এত কাছে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করার কারণ সেটাই। এদিকে স্যামও খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, কাল থেকেই কাজ শুরু করে দিতে হবে আমাদের।'

'হায়রে, কপাল!' চেঁচিয়ে বলল জেড। 'চলো তো, গ্রীন, এই লোক এখুনি কাজ শুরু করার কথা বলার আগেই সবার সঙ্গে যোগ দেয়া যাক।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে ওগুলোকে ছেড়ে দিল ওরা।



জানোয়ারগুলো এত ক্লান্ত যে, বেশি দূরে যাবে না। এবার ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসে থাকা অন্য রাইডারদের সঙ্গে মিলিত হলো দুই কাউবয়।

'আরামের দিন শেষ, বুঝলে!' ঘোষণা দিল জেড, 'জেফ বলল, কাল থেকেই নাকি কাজ শুরু করতে হবে আমাদের।'

'হায় খোদা!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল একজন, 'এদ্দিনে নতুন একটা কথা শুনলাম।'

ফোরম্যান এসে শুনতে পেল কথাটা, হাসি মুখে আরেকটা দুঃসংবাদ দিল সে, 'সকালেই ব্র্যান্ডিং শুরু করব আমরা।'

স্যান্ডির সঙ্গে আলাপ করেছিল সানড্যান্স। 'বেশি তাড়াতাড়ি এই আউটফিটে যোগ দিয়ে ফেলেছি আমরা,' বলেছে ও, 'ওদের ড্রাইভের প্রস্তুতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেরি করলে পারতাম।'

'একেবারে না এলেই ভালো ছিল,' জবাব দিয়েছে স্যান্ডি, 'না, না, এমনি বললাম কথাটা, তবে–এখন আর এসব বলে কী লাভ?'

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল সবাই, ঘুরঘুর করতে লাগল আগুনের চারপাশে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে শরীরে। নাশতার পর রাইডারদের কাজ ভাগ করে দিল জেফ: এক দল ব্র্যান্ডিংয়ের দায়িত্বে থাকবে, আরেক দল রাউন্ড-আপ চালিয়ে যাবে। রেঞ্জ ঠিকমতো চেনে না বলে প্রথম দলে পড়ল স্যান্ডি আর গ্রীন, স্যান্ডি সিদ্ধান্ত মেনে নিল দেখে বিস্মিত হলো সানড্যান্স।

'আমাদের কপাল খারাপ,' ওকে বাজিয়ে দেখার জন্যে বলল সে।

'আমার কোনও অসুবিধে নেই,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল স্যান্ডি, 'ওদের আজ দেখিয়ে দেব ব্র্যান্ডিং কাকে বলে!'

ব্র্যান্ডিংয়ের কাজটা কঠিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এখনও শুটের চল হয় নি। প্রত্যেকটা গরু আলাদাভাবে সামলাতে হবে। গ্রীনের সঙ্গে কাজ করার দায়িত্ব পেল স্যান্ডি। ছোট ছোট কয়েকটা দড়ির একটা বান্ডিল নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল সানড্যান্স।

'অ্যাই,' জোর গলায় বলল ও, 'তাড়াতাড়ি গরু নিয়ে এসো, সময় নষ্ট করতে চাই না আমি।'

'গরুর স্রোতে একটু পরেই চোখে ধাঁধা লেগে যাবে তোমার,' বলল স্যান্ডি, 'মনে হবে গরু-বৃষ্টি হচ্ছে!'

স্যান্ডির ছেলেমানুষি বড়াই শুনে হাসল সানড্যান্স। যদিও ওর কাজটাই বেশি বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ, তবু স্যান্ডির তুলনায় এগিয়ে থাকতে পারবে বলে ভাবল ও। কিন্তু স্যান্ডির আরও সঙ্গী রয়েছে, অচিরেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে আগুনের কাছে টেনে আনা হচ্ছে গরুগুলোকে, হাম্বা হাম্বা করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওরা, আকুলিবিকুলি করছে ছাড়া পাবার জন্যে। কাউহ্যান্ডদের চেঁচামেচি আর অশ্রাব্য খিস্তি মিশে যাচ্ছে গরুর শিঙ আর খুর

দাবানোর শব্দের সঙ্গে। ব্যস্ততার মধ্যে একবার মুহূর্তের জন্যে মুখ তুলে তাকাতেই সানড্যান্স দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে এডার্ট।

'চমৎকার কাজ, গ্রীন,' বলল সে। পরক্ষণে স্যান্ডি আরও একটা বাছুর তাড়িয়ে এনে বেঁধে সানড্যান্সের হাতে তুলে দিলে আবার মন্তব্য করল, 'তোমার সঙ্গীও বেশ কাজের ছেলে দেখছি।'

জবাবের অপেক্ষা না করে ঘোড়া নিয়ে সরে গেল সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রীন, প্রশংসায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ও। চোরা চোখে স্যান্ডির দিকে একনজর তাকাল গ্রীন, অসহায় একটা বাছুরের বাঁধন খুলে দিচ্ছে, ছেলেটার চেহারা অস্বাভাবিক লাল হয়ে গেছে দেখে বিস্মিত হলো, শুধু রোদের আঁচে এমন হবার কথা নয়।

'ধেত্তের,' গড়গড় করে বলে উঠল সে, পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ধুলোর মেঘ তুলে উধাও হয়ে গেল।

'তোমাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়েছে, স্যাম,' উত্তপ্ত ব্র্যান্ড একটা বাছুরের পাছায় বসিয়ে বলল ফোরম্যান, 'সাধারণত কারও প্রশংসা করা ওর ধাত নয়, তবে মনিব হিসাবে খুব ভালোমানুষ।'

অর্থহীন একটা শব্দ করে সায় জানাল সানড্যান্স। এই আউটফিটের লোকগুলোকে ওর ভালো লেগেছে, র‍্যাঞ্চার লোকটাও ভালো। অথচ এদেরই সর্বনাশ করার জন্যে এখানে যোগ দিয়েছে ও। যে সমাজ ওকে আউট-ল ঘোষণা করেছে সেই সমাজই এর জন্যে দায়ী, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল ও, কিন্তু স্বস্তি বোধ করতে পারল না কিছুতেই।

'বলেছিলাম না তখন, ঘাম ছুটিয়ে দেব?' খানিক পর ওকে বলল স্যান্ডি।

'আমি তো দেখছি তোমার সঙ্গে আরও কয়েকজন গরু আনার কাজ করছে,' জবাব দিল সানড্যান্স, ধুলো আর ঘাম মুছল মুখের। 'শোনো, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, কাল আমরা দু'জন কাজ বদলাবদলি করব, তা হলে আর শেভ না করার চিন্তা করতে হবে না, এমনিতেই কালো হয়ে থাকবে চেহারা।'

'উঁহুঁ, লাখ টাকা দিলেও তোমার সঙ্গে জায়গা বদলাচ্ছি না।'

পালের দিকে ঘোড়া ছোটাল স্যান্ডি, কিন্তু ওখানে পৌঁছার আগেই হঠাৎ একটা ব্যাপার নজরে পড়ল তার, সাঁই করে ঘোড়া ঘোরাল সে। খানিক আগে ব্র্যান্ড করা একটা বাছুর যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে ঝড়ের বেগে ধেয়ে যাচ্ছে শার্লটি এডার্টের দিকে, কিন্তু নিজের কাজে এতই নিমগ্ন মেয়েটা, টের পাচ্ছে না। চিৎকার করে ওকে সতর্ক করল স্যান্ডি, ঘোড়া ছোটাল দ্রুত, ছুঁড়ে দিল ল্যারিয়েট। গরুটার ঠিক শিঙের ওপর গিয়ে পড়ল দড়ির ফাঁস। দড়িটায় একটু ঢিল দিয়ে পরক্ষণে বাম দিকে ঘোড়া ঘোরাল স্যান্ডি, হ্যাঁচকা টানে বেঁকে গেল গরুটার পেছনের পা; ওটার আছাড় খাওয়া শব্দে এই আকস্মিক বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল শার্লটি, চট করে সরে গেল পনি নিয়ে। আছাড় খাওয়ার পর পানি হয়ে গেল বাছুরের রাগ, দড়ির ফাঁস খুলে নিলে কোনওমতে উঠে দাঁড়াল



সে, তারপর এলোপাতাড়ি পা ফেলে চলে গেল একদিকে। ফ্যাকাসে চেহারায় স্যান্ডির দিকে তাকাল শার্লটি।

'ধন্যবাদ,' অবশেষে মুচকি হেসে বলল সে, 'এভাবে বিপদে পড়তে দেখে নিশ্চয়ই আনাড়ি ভাবতে শুরু করেছ আমাকে?'

স্যান্ডির চেহারা থেকে পরিচিত আত্মবিশ্বাসী ছাপ মিলিয়ে গেছে, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে, শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। আরেকটু হলেই মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত! দড়ির ফাঁসটা ঠিক মতো না লাগলে... ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে।

'আচ্ছা, তুমিই তো মিস্টার গ্রীনের সঙ্গে এসেছ, তাই না?' জানতে চাইল শার্লটি এডার্ট। 'সে-ও কিন্তু একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তোমাদের কাছে অনেক ঋণ হয়ে যাচ্ছে আমার। তোমাকে আমাদের আউটফিটে পেয়ে আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছি।'

'সেটাই মনে মনে চেয়েছি আমি,' কোনওমতে বলল স্যান্ডি, পর মুহূর্তে এডার্টকে এগিয়ে আসতে দেখল। 'খোদা, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—যাই!'

একটা বাছুরকে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে আগুনের দিকে রওনা হলো সে।

কয়েকদিন পেরিয়ে গেছে।

আবহাওয়া এখনও চমৎকার। তৃণভূমিতে ঘাসের ঘাটতি নেই। ব্র্যান্ডিংয়ের পর গরুগুলো বিশেষ ঝামেলা করে নি।

'এজন্যে খোদার কাছে হাজার শোকর,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল জেফ, 'স্ট্যাম্পিডের মতো কিছু ঘটলে, খতরনাক অবস্থা হত আমাদের।'

গরু রাউন্ড-আপের কাজ শেষ হলেও টুকটাক অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও; ছয়-খচ্চরে-টানা বিশাল কাভার্ড ওয়াগনের মেরামতের কাজ চলছে, এরপর ওটায় রসদ বোঝাই করতে হবে, তারপর আছে রেমুডা-ঘোড়ার দল-ঠিক করার ব্যাপারটা; প্রত্যেক রাইডারের জন্যে পাঁচটা করে ঘোড়া নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রও নিতে হবে সঙ্গে। র‍্যাঞ্চার আর বাবুর্চিসহ মোট বারজন যাচ্ছে ক্যাটল ড্রাইভে; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক দু'জন রাইডারকে র‍্যাঞ্চ 'দেখাশোনা' করার জন্যে রেখে যাওয়া হবে। এতসব প্রস্তুতির জন্যে প্রচুর সময় আর পরিশ্রম দরকার। তাড়াতাড়ি ড্রাইভ শুরু করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে এডার্ট, বিশ্রামের সুযোগ দিচ্ছে না কাউকে, অবশ্য সে নিজেও অমানুষিক পরিশ্রম করছে, তা নাহলে অসন্তোষ দেখা দিতে পারত রাইডারদের মধ্যে।

কাজের চাপে এ-কদিন স্যান্ডির সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয় নি গ্রীনের, বিশ্রামের জন্যে যা সময় পাচ্ছে খাওয়ার পেছনেই ব্যয় করতে হচ্ছে সেটা। তবে ইতিমধ্যে আউটফিটের প্রায় সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে ওর। বেছে বেছে সেরা লোকদের র‍্যাঞ্চে কাজ দিয়েছে স্যাম এডার্ট। যদিও সস্তা কাপড়ের শার্ট,

ট্রাউজার আর লেদার 'লেগিংস'–এখানে এরা 'চ্যাপস' বলে না–পরায় প্রথম দর্শনে ওদের নিষ্ঠুর বেপরোয়া এবং বর্বর মনে হয়, আসলে এরা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ কাউহ্যান্ড, কাজ বোঝে। তবে একটা লোককে গ্রীনের পছন্দ হয়নি–নতুন এসেছে সে–বিশালদেহী, গায়ের রঙ কালো, মুখ ভর্তি চাপদাড়ি–ল্যাসকার, রেমুডার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে; কাউক্যাম্পে এই ধরনের কাজের তেমন কোনও মূল্য নেই। লোকটা সম্পর্কে তেমন কিছু না জানা সত্ত্বেও কেন যেন তাকে মেনে নিতে পারে নি সানড্যান্স।

'লোকটার চোখের দৃষ্টি জানি কেমন,' স্যান্ডিকে একবার জানাল ও।

'তাতে অবশ্য ঘোড়াগুলোর কিছু যাবে আসবে না,' ঠাট্টার সুরে জবাব দিল স্যান্ডি।

চিন্তিত চেহারায় স্যান্ডির দিকে তাকাল সানড্যান্স। এস-ই র‍্যাঞ্চে আসার পর থেকে কেমন যেন বদলে গেছে ছেলেটা, আগের মতো আর হাসিখুশি চঞ্চল নেই, গম্ভীর হয়ে উঠেছে। 'হয়তো আমাদের সবার মতো হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ক্লান্ত,' আপনমনে নিজেকে বোঝাল গ্রীন, কিন্তু জানে সন্তোষজনক জবাব নয় এটা, কারণ ক্যাম্পের প্রতিটি লোক পরিশ্রান্ত হলেও কারোই উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে নি এখনও; অথচ স্যান্ডি যেন বিরক্ত, সবকিছু অসহ্য ঠেকছে তার কাছে।

'জেফ বলল সব প্রস্তুতি শেষ, কাল সকালের দিকে রওনা হব আমরা,' হঠাৎ বলল সানড্যান্স।

'তাহলে বেঁচে যাই,' চট করে জবাব দিল স্যান্ডি। ওখানে আর ভালো লাগছে না!'

সকালে শার্লট আর স্যামের সঙ্গে বাউন্ড্রিও হাজির হলো ক্যাম্পে। গরুর পাল জরিপ করল ওরা।

'ভালো বলেই তো মনে হচ্ছে,' অবশেষে মন্তব্য করল জুয়াড়ী লোকটা, 'তবে কিছু বয়স্ক গরুও ঢুকে পড়েছে পালে।'

'বাকিগুলোর সঙ্গে ওদের চালিয়ে দেয়া যাবে,' বলল এভার্ট। 'এর আগে এক ড্রাইভের ফোরম্যান খদ্দেরের এ-ধরনের কথার জবাবে কি বলেছিল জানো? বলেছিল: স্ট্রেঞ্জার, লম্বা রাস্তা পার হয়ে এসেছে ওরা, এর অর্ধেক পথ চললে তোমার বয়স তো ডাবল হয়ে যেত।'

শব্দ করে হাসল বাউন্ড্রি। 'তোমার কাজ তুমিই ভালো বুঝবে, স্যাম, আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করছি,' বলল সে, 'আমারও উত্তরে যাবার কথা আছে, আশা করি ওখানে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। ইয়ে, লিটলটনের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনেছ?'

শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে এস-ই র‍্যাঞ্চ, কয়েকদিনের মধ্যে ভবঘুরে কোনও রাইডার আসে নি এদিকে, তাই নতুন খবরও মেলে নি। কথাটা বলল এভার্ট।

'নজিরবিহীন ঘটনা,' বলল বাউন্ড্রি, 'সন্ধ্যার ঠিক পর পর গ্রেগ'স স্যালুনে আচমকা হাজির হয় এক লোক, বিনা উস্কানিতে গুলি করে মন্টি টেবিলের



ডিলারকে, তারপর হাতের কাছে যত টাকা পয়সা পেয়েছে পকেটে ঢুকিয়ে লোকজন সামলে ওঠার আগেই উধাও হয়ে গেছে।'

'রবারের কোনও চ্যালার কাণ্ড নাকি?' বলল র‍্যাঞ্চার।

'লোকে তা বলছে না। অবশ্য রবার তার দলে নতুন লোক নিয়ে থাকলে আলাদা কথা,' জবাব দিল বাউন্ড্রি। 'লোকটার চেহারার বর্ণনা আর কথাবার্তার ধরন শুনে সবাই ধারণা করছে তার নাম সানড্যান্স–ফোরওয়েজ আর স্যান অ্যান্টনিও কিলার।'

বিশাল কালো ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষা করছিল গ্রীন, তার দিকে নজর গেল জুয়াড়ীর। 'আরে, ওর সঙ্গে তো মিলে যাচ্ছে সব বর্ণনা,' বলে বক্তব্যের সমাপ্তি টানল সে।

'কী বলছ?' হাসল র‍্যাঞ্চার, 'গ্রীন গত দু'সপ্তাহের মধ্যে ক্যাম্পের বাইরে পা ফেলার সুযোগ পায় নি। নাহ্, চাক, আমার আউটফিটে কোনও খুনী-টুনী নেই। গ্রীন খুব ভালো ছেলে।'

কথাগুলো শুনলেও স্বস্তি বোধ করতে পারল না সানড্যান্স। জুয়াড়ীর কথা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে সে, তিক্ত হয়ে উঠতে চাইছে তার মন। আশ্চর্য, আরও একটা অপরাধের দায় ওর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অন্যায়ভাবে। দুনিয়ার সবাই যেন খেপে গেছে ওকে আউট-ল বানাতে। ঠিক হ্যায়, খুব ভালো, আর কোনও উপায় যখন নেই...

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেতেই সানড্যান্স দেখল ইতিমধ্যে নির্দেশ জারি হয়ে গেছে। এগোতে শুরু করেছে গরুর পাল। পয়েন্ট রাইডাররা পথ দেখাচ্ছে, দুপাশে থেকে গরুগুলোকে লাইনে রাখার চেষ্টা করছে স্যুইং-রাইডাররা। দু'জন রাইডার রয়েছে একদম পেছনের গরুগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে। গরুর পালের পিছু পিছু এগোচ্ছে রেমুডা–র‍্যাঙলার ল্যাসকারের দায়িত্বে, তারপর রয়েছে ওয়্যাগন। শুরু হয়েছে ওদের অনিশ্চিত যাত্রা।

এক সপ্তাহের মতো খোলা মাঠের ওপর দিয়ে যেতে হবে ওদের, তাই এভার্ট নির্দেশ দিল গরু নিয়ে এমনভাবে এগোতে যাতে করে ক্যাম্পসাইটে পৌঁছার আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে গরুর দল, তা হলে আর ছড়িয়ে পড়ার ভয় থাকবে না। ট্রেইলড্রাইভের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিদিন বিশ থেকে পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারবে ওরা, পরে অবশ্য অর্ধেকে নেমে আসবে এই দূরত্ব।

উত্তপ্ত সূর্যের নীচে ক্রমাগত এগিয়ে চলল গরুর পাল। কলোর‍্যাডো নদী পার হবার আগে বিপদের আশঙ্কা করছে না ওরা। নদীর এপাশের এলাকা সম্পর্কে সবাই মোটামুটি ওয়াকিবহাল। রাতে একটা ক্ষীণতোয়া ক্রিকের ধারে পৌঁছে ক্যাম্প করল ওরা। গম্ভীর চেহারায় গরুর পালের চারদিকে একটা চক্কর দিল সানড্যান্স। একে একে ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করেছে গরুগুলো। রাতটা কেবল পুরোনো সমস্যা মনে করিয়ে দিচ্ছে ওকে। মোটামুটি আধমাইলটাক দূরে ক্যাম্পফায়ারের আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে বসে থাকা লোকগুলো যদি ওর সত্যিকার পরিচয় জেনে যায় তাহলে আর দেরি করবে না, সকালের আগেই

লটিকে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। এজন্যে রবার ধন্যবাদ পাবার দাবি রাখে, ওর কাজ করার জন্যেই এখানে আসতে হয়েছে। এখন কী করছে রবার? অন্যমনস্কভাবে ভাবল গ্রীন, কী করার কথা ভাবছে সে? 'তাতে কী আসে যায় আমার?' বিড়বিড় করে বলল ও, যদিও জানে কথাটা সত্যি নয়।

গরুর পাল রওনা হয়ে গেলে দায়সারাভাবে হাত নাড়ল বাউড্রি, তার পর ঘোড়া ঘুরিয়ে স্যান আন্টনিও-র পথ ধরল। মাইল পাঁচেক দূরে আসার পর ট্রেইলের পাশে একটা সিডার গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখল এক লোককে। স্যাডল থেকে নামল বাউড্রি, ছায়ায় আসতে পেরে মনে মনে খুশি।

'শোনো, নাভাহো, গরু নিয়ে রওনা হয়ে গেছে স্যাম,' বলল সে, 'রবারের পরিকল্পনাটা কী বলো তো?'

বিষণ্ণ হাসল দোআঁশলা। 'সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করো,' জবাব দিল সে। 'সে নাকি তার নিজস্ব কায়দায় সারবে কাজটা।'

রাগে লাল হয়ে গেল বাউড্রির চেহারা, তবু হাসল। 'অসুবিধে নেই, কাজ হওয়া নিয়ে কথা,' জবাব দিল সে। 'তবে স্যামকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে আমার।'

'কিন্তু ওর কোনও আশা নেই,' বলল নাভাহো।

'আমার ধারণা অন্যরকম,' ঠাণ্ডাস্বরে বলল বাউড্রি, 'আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, এভার্টের আত্মবিশ্বাস আর সাহসের প্রতি আমার আস্থা আছে, বাজি ধরে বলতে পারি, গরু নিয়ে ঠিক অ্যাবিলিনে পৌঁছুবে ও এবং বহাল তবিয়তে আবার ফিরে আসবে।'

ধূর্ত হাসল দুর্বৃত্ত। 'ঠিক আছে, আমি রাজি,' ঠোঁট বাঁকা করে বলল সে, 'কত টাকা বাজি ধরতে চাও?'

'এক হাজার ডলার।'

'ঠিক হ্যায়। একটা কাগজে একটু লিখে দাও—আমার আবার সব কথা মনে থাকে না।' নাভাহোর বলার ঢঙে বিদ্রুপের ছোঁয়া, কিন্তু অগ্রাহ্য করল বাউড্রি।

'চিন্তার কিছু নেই, পাওনা মেটাতে আমি কখনও গড়িমসি করি না,' বলল সে।

তবু নোট বুকে কী যেন লিখল খসখস করে, টান দিয়ে ছিঁড়ল পৃষ্ঠাটা, তারপর নাভাহোর হাতে দিল। হাসতে হাসতে কাগজটা পকেটে রাখল দোআঁশলা।

'হেরে গেলে টাকাটা আমার পকেট থেকে যাবে,' হাসল সে, 'এর সঙ্গে রবারের কোনও সম্পর্ক নেই, ঠিক আছে? চলি তাহলে, আবার দেখা হবে।'

দোআঁশলার অপসৃয়মাণ অবয়বের দিকে তাকিয়ে রইল চাক বাউড্রি, বিদ্রুপের হাসি তার ঠোঁটের কোণে।

'ব্যাটা গর্দভ, জানে না পাওনা মেটানোর রাস্তার অভাব নেই!' গর্জে উঠল বাউড্রি, 'তোমার প্রয়োজন শেষ হোক...'



# চার

কোনওরকম অঘটন ছাড়াই কলোর‍্যাডো নদীর কাছে পৌঁছুল গরুর পাল। নদীর দক্ষিণ তীরে অপেক্ষা করতে লাগল এস-ই হার্ড। সকালে নদী পার হবে ওরা।

সাপারের পালা চুকে গেছে। ফোরম্যান জেফ আর সানড্যান্সসহ বেশ কয়েকজন রাইডার আগুনের পাশে বসে সিগারেট টানছে, গল্প করছে। ক্যাম্পের ঠিক ডান পাশে একসারি গাছপালা আর ঝোপ। বহুদিন পর আবার গাছপালার দেখা পেয়েছে ওরা। বাবুর্চি পেগ-লেগ ওখান থেকে লাকড়ি কেটে এনেছে, এখন ওয়্যাগনের নীচে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগে বোঝাই করছে ব্যস্ত হাতে।

'ট্রেইল ড্রাইভিং সত্যি আমার খুব ভালো লাগে। দেখ, এই পালটা ক্যানসাস পর্যন্ত নিয়ে যেতে কোনও ঝামেলাই পোহাতে হবে না আমাদের!' কথাগুলো বলল সদাপ্রফুল্ল এক কাউবয়, অল্প বয়স বলে সবাই ওকে 'ইনফ্যান্ট' ডাকে; সব সময় তার কোমরে একটা পিস্তল ঝোলে।

বাঁকা চোখে ওকে জরিপ করল ফোরম্যান। 'বাচ্চা ছেলের মতো কথা বোলো না,' বলল সে, 'সারা রাস্তা এমনি আরামসে যাবার কথা যদি ভেবে থাকো, ভুল করছ তুমি। ঝামেলা নামের ভূতটা কখনও ট্রেইল-হার্ডের পিছু ছাড়ে না। আমার তো মনে হচ্ছে শিগগিরই তার উৎপাত শুরু হবে—আমরা চাই বা না চাই।'

'খাঁটি কথা!' সায় জানাল আরেক জন, ওকে সবাই টেক্সাসের 'সেরা গুলবাজ' হিসাবে জানে, ঠাট্টা করে নাম দিয়েছে 'ট্রুথফুল'। 'আমার এখনও মনে আছে, একবার হয়েছে কী...'

'থাক আর বলতে হবে না,' ওকে থামিয়ে দিল ফোরম্যান জেফ, তারপর বলল, 'আচ্ছা, স্যান্ডসের কী হলো? পালের কাছেও তো দেখছি না।'

জবাব দিতে পারল না কেউ। সবার সঙ্গে খেয়েছে সে, তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় যেন গেছে। যাবার সময় অবশ্য তাকে দেখেছে সানড্যান্স, অনুসরণ করার ইচ্ছা দমন করে গেছে। কয়েকদিন ধরে ওকে যেন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে ছেলেটা। ক্যাম্পের চারদিকে নজর বোলাল গ্রীন, কিন্তু স্যান্ডির ছায়াও দেখতে পেল না কোথাও। গাছপালার গাঢ় পটভূমিতে মেয়েদের ছোট তাঁবুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, শাদা ঢিবির মতো। ওটার কয়েকগজ দূরে ওয়্যাগনটাকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বাবুর্চির সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলাপ করছে স্যাম এভার্ট। আচমকা প্রায় চল্লিশ গজ দূরের একটা ঝোপের ওপাশ থেকে ঝলসে উঠল অগ্নিশিখা, পরক্ষণে কানে বাজল বন্দুকের গর্জন। টলে উঠল র‍্যাঞ্চার, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

'ইয়া খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল জেফ, দৌড়ে গেল আহত র‍্যাঞ্চারের দিকে।

সানড্যান্স বাদে বাকি সবাই অনুসরণ করল তাকে। ঝোপটার উদ্দেশে দ্রুত এগোল গ্রীন। নিঃশব্দে অন্ধকার ঝোপের ভেতরটা চোখ চালিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কান খাড়া করে রেখেছে; শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ পাওয়া গেলে আততায়ী কোনদিকে পালাচ্ছে বোঝা যাবে। কিছুই দেখা গেল না, কোনও শব্দও শোনা গেল না।

হঠাৎ অসতর্ক একজোড়া পায়ের আওয়াজ পেল ও, ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে কেউ একজন। সানড্যান্সের কড়া নির্দেশে থমকে দাঁড়াল।

'হ্যালো, জিম। ব্যাপারটা কী? বন্ধুর বুকে পিস্তল ঠেকাচ্ছ?' জানতে চাইল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর। স্যান্ডি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্দিহান হয়ে উঠল সানড্যান্সের মন। ওর প্রশ্নে প্রকাশ পেল সেটা। 'এখানে কী করছিলে তুমি?'

'ক্যাম্পে ফিরছি, তুমি কী ভেবেছ?'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'ফুল তুলতে গিয়েছিলাম,' ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিল স্যান্ডি।

'ইয়ার্কি মেরো না,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল সানড্যান্স, 'মিনিট পনের আগে এদিকে কোথাও থেকে গুলি করা হয়েছে স্যাম এভার্টকে।'

'স্যাম এভার্ট গুলি খেয়েছে?' আঁতকে উঠে পুনরাবৃত্তি করল স্যান্ডি। 'হায় খোদা, তুমি বলছ কাজটা আমার?'

'আমি কিছুই বলি নি,' বলল গ্রীন, 'খুনীকে ধরার জন্যে এখানে এসেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। ফাঁকায় বেরিয়ে এসো।'

'আঘাতটা কি মারাত্মক?'

'জানি না। আমি ওর কাছে যাই নি। জেফসহ কয়েকজন রাইডার ওর ব্যবস্থা করছে। তুমি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দাও নি।'

'আমার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই, জিম,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল স্যান্ডি। 'তবে আমি বোধ হয় লোকটাকে দেখেছি। প্রায় মিনিট দশেক আগে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম ল্যাসকার বোধ হয় ঘোড়ার খোঁজ করছে, তাই বিশেষ আমল দিই নি। অবশ্য অন্য কেউও হতে পারে, কে জানে! খোদা! ওর মেয়েটা যে এবার একদম ভেঙে পড়বে!' কিছু বলল না সানড্যান্স, স্যান্ডির মুখে আরও কিছু শুনতে চায় সে। 'আমাদের খাওয়ার সময় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠেছিল, খেয়াল করেছ তুমি?' জানতে চাইল স্যান্ডি।

'হ্যাঁ, তখনই সন্দেহ হয়েছিল, অসময়ে ডাকছে প্যাঁচটা,' জবাব দিল গ্রীন।

মাথা দোলাল স্যান্ডি। 'এই রকম তুচ্ছ অথচ মারাত্মক ভুলের জন্যেই শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে হবে রবারকে,' মন্তব্য করল সে। 'হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই কথা বলতে গিয়েছিলাম আমি।'

ছোট হয়ে এল সানড্যান্সের চোখ। 'কতক্ষণ আগে বিদায় নিয়েছে সে?'

'তা প্রায় আধঘণ্টা তো হবেই—আমি আস্তে ধীরে ফিরে আসছিলাম।'

'সে-ই গুলি করে নি তো?'



'করতে পারে—যথেষ্ট সময় পেয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা তার পরিকল্পনার সঙ্গে মেলে না।'

'চলো, ক্যাম্পে ফেরা যাক—আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে এতক্ষণ চোখের আড়ালে দেখলে কারও কারও মনে সন্দেহ জেগে উঠতে পারে,' বলল সানড্যান্স, 'পরে এ-নিয়ে আলাপ করা যাবে।'

ওরা ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছেছে, এই সময় কতগুলো ঘোড়াসহ ওদের সামনে উদয় হলো ল্যাসকার। হাসল দাঁত বের করে।

'বুড়ো স্যাম গুলি খেয়েছে শুনেছ নাকি, ল্যাসকার?' জানতে চাইল সানড্যান্স।

ল্যাসকারের চেহারায় ফুটে ওঠা বিস্ময়ের ছাপ নিখাদ বলে মনে হলো [illegible]। 'না তো!' বলল র‍্যাঙলার, 'কে করল কাজটা?'

'জানলে তো হতোই!' জবাব দিল সানড্যান্স।

'ও মারা যাবার পর নিশ্চয়ই গরুর পাল আর সামনে যাচ্ছে না?' জানতে চাইল র‍্যাঙলার।

'মারা গেছে কে বলল?' শান্ত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল সানড্যান্স, তারপরই আবার বলল, 'কী জানি, মারা যেতেও পারে। শিগগিরই জানা যাবে।'

অটুট নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে ক্যাম্পে: চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে সবাই, কেবল ফোরম্যান জেফ বসে আছে আগুনের পাশে, কাছেই রাইফেল, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। স্যান্ডি আর সানড্যান্স এগিয়ে যেতেই মুখ তুলে তাকাল সে। নিজের কাজে ফিরে গেছে ল্যাসকার।

'ভয়াবহ ব্যাপার, জিম!' বলল ফোরম্যান, পরমুহূর্তে ওদের অনুচ্চারিত প্রশ্ন যেন বুঝতে পারল, চট করে বলল, 'না, এভার্ট বেঁচে আছে। ওকে ওয়্যাগনের ভেতরে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছি আমরা, ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি ক্ষতস্থানে—এই রকম ডাক্তারি করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। গুলিটা শরীরে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেছে, মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয় নি বলেই মনে হয়। সেরে ওঠার সম্ভাবনা ষোল আনা।'

'তা হলে সেরে উঠবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সানড্যান্স, 'সহজে হার মানার লোক সে নয়।'

'খুনীটা যে কে বুঝতে পারছি না!' বলল জেফ।

'ব্যাটাকে ধরার আশায় ছুটে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু দুর্ভাগ্য, টিকিটিরও নাগাল পাই নি,' জানাল সানড্যান্স, 'তবে স্যান্ডি নাকি একটা লোককে ঝোপে ঢুকতে দেখেছে—ওর ধারণা লোকটা ল্যাসকার।'

'ল্যাসকার?' বিড়বিড় করল ফোরম্যান, 'হ্যাঁ, লোকটা অবশ্য নতুন, কিন্তু সে কেন এ কাজ করতে যাবে, কী কারণ থাকতে পারে? যাকগে, তোমরা বরং এখন ঘুমিয়ে পড়—একটু পরেই আবার তোমাদের দরকার হবে। আজ রাতে চারজন লোক দিতে হবে গরু পাহারা দেবার জন্যে।'

দুঘণ্টা পর নিচু গলায় ডেকে ওদের জাগাল জেফ। ঘুমন্ত কারও গায়ে হাত

দেয়া বিপজ্জনক, রীতিবিরুদ্ধ।

আস্তে আস্তে বিশ্রামরত গরুগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ওরা। এতক্ষ যারা পাহারায় ছিল তাদের সঙ্গে দু-একটা কথা হলো, তারপর চলে গে তারা।

থাভারের পিঠে রয়েছে সানড্যান্স। একটা নাইট-হর্সের যেসব গুণ থাক দরকার–গতি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বুদ্ধি–সবই আছে কালো ঘোড়াটার। কাউবয়দে প্রায়শই ঘোড়ার আচরণের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। জানে, বিপদের আশঙ্কা দেখলেই ঘোড়াটা ওকে সতর্ক করে দেবে, সেই ভরসায় আপ ভাবনায় ডুবে গেল সানড্যান্স। ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুরভাবে খুন করার অপচেষ্ট চালানো হয়েছে স্যাম এভার্টকে, এরপর আর ওর পক্ষে রবারের দলে থাক সম্ভব নয়। ঘটনার পেছনে আউট-ল সর্দারের হাত আছে, এ-ব্যাপারে এতটুক সন্দেহ নেই ওর। যে লোক এমন জঘন্য কাজের উস্কানি দিতে পারে তার হয়ে কাজ করছে, ভাবলেই গা গুলিয়ে উঠছে গ্রীনের? লোকে ওকে দুর্বৃত্ত ভাবলেও, ওর নামে কলঙ্ক দিলেও, মনের গভীরে ও তো সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, এখনও পাষাণ হয়ে যায় নি ওর হৃদয়।

'বস অচল হবার পর কী ঘটবে ড্রাইভের ভাগ্যে?' আপনমনে প্রশ্ন করল গ্রীন।

আরেকটা ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েছে গ্রীন, স্যান্ডির আচরণ স্বাভাবিক ঠেকছে না। এভার্টের মেয়ের প্রেমে রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে ছেলেটা অথচ রবারের সঙ্গ ছাড়ছে না, ভাবল সানড্যান্স, দুটো ব্যাপার কোনওভাবেই মেলে না। প্রথম সুযোগেই এ-প্রশ্নের একটা জবাব পাবার চেষ্টা করবে বলে মনে মনে স্থির করল গ্রীন। ওদের পাহারা দেবার পালা শেষ হলে ক্যাম্পে ফেরার সময় পাওয়া গেল সুযোগটা।

'তোমাকে একটা সোজা প্রশ্ন করব আমি, স্যান্ডি,' বলল সানড্যান্স, 'আশা করি সোজা জবাব দেবে, তুমি কি এখনও রবারের হয়ে কাজ করছ?'

'সোজা জবাবই দিচ্ছি আমি,' বলল স্যান্ডি, 'রবারের আমি নিকুচি করি' কথাটা ইচ্ছে করলে তাকে জানাতে পার। ওর কাছে তোমার দায় থাকতে পারে, কিন্তু আমার তা নেই! বুঝতে পারছ?'

তিক্ত হাসল সানড্যান্স। 'আমার কাছে ওর পাওনার কাহিনী বর্ণনা তোমাকে,' আস্তে করে জবাব দিল ও।

তারার ম্লান আলোয় পাশাপাশি ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল দুজন। স্যান্ডির চেহারা দেখতে পাচ্ছে না গ্রীন, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার মুখে বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারিত হতে দেখে বুঝতে পারছে আগ্রহের সঙ্গে ওর কাহিনী শুনছে ছেলেটা। সানড্যান্সের কথা শেষ হলে লম্বা করে শ্বাস টানল স্যান্ডি।

'খোদা, তুমি তো দেখছি অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ, জিম!' বলল সে। 'তোমার কাছে রবারের পাওনা হলো একটা গুলি, ঠিক কপালের মাঝখানে!'

'এখন আর কিছু করার উপায় নেই আমার,' বলল গ্রীন, 'জুডসনকে হত



নি প্রমাণ করা গেলেও স্যান অ্যান্টনিও আর অন্য কয়েকটা ঘটনার জন্যে াত ফাঁসি হবে আমার, যদি ধরা পড়ে যাই। একজন খাঁটি আউট-লয়ের সঙ্গে ত মিলিয়েছ তুমি, স্যান্ডি।'

'ভালোই করেছি,' চট করে আবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল স্যান্ডি, 'এখন কে, যাই ঘটুক, আগাগোড়া তোমার সঙ্গে আছি আমি, জিম!'

হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিল সানড্যান্স, সব জেনেও স্যান্ডি ওকে বন্ধু হিসাবে য়েছে ভেবে কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে উঠল ওর।

'শুনে খুশি হলাম,' সহজ কণ্ঠে বলল গ্রীন। 'এখানে যোগ দেয়ার পর থেকে টানায় ভুগছিলাম আমি, বুঝতে পারছিলাম না কী করব, কিন্তু এবার মনস্থির রে ফেলেছি, স্যাম এভার্টের স্বার্থ রক্ষা করব।'

'আমিও,' চট করে বলল স্যান্ডি, 'শেষ পর্যন্ত রবারের দলকে ঠিকই হারিয়ে ব আমরা, দেখ।'

সকালে নাশতা শেষ হতেই ইতিকর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে আলোচনার ন্যে সবাইকে ক্যাম্পে তলব করল ফোরম্যান জেফ।

ল্যাসকারই কথা বলল প্রথমে। 'আমি তো ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনও পায় দেখছি না।'

'তার মানে তোমার চোখে দোষ আছে,' ফোড়ন কাটল সানড্যান্স। 'আমি গিয়ে যাবার পক্ষপাতী। বাজি ধরে বলতে পারি, বসও তাই চায়।'

পক্ষে-বিপক্ষে সবার মতামত শোনা হলো। আলোচনার মাঝপথে আচমকা বুর্টের ডাক শুনে চমকে উঠল জেফ। র‍্যাঞ্চার ডাকছে, জানাল পেগ-লেগ।

ওয়্যাগনের বিছানায় শুয়েই আগুনরাঙা চোখে জেফকে মাপল র‍্যাঞ্চার।

'কীসের এত হৈ চৈ চলছে বাইরে?' দুর্বল অথচ রাগী স্বরে জানতে চাইল, 'গরু নিয়ে রওনা হচ্ছ না কেন?'

'ইয়ে, মানে, কোন দিকে যাব স্থির করার চেষ্টা করছিলাম আমরা,' কোনও ভে জবাব দিল ফোরম্যান।

'বুড়ো গর্দভ, কোন দিকে মানে? যাবার পথ তো ওই একটাই–উত্তর!' কে উঠল এভার্ট।

দ্বিধার ছাপ পড়ল জেফের চেহারায়। 'ইয়ে, মানে, স্যাম, আমরা তোমার কিৎসার কথা ভাবছিলাম,' বোঝাবার চেষ্টা করল সে।

রাগে লাল হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের ফ্যাকাসে চেহারা। 'চিকিৎসা, না?' ভেঙচে সে। 'এবারই প্রথম গুলি খেয়েছি নাকি আমি? এই সামান্য গোলমালেই লেজ গুটিয়ে পালানোর কথা ভাবতে শুরু করে থাকো, বলতে হবে চমৎকার কটা আউটফিট জুটেছে আমার কপালে!'

'ছি, বাবা! এসব কী বলছ,' এবার প্রতিবাদ জানাল শার্লট, 'তোমার ভালোই তো চাইছে ওরা!'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল এভার্ট, 'তুমি কিছু মনে কোরো না, জেফ, আমি কিছু ভেবে বলি নি কথাগুলো। তবে ওই চিকিৎসা-ফিকিৎসার কথা আপাতত

ঝেড়ে ফেল মন থেকে; মরার জন্যে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমার আর যেন কারও মুখে ফিরে যাবার কথা না শুনি। কেয়ামত শুরু হলেও থামা চলবে না, গরু নিয়ে এগিয়ে যাব আমরা। এবার যাও, রওনা হবার প্রস্তুতি নাওগে, নইলে আমি নিজেই দায়িত্ব তুলে নেব।'

'বলেছে যখন, তাই করবে সে,' এডার্টের সঙ্গে তার আলোচনার সারাংশ সবাইকে জানানোর পর মন্তব্য করল জেফ।

কিন্তু এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় খুশি হতে পারল না ল্যাসকার।

'বোকামি হয়ে যাচ্ছে কাজটা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'শেষ পর্যন্ত টিকবে না স্যাম-পথে কবর দিয়ে ফিরে আসতে হবে...'

'হোক!' পাল্টা জবাব দিল জেফ, 'তোমাকে কবর খুঁড়তে না বললেই তো হলো! তুমি তোমার কাজ করো, ঘোড়ার যত্ন নিতে থাকো-ওগুলোর দরকার হবে আমাদের।'

ওদিকে ছোট্ট একটা তদন্ত কাজে ব্যস্ত রয়েছে সানড্যান্স। স্যাম এডার্টকে যেখান থেকে গুলি করা হয়েছিল, সেই ঝোপের ভেতর একচিলতে নগ্ন বালিতে একজোড়া মোকাসিনের ছাপ দেখতে পেল ও, গাছের ঝলসানো পাতা দেখে গুলি ছোঁড়ার জায়গাটা চিনতে পারল। এবার এক চিলতে চামড়া দিয়ে পায়ের ছাপের মাপ নিল গ্রীন, দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের জন্যে দুটো আলাদা গিঁট দিল ওটায়। আরও খুঁজেও নতুন কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না ও।

'ঘাসের ওপর দিয়ে পালিয়েছে বোধ হয় লোকটা,' বিড়বিড় করে বলল গ্রীন, 'এবং ইচ্ছা করেই রেখে গেছে ওই ছাপ দুটো।'

আপাতত সমস্যাটা মনের এক পাশে সরিয়ে রেখে নদীর উদ্দেশে এগিয়ে গেল সানড্যান্স।

নদী পারাপারের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। পরিস্থিতি অনুকূল। ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর পার, খুব একটা স্রোতও নেই। ঘাস আর পানি খাইয়ে ইতিমধ্যে সারিবদ্ধ করা হয়ে গেছে গরুগুলো। পানির দিকে এগোচ্ছে এখন। বারবার ডান বামের কাউবয়দের উদ্দেশে চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে জেফ, পুরো ব্যাপারটার তদারকি করছে।

'গরু আর ঘোড়া পার করতে অসুবিধে হবে না-এত কম পানি আর কখনও দেখি নি এই নদীতে,' মন্তব্য করল জেফ, 'কিন্তু হতচ্ছাড়া ওয়্যাগনটা নিয়েই হবে মুসিবত। স্যাম আর শার্লটরা ভেতরে থাকায় অনেক বেড়ে গেছে ওটার ওজন, ভেসে থাকবে কিনা সন্দেহ!'

'ওটার দুপাশে দুটো গাছের গুঁড়ি বেঁধে দিলে হয় না?' পরামর্শ দিল সানড্যান্স, 'তাহলে আর ওটার ভেতরে পানি ঢুকে পড়বে না।'

'দারুণ বলেছ,' সায় দিল ফোরম্যান। দেরি না করে গাছ কেটে আনার জন্যে দুজন রাইডারকে পাঠিয়ে দিল।

'বেশি জবরদস্তি কোরো না তোমরা,' রাইডারদের নির্দেশ দিল ফোরম্যান, 'ধীরে সুস্থে এগিয়ে যেতে দাও ওদের, কিন্তু থামতে দিয়ো না। বেলা বাড়ার



আগেই নদী পার হতে চাই। এসব নদীর পানি হুট করে বেড়ে ওঠার ইতিহাস আছে।'

শুরুতেই একটু সমস্যা দেখা দিল। একেবারে সামনের সারির বাছুরগুলো তাদের পেটে শীতল পানির ছোঁয়া লাগতেই পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু সতর্ক ছিল রাইডাররা, ছড়ি আর ল্যাসো চালিয়ে বিরত রাখল ওদের। অচিরেই আরও গভীর পানির দিকে এগিয়ে গেল তারা, তারপর আস্তে আস্তে সাঁতরে চলল ওপারের উদ্দেশে। সবগুলো গরু পার করতে প্রচুর সময় লাগল বটে, কিন্তু আর কোনও গোলমাল হলো না। শেষ গরুটা যখন পানি ছেড়ে ওই তীরে উঠল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেফ। তীরে উঠেই গা ঝাড়া দিয়ে পানি ঝরাল গরুগুলো, তার পর মুখ দাবাল ঘাসে।

এরপর পার হলো রেমুডা। সব শেষে গদাইলস্করি চালে এগোল ওয়্যাগন, দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি বেঁধে দেয়া হয়েছে। ছয় খচ্চরের দল ঢাল বরাবর ওটাকে টেনে নিয়ে পানির দিকে চলল। পানিতে নামার আগে আপত্তি করল সামনের খচ্চরগুলো, কিন্তু দীর্ঘ চাবুকের ছোবল খেয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য হলো। একটা ঝাঁকি খেয়ে পিছলে পানিতে নেমে এল ওয়্যাগন, ওটাকে ভাসতে দেখে স্বস্তি ফিরে এল সবার মনে। ওয়্যাগনের দুপাশে দুজন করে রাইডার চলল, দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে সোজাপথে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলল ওয়্যাগন। অবশেষে যখন ওপারে উঠল, উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সবাই।

'একটা নদী কমল,' ওয়্যাগন থেকে দড়ি খুলে নিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে বলল ইনফ্যান্ট, তারপর শার্ট আর প্যান্ট শুকানোর জন্যে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

ওয়্যাগনের পিছু পিছু নদী পার হয়েছে জেফ। ফ্ল্যাপ সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল সে। 'কী অবস্থা, স্যাম?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল।

'খুব ভালো-একটা ঝাঁকুনি পর্যন্ত লাগে নি,' নির্বিকার চেহারায় মিথ্যা বলল আহত র‍্যাঞ্চার। 'যত তাড়াতাড়ি পারো যাত্রা শুরু করো, এগোচ্ছি জানলে আমার ভালো লাগবে।'

সূর্যের প্রখর তাপে ফেটে চৌচির শুষ্ক অন্তহীন বাদামী জমির ওপর দিয়ে ক্ষীণতোয়া ক্রিকের মতো সামনে এগিয়ে চলল মানুষ আর জন্তুর দীর্ঘ মিছিল।

কলোর‍্যাডো নদী পার হবার পর ঘটনাবিহীন অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। প্রায় অলস সময় কাটাচ্ছে আউটফিটের সবাই। ফোরম্যানের শত-ভাঁজ-পড়া চেহারায়ও এক টুকরো হাসি ঝুলতে দেখা যাচ্ছে।

সানড্যান্সের পাশে ঘোড়া নিয়ে এগোনোর সময় চারপাশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল সে।

'এভাবে যদি সারাটা পথ পাড়ি দেয়া যেত!' মন্তব্য করল ফোরম্যান, 'কিন্তু তা হবার নয়-আসল বিপদ রয়েছে সামনে!'

জেফকে মোকাসিনের ছাপ আবিষ্কারের কথা বলে শার্লটকে উদ্ধারে করার

সময় পালিয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ানের কথা জানাল সানড্যান্স। মাথা নাড়ল জেফ।

'হতে পারে সে-ই, ইন্ডিয়ানরা অসম্ভব প্রতিশোধপরায়ণ–কিন্তু তুমি যেমন জানো, আমিও জানি, ইন্ডিয়ানের কাজ নয় ওটা,' স্যামের আহত হবার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে ঘুরিয়ে বলল জেফ।

এ-কথার কোনও জবাব দিল না সানড্যান্স। সামনের চওড়া সর্পিল ট্রেইল জরিপ করল সে।

'এটাই তা হলে জন চিশমের সেই ট্রেইল?' সহসা জানতে চাইল।

'তাই তো আশা করছি; যাই হোক, ট্রেইলটা উত্তর দিকে গেছে, মোটামুটি ভালো, আর কী চাই,' ওকে বলল জেফ।

ওই সন্ধ্যায় সাপারের আগে আগে স্যান্ডিকে একপাশে ডেকে নিল সানড্যান্স।

'নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে কতটা বলেছে তোমাকে রবার?'

'স্পষ্ট করে কিছু বলে নি, তবে যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, প্রথমে আমাদের ওপর চড়াও হয়ে এভার্টের সব টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেবে, পরে একসময় স্ট্যাম্পিড করে ড্রাইভের বারটা বাজাবে। গরুগুলো নিজেই আবার জড়ো করবে, মোটা মুনাফা হবে তার।'

'তা বটে,' শান্ত কণ্ঠে বলল সানড্যান্স, হঠাৎ নেচে উঠল ওর চোখের তারা, 'তুমি নিশ্চয়ই আর ওর হয়ে কাজ করার কথা ভাবছ না, নাকি?'

'অবশ্যই না,' তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল স্যান্ডি, 'কথাটা সে যত তাড়াতাড়ি জানতে পারে ততই ভালো।'

'ওটা তাকে ঠেকেই জানতে হবে,' বলল সানড্যান্স।

সাপারের সময় সবাইকে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। আহত র‍্যাঞ্চার ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে, স্বাভাবিক ব্যবহার করছে সবার সঙ্গে; এতেই প্রাণ ফিরে পেয়েছে সবাই।

পরদিন ঠিক সকালে কয়েকজন অতিথি হাজির হলো ওদের ক্যাম্পে। ছয়জন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার, সবার পরনে রেঞ্জ-রাইডারদের পোশাক। নেতাগোছের একজন ইশারায় অন্যদের থামিয়ে নিজে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল। দিনের যাত্রার জন্যে ওয়্যাগন বোঝাইয়ের কাজে ব্যস্ত পেগ-লেগ। গরুর পালের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে মাত্র স্যাডলে চেপেছে শার্লটি, সানড্যান্সের ডাকে থামল।

'জেফকে বলো কয়েকজন রাইডার পাঠিয়ে দিতে–তাড়াতাড়ি,' শার্লটিকে বলল জিম, 'ওই লোকগুলোর হাবভাব সুবিধের ঠেকছে না।'

মাথা দুলিয়ে চলে গেল শার্লটি। অপেক্ষা করতে লাগল সানড্যান্স; সিগারেট রোল করার কাজে ব্যস্ত ওর দু'হাত, কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে আগন্তুকের আপাদমস্তক জরিপ করছে।

'মর্নিং,' সংক্ষেপে বলল সানড্যান্স।

শুভেচ্ছার জবাব দিয়ে সহজ কণ্ঠে লোকটা বলল, 'এটা কার আউটফিট?'



'কোন অধিকারে জানতে চাইছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল এস-ই রাইডার।

সঙ্গীদের দিকে একবার তাকাল আগন্তুক, আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'বুঝতেই পারছ,' জবাব দিল সে, 'আমার হাতে "ফুল হাউস", তোমার "পেয়ার" পাত্তাই পাবে না।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সানড্যান্সের সিক্সগানজোড়ার দিকে তাকাল সে। হাসল ছোট করে।

সানড্যান্সও হাসল। 'ড্র-এর আগে কী করে নিশ্চিত হচ্ছ?' বলল ও, 'যা হোক, একান্তই যদি জানতে চাও, এটা স্যাম এভার্টের আউটফিট–'এস-ই'–স্যান অ্যান্টনিও থেকে আসছি আমরা, উত্তরে অ্যাবিলিনে যাব। মাটিতে দাঁড়িয়ে স্যাডলে বসা কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলা আমার পছন্দ নয়।'

'ঠিক হ্যায়,' জবাব দিল আগন্তুক, নেমে পড়ল স্যাডল থেকে, ঘোড়াটা পড়ল ওদের দুজনের মাঝখানে। এ লোকের মতলব খারাপ, বুঝে ফেলল গ্রীন।

'তোমার বসের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি,' জানাল লোকটা।

'তার শরীর খারাপ। যা বলার আমাকে বলতে পারো। তুমি কিন্তু এখনও বলো নি আমি কার সঙ্গে কথা বলছি।'

'আমার নাম ডেল, ডাবল-ও র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান,' বলল লোকটা, 'তোমরা ধরতে গেলে আমাদের রেঞ্জের ওপর দিয়েই যাচ্ছ।'

জবাবটা ওজন করে দেখল সানড্যান্স। আগন্তুকের কথায় ফাঁক আছে: বুঝতে পারল সে। ডাবল-ও ব্র্যান্ডের কোনও গরু চোখে পড়ে নি ওর এখনও। চোখের কোণ দিয়ে এগিয়ে আসা ধুলোর মেঘ দেখে সাহায্য আসছে বুঝতে পারল সানড্যান্স।

'তা কী ব্যাপার, কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল ও।

'তেমন কিছু না, তবে তোমাদের গরুগুলোর সঙ্গে বোধ হয় আমাদের কিছু গরু মিশে গেছে, আমরা ওগুলো ফিরিয়ে নিতে এসেছি। বুঝতে পারছ?'

বুঝেছে সানড্যান্স। খাটনির কথা বাদ দিলেও পাক্কা দুটো দিন আটকা পড়ে থাকতে হবে এখানে এদের গরু বাছাই করার সুযোগ দিতে হলে, বিরাট লোকসান। এটা রবারের কোনও কৌশল কিনা বোঝার চেষ্টা করল গ্রীন। সামনে দাঁড়ানো এই লোকটাকে সে চেনে না, অন্যরা বেশ দূরে, সবারই টুপির কিনারা নামানো–চেনার উপায় নেই।

'আমাদের চোখে তো ডাবল-ও ব্র্যান্ডের গরু পড়ে নি এখনও,' বলল ও।

'আগের আউটফিটের লোকেরাও একই কথা বলেছিল প্রথমে,' বলল ডেল, 'কিন্তু পরে দেখা গেল শখানেক গরু মিশে গিয়েছিল ওদের পালে।'

ধুলোর মেঘ তুলে চারজন রাইডারসহ হাজির হলো জেফ, রাশ টেনে থামাল ক্লান্ত পনিগুলো। সামনে এগিয়ে আসতে চাইল ফোরম্যান, সানড্যান্স তাকে বাধা দিল।

'গ্রীনের ওপর ছেড়ে দাও ব্যাপারটা, ঠিক সামলে নেবে ও [illegible]

দুপক্ষের শক্তির মোটামুটি ভারসাম্য চলে আসায় কথা [illegible] ফেলল এবার সানড্যান্স, অবশ্য কোনওরকম উস্কানিমূলক [illegible]

'শোনো, নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই,' বলল ও, 'তাছাড়া, তোমাদের অসুবিধেটা কীসের? উত্তরে যাচ্ছি আমরা—যদ্দূর শুনেছি—একেকটা গরু এখানকার তুলনায় চার-পাঁচ গুণ বেশি দামে বিক্রি হয় ওখানে। আমাদের পালে সত্যি যদি ডাবল-ও ব্র্যান্ডের গরু পাওয়া যায়, বিক্রির পর হিসাব করে টাকা দিয়ে যাব তোমাদের, বিনিময়ে কোনও পারিশ্রমিক চাইব না, তাহলে চলবে না?'

'তোমার অশেষ মেহেরবানী,' বাঁকা সুরে বলল প্রতিপক্ষ, 'এবার তাহলে আমার প্রস্তাবটা শোনো, এটা আরও ভালো: এসো, ধরে নেয়া যাক, আমাদের পঞ্চাশটা গরু মিশে গেছে তোমাদের গরুর সঙ্গে—কম করেই ধরছি. তোমাদের সুবিধের জন্যে—তো, এক কাজ করলেই হয়, এখুনি মাথাপিছু দশ ডলার করে দিয়ে দাও আমাদের, আমরা চলে যাই, বিক্রি করে অতিরিক্ত যা পাবে সেটা তোমাদের লাভ। কেমন বুঝছ?'

হাসল স্যানড্যান্স। 'এই না বললাম দক্ষিণের স্যান অ্যান্টনিও থেকে আসছি আমরা?' প্রশ্ন করল ও, 'অতগুলো টাকা আমাদের কাছে কোত্থেকে আসবে?'

'সেক্ষেত্রে তোমাদের পালে তল্লাশি চালাতে বাধ্য হব আমরা,' রাগত স্বরে বলল ডেল। 'বাধা দিলে লড়াই হবে।' জেফ আর ওর রাইডারদের দিকে একবার তাকাল সে। 'আমি একটা হাঁক ছাড়লেই আরও লোক হাজির হবে।'

'ওদের সাহায্য প্রয়োজন হবে তোমার,' বলল স্যানড্যান্স, 'কিন্তু লড়াই করে দুদুটো আউটফিটকে পঙ্গু করে কাজ কী? এখানে আমি আছি আর ওদিকে তুমি। এসো মুখোমুখি ড্র-এ ফয়সালা করে ফেলি?'

চোখ ছোট করে তরুণ কাউবয়ের দিকে তাকাল ডাবল-ও ফোরম্যান। গানফাইটে অংশ নেয়ার জন্যে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে লোকটা, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছে এখন। গানম্যানের আধ ঢাকা নীলচে ধূসর চোখ প্রত্যাশায় চিকচিক করছে, কোমরের দুপাশে ঝোলানো রিভলভারজোড়ার বাঁট নিয়মিত ব্যবহারে মসৃণ। সিগারেটটা ঠোঁটে ঝোলাল স্যানড্যান্স, অচঞ্চল হাত দুটো লক্ষ্য করল ডেল। খুন করার পূর্বঅভিজ্ঞতা তার আছে, সিক্সগানে ক্ষিপ্রতার কথাও জানে অনেকে; ওর কাজে বাদ সাধতে আসা হতচ্ছাড়া লোকটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আপত্তি থাকার কথা নয়; কিন্তু... সন্দেহ কেন জানি দুলে উঠল ডেলের মন, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল সে।

'কাজের কথা বলো,' বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলল ডেল, 'আগের আউটফিটে যেভাবে করেছিলাম, আমাদের তল্লাশি করতে দাও, আমরা আমাদের গরু নিয়ে বিদেয় হই। ঠিক আছে?'

'কদিন আগে গেছে ওই আউটফিট?' সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল স্যানড্যান্স।

'দিন দুই,' জবাব এল।

'এই সামান্য রাস্তা এগিয়ে ছিল ওরা?' বলল স্যানড্যান্স, 'আমরা তো পথে সময় নষ্ট করি নি,' চিন্তিত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, 'অথচ আমাদের সঙ্গে দেখা



হলো না, আশ্চর্য হবার মত ব্যাপার নয়?'

নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছে, বুঝতে পারল ডেল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। রাগে ঝলসে উঠল তার চেহারা, হিংস্র কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চাইছ?'

'ঠিক,' বলল স্যানড্যান্স, তারপর ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গি করল, যেন আর কোনও কথার প্রয়োজন নেই।

রাগের তোড়ে ভেসে গেল ডেলের বিচার-বিবেচনা, বুঝতে পারল না ওকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে প্ররোচিত করা হয়েছে।

'আরে, শালা! তোর নিকুচি করি!' গর্জে উঠল সে, আঁকড়ে ধরল পিস্তলের বাঁট, নিমেষে খাপমুক্ত হলো ওটা। কিন্তু সে ট্রিগার টানার আগেই আগুন উগরাল স্যানড্যান্সের রিভলভার, প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লাগার অবস্থা হলো। পিস্তল ফেলে আহত বাহু চেপে ধরল ডেল।

'এমন কোনও আঘাত নয় ওটা,' বলল স্যানড্যান্স, 'আরেকটা পিস্তল দেখছি তোমার কাছে– ইচ্ছা করলে চেষ্টা করে দেখতে পারো—বাঁ হাতে...'

জ্বলন্ত ঘৃণা নিয়ে ওর দিকে তাকাল ডাবল-ও ফোরম্যান, কুঁচকে গেছে চেহারা। ব্যথা আর অপমানে প্রায় বেসামাল অবস্থা তার। মুহূর্তের জন্যে গ্রীনের সন্দেহ হলো লোকটা দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালাতে চাইবে হয়তো। একটা কথা টোকা দিয়ে গেল ওর মাথায়।

'তবে সে চেষ্টা না করলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবে,' শান্ত কণ্ঠে পরামর্শ দিল ও, 'দক্ষিণে লোকে আমাকে স্যানড্যান্স নামে ডাকে।'

বিস্ফারিত হলো ডেলের চোখ, হিংস্রতার বদলে রাজ্যের আতঙ্ক ভর করল তার দৃষ্টিতে। মাটি থেকে পড়ে যাওয়া পিস্তল তুলে নিল সে, তারপর স্যাডলহর্ন আঁকড়ে ধরে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে।

'আবার দেখা হবে আমাদের...পরের বার আশা করি আমার ভাগ্য ভালো থাকবে,' গরগর করে বলল ডেল।

'ভাগ্যটা এবারেই ভালো ছিল বলো,' জবাব দিল স্যানড্যান্স, 'কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে নাও। এবার তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ভাগো।'

ওরা বিদায় নেয়ার পর কনুইয়ের কাছে জেফের উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল স্যানড্যান্স। সবকিছু শোনার পর বিভ্রান্তির ছাপ পড়ল ফোরম্যানের চেহারায়।

'আমাদের পালে অন্যের গরু মিশেও থাকতে পারে,' বলল সে।

'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে পরে ওদের হাতে উপযুক্ত দাম ধরিয়ে দিলেই তো ঝামেলা মিটে যাবে, তাই না?' বলল স্যানড্যান্স। 'আচ্ছা, তোমরা কেউ ডাবল-ও ব্র্যান্ডের কোনও গরু দেখেছ?' রাইডারদের জিজ্ঞেস করল ও।

না-সূচক জবাব দিল সবাই।

'আমিও না, অথচ ছড়িয়ে পড়া গরুর ব্যাপারে আগাগোড়া সাবধান ছিলাম আমি,' বলল স্যানড্যান্স, 'আমার তো মনে হয় ত্রিসীমানায় ডাবল-ও বলে কোনও

র‍্যাঞ্চ নেই, ডেলের ঘোড়ায় কোনও ব্র্যান্ড ছিল না। নাহ্, পরিষ্কার ডাকাতির অপচেষ্টা ছিল ওটা, তুমি যাই বলো না কেন।'

'তল্লাশি চালিয়ে আমাদের পালে গরু না পেলেই–' বলতে গিয়ে চুপ করে গেল ফোরম্যান, পরক্ষণে জানতে চাইল, 'কিন্তু আমাদের ড্রাইভে এভাবে হামলা করতে এল কেন?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না সানড্যান্স।

'ডাকাতগুলো এখন থেকে প্রচলিত ট্রেইলের ওপর নজর রাখবে,' একটু পর ওদের বলল গ্রীন, 'আমরা এক কাজ করি বরং, আপাতত কিছুটা পথ পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাই, পরে আবার উত্তরে মোড় নেয়া যাবে–আমাদের নিজেদের চেষ্টায় পথ বের করে নিতে হবে অবশ্য– কিন্তু ওদের বোকা বানানো যাবে। কী বলো?'

'অনেক ঘোরা হয়ে যাবে, সময় আর কষ্টসাপেক্ষ হবে ব্যাপারটা, তবে লড়াই করতে গিয়ে অযথা লোক হারানোর চেয়ে এটা অনেক ভালো। চিশম যে সবচেয়ে সেরা পথটাই বেছে নিয়েছিল, তা নাও হতে পারে। যাও, এবার গরু নিয়ে রওনা হবার ব্যবস্থা করো।'

জেফের সায় পেয়েও স্বস্তি বোধ করতে পারছে না সানড্যান্স : বিপজ্জনক একটা প্রস্তাব দিয়েছে ও, এতে করে সবার জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে। তবে এক হিসাবে সুবিধাও পাওয়া যাবে: একটা বড় রকমের বাধার মুখে পড়ে যাবে রবারের পরিকল্পনা। এটাই চায় ও। ডেল যে আউট-লয়ের একজন সাগরেদ, এ ব্যাপারে এখন ওর মনে আর সন্দেহ নেই। চূড়ান্তভাবে একটা পক্ষ বেছে নিতে পেরে এতদিনে স্বস্তি বোধ করল গ্রীন।

অবশ্য সেদিনই নতুন পরিকল্পনা মোতাবেক এগোল না ওরা। আগের ট্রেইলের কাছেই ক্যাম্প করল সন্ধ্যায়। আরেকজন মেহমানের দেখা পাওয়া গেল ক্যাম্পে। ইতিমধ্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে গরুগুলোর, চারজন রাইডার পাহারা দিচ্ছে, অন্যরা ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে বসে আছে, অপেক্ষা করছে কখন পেগ-লেগ খেতে ডাকবে। এই সময় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি, এগিয়ে এল ওদের দিকে, ডানহাতটা এমনভাবে তুলে রেখেছে, তালু দেখা যাচ্ছে।

'ইভনিং, ফোকস্,' চিকন অথচ উঁচু কণ্ঠে বলল লোকটা, 'তোমাদের আগুন দেখে আর থাকতে পারলাম না, বড্ড একা লাগছিল।'

'এসে পড়ো, ফ্রেন্ড,' গলা চড়িয়ে ডাকল ফোরম্যান জেফ।

ইন্ডিয়ানদের মতো শব্দহীন অথচ সাবলীল পদক্ষেপে এগিয়ে এল লোকটা। পরনের ডো-স্কিন জ্যাকেট, র‍্যাকুন-স্কিন ক্যাপ আর পায়ের মোকাসিন দেখে বোঝা গেল লোকটা ট্র্যাপার।

'বসে যাও, খাবার আসছে,' আমন্ত্রণ জানাল জেফ।

'ধন্যবাদ,' জবাব দিল আগন্তুক, 'আমি কিন্তু কিনে খাব।'

কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ওটার নলে ঝোলানো একটা বাচ্চা হরিণের



চামড়া তুলে সামনে এগিয়ে দিল। আপত্তি করল জেফ, কিন্তু কিছুতেই কান দিল না সে। বাবুর্চি খাবার দিলে বুভুক্ষুর মতো খেতে শুরু করল, একটু পরেই টের পেল সবাই চেয়ে আছে তার দিকে।

'তোমরা কিছু মনে কোরো না,' বলল সে, 'তোমাদের বাবুর্চির রান্নার হাত দারুণ, তার ওপর প্রায় সপ্তাহখানেক বলতে গেলে স্রেফ কাঁচা মাংস আর পানি খেয়ে কাটিয়েছি, লবণ আর কফি পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে।'

'আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব,' বলল ফোরম্যান, 'দূরে কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'আশপাশের কোনও বসতিতে আমার চামড়াগুলো দিয়ে বিনিময়ে রসদপত্র নেব,' জানাল আগন্তুক। লোকটা নিজের নাম হফম্যান বলে জানাল, তার কাহিনী শোনাল, এই ধরনের ঘটনা সীমান্তে নতুন নয়: একটা কেবিনে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে থাকত সে, হঠাৎ একদিন হামলা চালাল ইন্ডিয়ানরা, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল ওর স্ত্রী আর সন্তানদের। সেই থেকে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, কায়দামতো পেলেই হত্যা করছে ইন্ডিয়ানদের। প্রায় নিরাবেগ কিন্তু উঁচু গলায় কথা বলে চলল সে, কিন্তু তার চোখে জ্বলজ্বল করতে লাগল বিদ্বেষের আগুন। একমাত্র মৃত্যুই হয়তো নেভাতে পারবে ওই আগুন, ভাবল সানড্যান্স।

ওদের গন্তব্য অ্যাবিলিন সম্পর্কে জানতে চাইল ফোরম্যান, জিজ্ঞেস করল গরু নিয়ে ওখানে পৌঁছানোর আশা কতখানি।

'খুবই কম,' সোজাসাপ্টা জবাব দিল হফম্যান, 'অনেক বিপদ মোকাবিলা করতে হবে তোমাদের। রেললাইন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে গরু বেচে মোটা টাকা পাওয়া যায়: এখন সবাই জানে টেক্সাস থেকে পালে পালে গরু আসছে: দুনিয়ার গুণ্ডা বদমাশ, হাইড হান্টার, রাসলার আর আউট-লয়ে গিজগিজ করছে 'দ্যা নেশনস' এলাকা, এই রকম একটা মওকা সহজে ছাড়তে চাইবে না ওরা: তার ওপর 'রেড রিভারের উজানে রয়েছে কিওয়া আর কোমাঞ্চি, তারাও ট্রেইলের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা কড়া নজর রাখছে।'

'আমরা যদি কিছুটা পথ পশ্চিমে গিয়ে তারপর আবার উত্তরে মোড় নিই?' প্রশ্ন করল সানড্যান্স।

হাসল হফম্যান, 'বুদ্ধিটা খারাপ না–ওদের হয়তো ফাঁকি দেয়া যাবে,' সায় দিল সে, 'তবে দেখ, স্টেকড-প্লেনে চলে যেয়ো না যেন আবার–গাছপালাহীন একটা নরক ওটা–পানিটানি কিছু নেই–আর তোমাদের গরু যদি একবার ওখানকার মোষের পালের সঙ্গে মিশে যায় তা হলে আর ওগুলোর আশা থাকবে না। যা হোক, তবু, এভাবে সফল হওয়ার যথেষ্ট আশা আছে।'

মধ্যরাতের পর রাতের পাহারা শেষে ক্যাম্পে ফিরে এল সানড্যান্স, চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখে ঘুম নামার আগেই একটা প্যাঁচার সুরেলা ডাক কানে এল। আশপাশে কোনও গাছপালা বা ঝোপঝাড় নেই, এখানে প্যাঁচার ডাক অস্বাভাবিক, ব্যাপার কী জানতে বিছানা ছেড়ে পিছলে বেরিয়ে এল

সে, হামাগুড়ি দিয়ে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগোল। আবার কানে এল ডাকটা। মুচকি হাসল ও। চমৎকার অনুকরণ, সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু বোঝা যায় মানুষের কণ্ঠস্বর। একটা মাটির ঢিবির পাশে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল সানড্যান্স, রিভলভার বের করল হোলস্টার থেকে, একটু কেশে এগিয়ে গেল সামনে।

'কে, স্যান্ডি?'

'না, আমি গ্রীন।'

ঢিবি ছেড়ে এগিয়ে এল আরেকটা ছায়ামূর্তি।

'হ্যালো, জিম, তোমাদের যে কোনও একজনের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ খুঁজছিলাম আমি,' বলল রবার, পরক্ষণে জানতে চাইল, 'আমার লোক ডেলকে গুলি করলে কেন তুমি?'

'তুমি ডাবল-ও ব্র্যান্ডের মালিক কী করে জানব আমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল গ্রীন।

'তা অবশ্য ঠিক,' হেসে বলল আউট-ল সর্দার, 'কিন্তু তোমার তাও বোঝা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্য আর কী, তোমার পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল বেচারা!'

'বরং বলো তার সৌভাগ্য,' বলল সানড্যান্স, 'এরপর আমার সামনে ফের পিস্তল বের করার চেষ্টা করলে শুধু হাত নষ্ট করে ছেড়ে দেব না আমি।'

'কেন যেন আমার সন্দেহ হচ্ছে, জিম, আমার সঙ্গে বেঈমানী করতে চাইছ তুমি?' কর্কশ কণ্ঠে বলল রবার।

'মোটেই না,' সোজাসাপ্টা জবাব দিল সানড্যান্স, 'আমি তো তোমার দলে যোগই দিই নি, বেঈমানী করার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে। আমার অপকার ছাড়া উপকার করো নি তুমি যে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। বরং তোমার দোষে আমার ফাঁসিতে ঝোলার ষোলআনা আশঙ্কা রয়েছে।'

ওর কণ্ঠের দৃঢ়তা টের পেল আউট-ল। আবার যখন কথা বলল সে, কর্কশ ভাব মিলিয়ে গেছে।

'কথাটা মিথ্যা বলো নি, তোমার বর্তমান দুরবস্থার জন্যে আমিই দায়ী, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা তো করেছি। তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল, জিম। তুমি এস-ই আউটফিটে যোগ দিতে রাজি হলে যখন আমি খুশি হয়েছিলাম এই ভেবে...'

'...যে সত্যি সত্যি আউট-ল হতে যাচ্ছি আমি,' কর্কশ স্বরে কথাটা শেষ করল সানড্যান্স, 'হতে পারে ওই মুহূর্তে ওই রকম কিছু ভেবেছিলাম আমিও—দ্বিধান্বিত ছিলাম—কিন্তু একটা বুড়ো মানুষকে গুম খুনের চেষ্টা করার পর...'

'ওই ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, জিম।'

'কাছেপিঠেই ছিলে তুমি।'

'না, ছিলাম না,' জবাব দিল রবার, 'পরে জেনেছি। কিন্তু এমন কিছু আমার পরিকল্পনায় ছিল না।'

'তাহলে কে করল কাজটা?'



'গুলি কে করেছে না জানলেও কাজটা যে নাভাহো করিয়েছে সেটা বুঝেছি, এ-নিয়ে একদফা হয়ে গেছে তার সঙ্গে। ইদানীং বড্ড বাড়াবাড়ি করছে সে।'

নীরব রইল কাউবয়, রবারের কথাগুলো বিচার করছে। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে সত্যি কথা বলছে লোকটা, নিষ্ঠুর নির্দয় হলেও একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার—সততা—মিথ্যা বলাকে কাপুরুষতার লক্ষণ হিসাবে দেখে সে। [illegible]সুনকে হত্যা করার কথা সে অকপটে স্বীকার করেছে, অথচ ইচ্ছা করলে অনায়াসে চেপে যেতে পারত। রবারের কর্কশ কণ্ঠস্বর ওর ভাবনায় ছেদ টানল।

'ওভাবে রিভলভার ধরে থাকলে হাত অবশ হয়ে যাবে, জিম,' বলল রবার, 'ওটার কোনও প্রয়োজন নেই।'

চট করে রিভলভারটা হোলস্টারে ঢোকাল সানড্যান্স, লজ্জিত বোধ করছে। 'দুঃখিত, রবার,' বলল ও, 'একেবারে মনে ছিল না।'

'বাদ দাও,' বলল আউট-ল, কণ্ঠে ক্লান্তির রেশ, 'তোমার কোনও দোষ দেখছি না আমি, কাউবয়। আমি তাহলে ধরে নিচ্ছি তোমাদের দুজনের ওপর [illegible] নির্ভর করা ঠিক হবে না?'

'ঠিক,' ওকে জানাল সানড্যান্স, 'আমরা কিছুতেই নিমকহারামী করতে পারব না।'

'কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, এভার্টের ড্রাইভের বারটা বাজাব বলে ওয়াদা করেছি আমি—এবং সেটা রক্ষা করব।'

'আর আমিও জানপ্রাণ দিয়ে তোমাকে ঠেকানোর চেষ্টা করব,' হেসে বলল সানড্যান্স, হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। 'রাগ কোরো না, রবার; ও, তো, আমাদেরকে তোমার অনুসরণ করার ব্যাপারে আমার কিন্তু আপত্তি নেই। বুঝেছ?'

আন্তরিকভাবে ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিল আউট-ল সর্দার। এইভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আশ্চর্য এক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে হারিয়ে গেল রবার, নিঃশব্দে আবার ক্যাম্পে ফিরে এল গ্রীন, মনে মনে রবারের কথা ভাবছে। রবারের আচরণে বিস্মিত হয়েছে সে। খিস্তি, হুমকি, ধমক—এসব শুনবে বলে মনে করেছিল, অথচ সেসবের ধারেকাছে যায় নি লোকটা। আউট-ল হলেও সে বিবেক বর্জিত নয়, বুঝতে পারল সানড্যান্স। হয়তো ভাগ্যের কোনও নির্মম [illegible]দের শিকার হয়ে বিপথে এসেছিল, তারপর আর আইনের পথে যাবার সুযোগ পায় নি। ওদের ড্রাইভ নষ্ট করার কাজ নিয়েছে সে, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটা কার হয়ে কাজ করছে বুঝতে পারল না সানড্যান্স। বুড়ো র‍্যাঞ্চার স্পষ্টবাদী মানুষ, সঙ্গত কারণেই তার অনেক শত্রু থাকতে পারে।

নাভাহোর কালো কুৎসিত চেহারা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। রবারের কথা সত্যি হলে, দোআঁশলাই এভার্টকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। ওস্তাদকে সাহায্য করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে, নাকি নিজস্ব কোনও মতলব আছে তার?

# পাঁচ

একের পর এক দিন পার হয়ে যাচ্ছে। প্রখর রোদে স্যাডলের ওপর অলস সময় কাটছে ওদের। প্রতিটি ঘণ্টা মনে হচ্ছে অন্তহীন। ফোরম্যান জেফ তুখোড় কাউম্যান, এগোনোর বেলায় তাড়াহুড়ো করছে না সে, তবে ক্যাম্পিং-স্পটে পৌঁছার আগেই যেন গরুগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেদিকে নজর রাখছে। বিশ্রামের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ছে ওরা, বিপদের আশঙ্কা কমে যাচ্ছে গড়পড়তা দৈনিক বার থেকে চোদ্দ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করছে ওরা সন্তোষজনক অগ্রগতি।

'সবকিছু বড় বেশি সহজ স্বাভাবিক–ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না,' ওয়্যাগনের পেছনে পায়চারি করছিল জেফ, বিড়বিড় করে বলল, 'এভাবে চললে আমাদের সতর্কতায় ঢিল পড়বে, সবাই ভাববে ঝামেলার কোনও আশঙ্কা নেই, নিশ্চিন্ত থাকবে, এবং ঠিক তখনই বেঁকে বসবে ভাগ্যদেবী–এটাই নিয়ম।'

কৃশ হাসল স্যাম এভার্ট। 'আমার জায়গায় তুমি এখানে শুয়ে থাকলে কোনও কিছুই স্বাভাবিক মনে হত না তোমার, বুড়ো গর্দভ,' জবাব দিল সে। 'আচ্ছা আমাদের নতুন লোকেরা কেমন কাজকর্ম করছে?'

'গ্রীন আর স্যান্ডস কাজের লোক, ওদের ব্যাপারে কোনও অভিযোগ নেই: কিন্তু ল্যাসকারকে আমার পছন্দ হচ্ছে না,' সরাসরি জানাল জেফ, 'লোকটা যেন কেমন, কাজকর্ম করছে ঠিকই... কিন্তু...' বাক্যটা শেষ করল না সে, 'তোমাকে কে গুলি করেছিল যদি জানতে পারতাম!'

'আউটফিটেরই কাউকে সন্দেহ করছ নাকি?'

'কিছু পরিষ্কার হচ্ছে না আমার,' স্বীকার করল ফোরম্যান, 'ল্যাসকার আর স্যান্ডস–দুজনেরই সুযোগ ছিল–ওরা কেউ ওই মুহূর্তে ক্যাম্প বা পালের সঙ্গে ছিল না–কোথায় গিয়েছিল তাও বলে নি।'

'বাদ দাও,' বিরক্তির সঙ্গে বলল এভার্ট, 'আমি তো মারা যাই নি? তাছাড়া আমাদের আউটফিটের কেউ কেন খামোকা ড্রাইভের অনিষ্ট করতে চাইবে? আমার বিশ্বাস শার্লটকে বাঁচানোর সময় সেদিন গ্রীনের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া সেই ইন্ডিয়ানের কাজ এটা, বদলা নেবার বেলায় ব্যাটারা কখনও ক্লান্ত হয় না।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ,' বলল ফোরম্যান, 'কিন্তু আমার মনে সন্দেহের কাঁটা খচখচ করছে,' নিজের বক্তব্যে অটল থাকার চেষ্টা করল জেফ। তারপর হঠাৎ ঘোড়ায় চেপে দ্রুত গতিতে পালের উদ্দেশে এগিয়ে গেল সে। রেমুডা অতিক্রম করার সময় ল্যাসকারকে বলল, 'আমরা সম্ভবত ইনজুন এলাকায় এসে পড়েছি, দেখ, আজ রাতে তোমার ঘোড়াগুলো যেন বেশি দূরে চলে না যায়। দরকার



লে বলো, তোমার সঙ্গে আরও লোক দেব আমি।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল র‍্যাঙলার। 'লোকের দরকার নেই, একাই সামলাতে পারব,' বলল সে।

'এদিকে আগে এসেছ কোনওদিন?' জানতে চাইল জেফ।

'নাহ্, একেবারে অচেনা এলাকা,' জবাব দিল ল্যাসকার। 'আকাশের অবস্থা দেখে কী মনে হচ্ছে তোমার?' হঠাৎ ওপর দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল সে।

ল্যাসকারের আঙুল বরাবর তাকাল ফোরম্যান। উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘনিয়ে উঠেছে কালো মেঘ, বিজলি চমকাচ্ছে, দ্রুত এদিকে ধেয়ে আসছে ঝড়টা।

ওদিকে সামনে, আতঙ্কে অবিরাম ডাকাডাকি করছে গরুগুলো, দিশাহারা হয়ে পড়েছে। এক নজরে যা বোঝার বুঝে নিল জেফ।

'সেরেছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'স্ট্যাম্পিড শুরু হলে অবস্থা খতরনাক হয়ে যাবে! ঘোড়া সামলাও তুমি, পাল থেকে বেশি দূরে থেকো না। পেগ-লেগকে বলো চোখ কান খোলা রাখার জন্যে।'

গরুর পালের পাশ ঘেঁষে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল জেফ। চিৎকার করে পেছনের রাইডারদের সাবধান করে দিল, তারপর প্রায় ঝড়ের বেগে পালের একেবারে সামনে চলে এল। সামনের সারির গরুগুলোকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে শুরু করল।

'তুফান আসার আগেই এক জায়গায় জড়ো করো এদের, পাহারায় রাখো,' ...উইথ্যাণ্ডদের নির্দেশ দিয়ে চলেছে সে, 'এছাড়া স্ট্যাম্পিড ঠেকানোর উপায় নেই, তবু আশা খুব কম।'

এগিয়ে এল শার্লট। 'আমি কোনও সাহায্যে আসতে পারি, জেফ?'

'সোজা গিয়ে ওয়্যাগনের ভেতর ঢুকে পড়ো, বসে থাকো চুপচাপ,' বলল ফোরম্যান।

আবার গোঁ ধরল শার্লট সাহায্য করার জন্যে।

'তুমি এখানে থাকলে আরও ঝামেলায় পড়ে যাব আমরা, গার্ল, ওয়্যাগনে থাকলেই আমাদের সুবিধে: তাছাড়া, এমনিতেই এখন স্যামের পাশে থাকা উচিত তোমার।'

আর কোনও আপত্তি করল না শার্লট, মেনে নিল জেফের কথা।

পয়েন্ট রাইডারদের সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেফ। ছড়ি হেনে আর চিৎকার করে পালের মাথাকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে ওরা। পেছন থেকে এগিয়ে আসা গরু বাছুরের সঙ্গে আবার মিলিত হচ্ছে সন্ত্রস্ত জানোয়ারগুলো। ওদের সৌভাগ্য বলতে হবে, পথ চলতে চলতে ক্লান্ত গরুগুলো, সারাদিন একটানা এগিয়েছে, তাই অবাধ্য হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না ওদের মাঝে।

ফোরম্যানের প্রচেষ্টা সফল হলো। ঝড়টা ওদের নাগাল পাবার আগেই গরুগুলো এক জায়গায় জড়ো করার কাজ সেরে ফেলল ওরা, এখনও দৌড়চ্ছে

বটে, কিন্তু খুব ধীরে, বৃত্তাকারে।

কালো ভয়াল মেঘে ঢেকে গেল আকাশ, অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক বাতাসের তোড়ে পাক খাচ্ছে মেঘের কুণ্ডলী। হাড় কাঁপানো হাওয়ায় হিহি করে কাঁপছে গরু আর মানুষ।

আচমকা চারদিক আলো করে বিজলি চমকাল, পরক্ষণে বাজ পড়ার কড়াৎ শব্দে কেঁপে উঠল চরাচর। আরও প্রবল হলো বৃষ্টির দাপট, বরফশীতল পানিতে ভিজে গেল ওরা। উদ্ভ্রান্তের মতো গরুর পালের চারদিকে চক্কর দিয়ে চলল রাইডাররা। স্ট্যাম্পিডের আলামত দেখার সঙ্গে সঙ্গে সামাল দেয়া গেলে, তাহলে গরুগুলোকে বাঁচানোর খানিকটা আশা আছে। গরুগুলোর শিঙের সংঘর্ষের শব্দ, আতঙ্কিত বাছুরের ডাক, রাইডারদের চিৎকার আর খিস্তি-খেউড়–ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার সঙ্গে। নরক গুলজার অবস্থা।

বরফশীতল বৃষ্টি আঘাত হানছে শরীরে। ঘনঘন বিজলির চমক আর বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ অস্থির করে তুলছে গরুগুলোকে। জানা কথা, এই নিপীড়ন থেকে রেহাই পাবার একটা চেষ্টা তারা করবেই। ঠিক সময় মতো আলোড়ন টের পেল সানড্যান্স। একদল বাছুর বেরিয়ে আসছে দল ছেড়ে। সাঁই করে ঘোড়া দাবড়ে নিয়ে ওদের পথরোধ করল গ্রীন, মাথার ওপর দিয়ে বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ল, নতুন জ্বালাতন এড়াতে ফের আগের জায়গায় যাবার জন্যে ঘুরল ওরা। স্যাণ্ডি ওগুলোকে আবার পালের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এরপর মাথা নিচু করে লেজ গুটিয়ে বাধ্য ছেলের মতো দাঁড়িয়ে রইল, ভিজতে লাগল।

ভিজে সপসপ করছে রাইডারদের কাপড়চোপড়, শীতে কাঁপছে হিহি করে, তবু গরু পাহারার কাজে এতটুকু ঢিলে দিল না ওরা, হাড়কিপ্টে বুড়ো যেমন টাকাপয়সা আগলে রাখে ঠিক তেমনি করে খোলা রাখল চোখ। বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে উদ্বিগ্ন চেহারায়। অবশেষে ঝড় সরে যাচ্ছে দেখে স্বস্তি ফিরে এল ওদের মনে। ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে বিজলির চমক আর বাজের শব্দ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে এখন। দিগন্তে তোলপাড় খাওয়া মেঘের ওপাশে আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। সময় নষ্ট করল না ফোরম্যান।

'আবার রওনা হয়ে যাও, বয়েজ,' নির্দেশ দিল সে, 'কোনওমতেই থামতে দিয়ো না ওদের।'

প্রায় মাইল তিনেক এগিয়ে যাবার পর বেশ দূরে গাছপালার ছায়া দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবার চেহারা। ওই গাছপালা নদীর অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

'বোধ হয় রেড রিভার,' স্যাণ্ডিকে বলল সানড্যান্স, 'তুফানের পর ওটার যে কী অবস্থা হয়েছে কে জানে–নদীর উজান থেকেই এসেছিল ঝড়টা।'

'তার মানে নদীতে এখন প্রবল জোয়ার,' বলল স্যাণ্ডি, 'অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে গেছি আমরা–কিন্তু নদীতে এখন স্রোত থাকতে বাধ্য।'

ওদের আশঙ্কা অমূলক নয়। কিছু সময় পর সানড্যান্স আর ফোরম্যান জেফ



...লকে অপেক্ষায় রেখে এগিয়ে গেল, নদীর পারে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। ...র পর সত্যি সত্যি জোয়ার এসেছে নদীর পানিতে। তীব্র স্রোত আর লালচে ...মেশানো পানি দেখে জেফের চোয়াল ঝুলে পড়ল। নদীটার নাম রেড ...র হবার কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল ওদের কাছে। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে ...সব গাছের গুঁড়ি, লাল হয়ে গেছে।

...প্রবল বেগে মাথা নাড়ল জেফ। 'কমপক্ষে ছয়শো গজ চওড়া হয়ে গেছে ...', আর স্রোতের যা অবস্থা, এই মুহূর্তে পার হতে গেলে ডাবল খাটুনি ...তে হবে, তার ওপর প্রচুর বালি রয়েছে এখন পানিতে,' বলল সে, 'ওপারে ...র আশা নেই বললেই চলে!'

'এখনই মুষড়ে পোড়ো না, ওল্ড-টাইমার,' বলল সানড্যান্স। 'আমি যদ্দূর ..., এইসব নদীর পানি খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়, স্বাভাবিক হতে সময় ...না। আমরা অপেক্ষা করে দেখি না?'

...মাটি জরিপ করল এবার গ্রীন, প্রচুর গরুর খুরের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

...মনে হচ্ছে আমাদের আগের আউটফিটটা ঝড়ের আগেই নদী পার হয়ে ...,' বলল ও, 'তবে ঠিক এই জায়গা দিয়ে পার হয় নি হয়তো।'

'এখনও এপারেই থাকতে পারে ওরা–ভাটির দিকে,' বলল ফোরম্যান। ...ক মাইল পেছনেই বাঁক নিয়ে এসেছি আমরা। যা হোক, স্যাম মানুক চাই ...ক আমরা অপেক্ষা করব।'

...নদী থেকে খানিকটা দূরে একটা খুদে মালভূমির ওপর প্রায় বিনা ঝামেলায় ...লোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে ফেলল ওরা। ঝড়ের অব্যবহিত পর সূর্য ...র তার চেহারা দেখানোয় ঘাস শুকিয়ে গেছে, নইলে ভেজা ঘাসে শুতে রাজি ...না গরুগুলো। একসারি লম্বা পাইন গাছের নীচে দাঁড় করানো হয়েছে ...লমটা। হাঁড়িপাতিল নিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত বাবুর্চি পেগ-লেগ। আবছা ...রে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে এল একজন অশ্বারোহী। প্রকাণ্ড আগুনের ...কে শিখা জরিপ করছিল সানড্যান্স, সামনে বাড়ল সে।

'স্যাম এভার্টের আউটফিট না এটা?' জানতে চাইল আগন্তুক, তারপর ...থেকে ঝুঁকে পড়ল সামনে, ভালো করে দেখল ওর চেহারা, এবার আবার ..., 'হতেই হবে, যদি তুমি চাকরি না ছেড়ে থাকো। তুমি গ্রীন, না?'

...জবাব দিল না সানড্যান্স। ক্যাম্পফায়ারের সীমার ভেতর সরাসরি ঢুকে ...ল লোকটা। চাক বাউড্রিকে চিনতে কষ্ট হয় নি ওর, কেন যেন লোকটার ...বর্তনে খুশি হতে পারল না। লোকটার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঠিক ...ক ছিল না।

'স্যাম কোথায়? কাজের লোকদের আরাম করতে দিয়ে নিজেই কাজে নেমে ...মি আশা করি?' আবার জানতে চাইল বাউড্রি।

'মিস্টার এভার্ট ওয়্যাগনে আছে, মিস্টার,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল কাউবয়, ...পর সরে গেল।

ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে গেল বাউড্রি, স্যাডল থেকে নেমে ওয়্যাগনের

ভেতরে উঁকি দিল সে। ঝুলন্ত হারিকেনের আলোয় আহত র‍্যাঞ্চারের বিবর্ণ চেহারা দেখতে পেল। বোঝা যাচ্ছে, দ্রুত সেরে উঠছে লোকটা।

'হ্যালো, স্যাম, কী হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল বাউড্রি।

নীরবে সব শুনল জুয়াড়ী, তারপর মন্তব্য করল, 'ইন্ডিয়ানই হবে, নইলে আর কে মারতে চাইবে তোমাকে?'

'কে জানে! কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে, চাক?'

'নদীর খানিকটা ভাটিতে এক লোকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম,' জবাব দিল বাউড্রি, 'ডোন'স স্টোরে ছিলাম, ওখানে শুনতে পেলাম একপাল গরু আসছে, এস-ই আউটফিট হবে ভেবে দেখতে এলাম। তোমরা দেখছি বেশ দ্রুত এগোচ্ছ। ভালো।'

'যদি এটার কথা বাদ দাও,' আহত বুকের দিকে ইঙ্গিত করল স্যাম এভার্ট, 'আমাদের ভাগ্য ভালো এখনও সত্যিকার অর্থে কোনও ঝামেলা হয় নি, হয়তো আসল বিপদ আরও সামনে।'

'ঠিক বলেছ,' বলল বাউড্রি, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসার এটাও একটা কারণ,' জানাল সে, 'আমি শুনেছি এই ট্রেইলে নাকি বেশ কয়েকটা ডাকাতদল তোমাদের গরুর ওপর হামলা করবে বলে ওত পেতে রয়েছে—ভাবলাম আগেই তোমাকে জানানো দরকার, যাতে সাবধানে এগোতে পারো।'

'খুব ভালো করেছ, চাক,' উষ্ণ কণ্ঠে বলল স্যাম এভার্ট, 'খবরটা অবশ্য আগেই পেয়েছি আমি, তবে–' চোখের তারা নেচে উঠল তার– 'এস-ই আউটফিটের জন্যে অপেক্ষা করে থাকলে দুর্গতি আছে ওদের কপালে, কারণ ওই অপেক্ষার শেষ হবে না।'

বিভ্রান্ত দেখাল বাউড্রিকে।

'আপাতত পশ্চিমে এগোনোর কথা ভাবছি আমরা, পরে আবার উত্তরে বাঁক নেব,' বিজয়ীর ঢঙে জানাল এভার্ট।

'তুমি দেখছি দারুণ সেয়ানা!' বলল জুয়াড়ী, 'কিন্তু বিপজ্জনক হয়ে যাবে না কাজটা? রাসলারদের ফাঁকি দিতে পারলেও নির্ঘাত ইনজুনদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে।'

'এই শয়তানগুলোও ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে,' যুক্তি দেখাল র‍্যাঞ্চার, 'আর বিপদের কথা বলছ, এই ড্রাইভটাই তো একটা বিপজ্জনক কাজ, তাই না? আচ্ছা, আর কোনও গরুর পাল চোখে পড়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। কয়েক মাইল ভাটিতে নদী অতিক্রম করেছে ওরা, নেহাত কপালজোরে ঝড়ের কবল থেকে বেঁচে গেছে। এখন অবশ্য নদীর পানি কমতির দিকে, কাল সকালেই বোধ হয় পার হতে পারবে তোমরা।'

'আমিও সেরকম আশা করছি। খামোকা বসে থাকতে ভালো লাগে না। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে নাকি, চাক?'

মাথা নেড়ে বিদায় জানানোর জন্যে তৈরি হলো জুয়াড়ী। 'ওই লোকটার



জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাকে,' বলল সে। 'পরে আবার দেখা হবে। গুড লাক, স্যাম।'

পরদিন সকালে দেখা গেল অনেক কমে এসেছে নদীর পানি, অবশ্য [illegible]ও বালি গোলা লালচে পানি খাড়া দুই তীরের মাঝখান দিয়ে তীব্র বেগে [illegible] যাচ্ছে। নদী জরিপ করতে এসেছিল যারা, পরিষ্কার বুঝতে পারল নদী [illegible] হওয়াটা দুরূহ এবং বিপজ্জনক একটা কাজ হতে যাচ্ছে।

'ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই, বয়েজ,' সবাইকে তার সিদ্ধান্ত জানাল [illegible]রম্যান, 'আবার ঝড়টড় এলে শেষে কয়েকদিন আটকা পড়ে থাকতে হবে [illegible]নে। তোমার কী মত, জিম?'

'অবস্থা প্রতিকূল,' বলল সানড্যান্স, 'সাফল্যের সম্ভাবনা কম বটে, কিন্তু [illegible]্য এতদিন আমাদের সাহায্য করে আসছে, তাই না?'

ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে ফোরম্যান। অচিরেই সামনের সারির [illegible]গুলোকে দেখা গেল, দ্রুত এগোচ্ছে; নদী পার করতে হবে বলে পিপাসার্ত [illegible] হয়েছিল ওদের সারা রাত। কিন্তু পানির স্রোত দেখে আচমকা থমকে [illegible]। ওরা হয়তো ফিরতি পথই ধরত, কিন্তু দুপাশের রাইডারদের হাঁকডাক [illegible] অকথ্য খিস্তির তোড়ে পানিতে নেমে এল; কিন্তু ওই পর্যন্তই, হাঁটু পানিতে [illegible]য়ে রইল গাঁট হয়ে, গরগর করছে আতঙ্কে; ডাক ছাড়ছে, স্রোতের টানে [illegible]সে যাবার অবস্থা হচ্ছে ওদের। এভাবে কতক্ষণ চলত কে জানে, কিন্তু [illegible]ড্যান্স এগিয়ে এল থান্ডারকে নিয়ে, নেমে পড়ল পানিতে, তারপর একদম [illegible]নের বাছুরটার শিংজোড়া রশি দিয়ে বাঁধল, থান্ডারের বিশাল বুকের সঙ্গে [illegible] করে গিঁট দিল দড়ির অপর প্রান্ত, এবার এগোল অন্য তীরের দিকে।

নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নিচু করে আরও গভীর পানিতে নামল বন্দী [illegible], তারপর দ্রুত সাঁতার কাটতে শুরু করল। ওকে দেখে খানিক ইতস্তত করে [illegible]নের গরুগুলোও এগিয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাসমান শিঙের মিছিল [illegible]া গেল পানিতে। ট্রেইল ড্রাইভাররা সবসময় যার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন থাকে [illegible]মনি একটা বিপদ দেখা দিল। আচমকা দমকা হাওয়ায় ঢেউ জাগল পানিতে, [illegible]টা লাগল গরুগুলোর চোখেমুখে। বিগড়ে যাচ্ছিল ওগুলো আরেকটু হলে, [illegible] সতর্ক কাউবয়রা ছড়ির আঘাতে বিরত রাখল ওদের। অবশেষে নেতাকে [illegible]কীয় ভঙ্গিতে ঢেউ ভেঙে এগিয়ে যেতে দেখে তারাও এগোল সামনে।

[illegible]টাকে পাড়ে টেনে তুলে বাঁধন খুলে ফেলল সানড্যান্স, জানোয়ারটার কাঁহিল [illegible]রার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে, মনে হচ্ছে এত বড় অপমান মেনে [illegible] কষ্ট হচ্ছে তার!

উৎফুল্ল চেহারায় ওর সঙ্গে যোগ দিল ফোরম্যান। 'দারুণ বুদ্ধি বের করেছ [illegible], জিম,' বলল সে, 'সত্যি, গরু কীভাবে সামলাতে হয় জানা আছে তোমার।'

'দূর,' হেসে বলল সানড্যান্স, 'আসলে ওরাও আমাদের মতো যোগ্য নেতৃত্ব পেলে যে কোনও অসাধ্য সাধন করতে পারে।'

'আচ্ছা জিম, কী মনে হয় তোমার, রসলারকে ফাঁকি দিতে পেরেছি আমরা?'

জানতে চাইল স্যান্ডি।

'হয়তো পেরেছি,' বলল গ্রীন, 'কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক রবার, এখন সে জানে আমরা আর তার হয়ে কাজ করছি না। তাই সম্ভবত আমাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে,' একটু থামল সানড্যাল, তারপর আবার বলল, 'তবে আমার মনে হয় অন্য দলগুলোকে ফাঁকি দিতে পেরেছি আমরা।'

গরুর পাল থেকে প্রায় পাঁচশো গজ সামনে রয়েছে ওরা, ইন্ডিয়ান এলাকা এটা, স্কাউটিং অপরিহার্য হয়ে পড়েছে; তাছাড়া ওরা যেহেতু প্রচলিত ট্রেইল অনুসরণ করছে না, তাই এগোনোর জন্যে সুগম পথ খুঁজে নিতে হচ্ছে আগেভাগে।

রেড রিভার পার হবার পর এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এ কদিন একটানা পশ্চিমে এগিয়েছে ওরা, এখন আবার উত্তরে চলছে। ওদের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে কারও পরিষ্কার ধারণা থাকার কথা নয়; ইন্ডিয়ান, বাফেলো-হান্টার আর ট্র্যাপার ছাড়া এদিকে যাওয়া-আসা নেই কারও।

'একেবারে বিরান এলাকা,' মন্তব্য করল স্যান্ডি, 'রেড রিভার পার হবার পর মানুষের ছায়াও চোখে পড়ে নি।'

'না পড়াই ভালো,' জবাব দিল সানড্যাল, 'এখানে আমাদের কোনও বন্ধু নেই।'

সেদিনের মতো যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নিল ফোরম্যান। ওক আর মেসকিটের একটা ঝোপের কাছে ক্যাম্প করল ওরা। কাছের এক টুকরো উঁচু জমিতে গরুগুলোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো। ধারে কাছে পানি নেই, কিন্তু আগের রাতে যথেষ্ট পানি খাওয়ার সুযোগ পেয়েছে গরুগুলো। লঙহর্ন একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা পানি ছাড়া থাকতে পারে। তবু পানির জন্যে যেন অস্থির হয়ে উঠল গরুগুলো। শঙ্কিত বোধ করল জেফ।

'তোমাকে ভেজা মুরগীর মতো লাগছে,' স্যান্ডিকে বলল সানড্যাল, 'কী এতো চিন্তা করছ?'

'কেন জানি, জিম, আমার আশঙ্কা হচ্ছে বিপদ ওত পেতে আছে সামনে।'

'বিপদ তো থাকবেই-খামোকা চিন্তা করে কী লাভ? ওসব খারাপ চিন্তা ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে, গরুর দিকে খেয়াল রাখো, অর্ধেকের বেশি এখনও জেগে।'

'পানির দেখা পাচ্ছে না ওরা,' বলল স্যান্ডি। আকাশের দিকে নজর বোলাল সে, একটা দুটো তারা মিটমিট করছে। 'স্ট্যাম্পিডের জন্যে জুৎসই একটা রাত!' বলল আপনমনে।

'চুপ করো তো, খালি অলক্ষুণে কথা,' হেসে বলল সানড্যাল।

ক্যাম্পে ফেরার সময় হঠাৎ একটা কয়োটের করুণ আর্তনাদ শুনতে পেল ও, পরক্ষণে তার জবাব ভেসে এল। সন্দিহান হয়ে উঠল সানড্যাল, ঘোড়া থামাল, ওর অভিজ্ঞ কানে বেখাপ্পা মনে হয়েছে ডাক দুটো। স্যান্ডি ওকে শঙ্কিত করে তুলেছে ভেবে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল গ্রীন। তবু ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে



ক্যাম্পের পেছনের গাছপালার ওধারে যাবার জন্যে এগিয়ে গেল। ওদিক থেকেই এসেছে আওয়াজ দুটো। বেশ খানিকটা সময় লাগল ওর, যা ভেবেছিল তার চেয়ে বড় ঝোপটা; নিবিড় বলে খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হচ্ছে। গাছপালার সীমানায় পৌঁছে স্যাডলে বসেই কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল ও। বিড়বিড় করে কারা যেন কথা বলছে, শুনতে পেল। চট করে স্যাডল থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়ল সানড্যাল, ঢুকে পড়ল ঝোপে, হামা দিয়ে এগোল; কাজটা কষ্টকর। হঠাৎ একটা পিচ্ছিল জিনিসের ওপর হাত পড়ল ওর, কিলবিল করে উঠল ওটা, তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ কানে এল—সরসর করে সরে গেল সাপটা। শিউরে উঠল সানড্যালের শরীর।

'কপাল আর কী!' বিড়বিড় করে বলল ও, 'ছোবল হানার আগে যদি কুণ্ডলী পাকানোর দরকার না হত...'

দুশ্চিন্তাটাকে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দিল না ও, হোলস্টার থেকে চট করে পিস্তলটার বের করে আনল, আবার সামনে বাড়ার আগে ওটার সাহায্যে হাতড়ে নিশ্চিত হয়ে নিল সামনে আর বিপদ নেই। আরও কাছে এখন কণ্ঠস্বর, মাত্র কয়েক গজ দূরে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না গ্রীন।

'কাজটা শেষ করো, পুরো আড়াইশো ডলার পাবে তুমি। গরুগুলো দৌড় শুরু করলেই দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে যাবে-খুব বেশি দেরি নেই তার-সবাই অন্যদিকে ব্যস্ত থাকবে তখন।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল সানড্যাল। এই কণ্ঠস্বর তার চেনা। নাভাহো! অন্য লোকটা বিড়বিড় করে কী যেন বলল, বোঝা গেল না। খানিক পর শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ শুনে বোঝা গেল সরে যেতে শুরু করেছে ওরা। যথাসম্ভব নিঃশব্দে দ্রুত পিছিয়ে এল সানড্যাল, আকস্মিক সমস্যা দেখা দেয়ায় কিছুটা বিমূঢ়। রবারের দল স্ট্যাম্পিড চালাতে যাচ্ছে এবং তারই ফাঁকে কেউ একজন কিছু একটা করবে। সেটা কী, অনুমান করা কঠিন নয়। প্রায় দৌড়ে ঘোড়ার কাছে এল ও, লাফ দিয়ে উঠে বসল স্যাডলে, তারপর ক্যাম্পের উদ্দেশে ছুটল।

ক্যাম্পের অবস্থা দেখে রাগে খিস্তি করে উঠল ও। বাবুর্চির চুলোর কাছে আয়েস করে বসে রয়েছে স্যাম এভার্ট, জেফ, শার্লট আর আন্ট জুডি; অন্য আগুনের কাছে কম্বল গায়ে শুয়ে আছে কয়েকজন রাইডার, একটু পর গরু পাহারা দিতে যেতে হবে, তাই একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বিশ্রাম ওদের কপালে নেই, ভাবল গ্রীন। সোজা ফোরম্যানের কাছে এসে দাঁড়াল ও।

'জেফ, এইমাত্র গরু স্ট্যাম্পিড করার ষড়যন্ত্র শুনে এলাম আমি!' চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি যাও-বেশি কথা বলার সময় নেই!' র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল এবার। 'তোমার ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে আসা ঠিক হয় নি, মিস্টার,' বলল ও, 'তুমি-'

আচমকা গুলির বিকট শব্দ আর কান ফাটানো আর্তনাদ বাধা দিল ওর কথায়। ছুটন্ত খুরের শব্দে কাঁপতে শুরু করেছে পায়ের নীচের মাটি।

'খোদা! কাজে নেমে গেছে ওরা!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল সানড্যান্স।

মুহূর্তে সামনে ঝুঁকে র‍্যাঞ্চারের কাঁধ আঁকড়ে ধরল, ওকে নিয়েই গড়িয়ে পড়ল একপাশে: ঠিক তার পরমুহূর্তে আগুনের একটা ঝলক চিরে দিল চারপাশের অন্ধকার, একটু আগে স্যাম যেখানে বসেছিল ঠিক সেখানে গাছের গায়ে বিঁধল একটা বুলেট। সানড্যান্সের খাপমুক্ত রিভলভার অগ্নিঝলকের উৎস লক্ষ্য করে পর পর দুবার গর্জাল। শুকনো ডালপালা ভাঙার শব্দ কানে এল ওর, ঝোপের ওপর আছড়ে পড়ল কেউ একজন। আর কোনও নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল না।

'ব্যাটা মনে হয় ঘায়েল হয়েছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল সানড্যান্স, 'ঠিক সময়ে বন্দুকের ব্যারেলে আগুনের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলাম আমি।'

বিপদের আকস্মিকতায় প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ফোরম্যান জেফ। ঘুম থেকে উঠে ঘোড়ার জন্যে রোপ করালের দিকে দৌড়ল রাইডাররা। নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে একটানা গাল বকছে র‍্যাঞ্চার, তাকে আবার ওয়্যাগনে তুলে দেয়া হলো, মেয়েদের বাইরে না আসার জন্যে কড়া নির্দেশ দিল সানড্যান্স।

অন্যদের গরু সামলানোর কাজে পাঠিয়ে আততায়ীর অবস্থানের দিকে এগোল গ্রীন আর ফোরম্যান। ঝোপের ওপর হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা। তাকে চিৎ করে দেশলাই জ্বালল সানড্যান্স।

'ল্যাসকার!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ফোরম্যান, 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

দুটো গুলিই বুক ভেদ করে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে লোকটা। ল্যাসকারের মৃত্যুর জন্যে এতটুকু অনুতাপ হলো না সানড্যান্সের, মাত্র কয়েকটা টাকার লোভে খুন করতে যাচ্ছিল বদমাশটা। একটা জঘন্য হিংস্র পশুর ভার থেকে বরং মুক্ত হয়েছে পৃথিবী। অবশ্য দুনিয়ায় এই ধরনের লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

লাশটা ওখানেই রইল, গরুর পাল যেখানে ছিল সেদিকে এগোল ওরা। পরিস্থিতির হঠাৎ মোড় পরিবর্তন হওয়ায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত জেফ।

'ল্যাসকার? আশ্চর্য! অবশ্য শুরু থেকেই লোকটাকে অপছন্দ হয়েছিল আমার। কেন, তা বলতে পারব না,' আপনমনে বলল সে, 'আমাদের দলে ভিড়িয়ে দেয়া হয়েছিল বোধ হয় তাকে—এবং আগাগোড়া আমাদের অনুসরণ করে এসেছে রব্যাররা।' গ্রীনের দিকে আড়চোখে একবার তাকাল সে, 'ব্যাপারটা তুমি জানতে পেলে কীভাবে?'

কয়োটের ডাক থেকে শুরু করে আড়াল থেকে শুনে ফেলা আলোচনার কথা জানাল সানড্যান্স, তবে নাভাহোর গলা চিনতে পারার কথা চেপে গেল। ওর কথা শেষ হতেই স্যাডল হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে হাজির হলো স্যান্ডি।

'তুমি চোট পেয়েছ?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল সানড্যান্স, লক্ষ্য করল ছেলেটা টলছে।



'পাঁজরে আঁচড় কেটেছে একটা বুলেট—তবে হাড়টাড় ভাঙেনি,' জবাব দিল স্যান্ডি।

'কী হয়েছে?' এবার প্রশ্ন করল ফোরম্যান।

'কী করে বলি! হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। হামাগুড়ি মেরে বোধ হয় আমাদের কাছে চলে গিয়েছিল শয়তানগুলো। বিশ্বাস করো, গরুগুলো যদি একটু শান্ত থাকত, কিন্তু হয়েছে উল্টোটা! ওদের সামলানোর চেষ্টা করেছিলাম, হঠাৎ কে যেন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল—আমার ঘোড়ার গায়ে লাগল একটা—ওটা মারা গেছে।'

'কোন্ দিকে গেছে গরুগুলো?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'পশ্চিমে—এতক্ষণে বোধ হয় প্যাসিফিক স্লোপের কাছে চলে গেছে,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল স্যান্ডি। 'ভয়াবহ অবস্থা, উফ!'

'কয়জন ছিল শত্রুদলে?'

'তা বলতে পারব না। চারদিকে তো নিকষ অন্ধকার! শুধু আমাকে যে লোকটা গুলি করেছে তার ছায়া দেখেছি; বোধ হয় আমার একটা গুলি তার গায়ে লেগেছে—খুব গাল বকছিল।'

ক্যাম্প সামলাতে কারও সাহায্য লাগবে না বলে জানাল স্যান্ডি। আবার সামনে এগোল গ্রীনরা। বেশ কয়েক মাইল এগোনোর পরও গরুর কোনও নিশানা পাওয়া গেল না। এক সময় খুরের ছাপ দেখে বুঝতে পারল সম্পূর্ণ পালের একটা ক্ষুদ্র অংশকে ট্রেইল করছে ওরা। অবশেষে ভোরের আবছা আলোয় দুজন রাইডারের দেখা মিলল, শ'খানেক গরুর একটা পাল নিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে যাচ্ছে। মাত্র আধ মাইলের মতো দূরে রয়েছে ওরা, তাড়াহুড়োর কোনও ছাপ নেই হাবভাবে, পিছু ধাওয়ার আশঙ্কা করছে না। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করে আনল সানড্যান্স।

'দাঁড়াও, জিম, ওরা আমাদের লোক হতে পারে,' ওকে সতর্ক করল ফোরম্যান।

'তাহলে পশ্চিমে যাচ্ছে কেন?' বলল সানড্যান্স।

'তাই তো!' সায় দিল জেফ, 'তবু আগে নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভালো, নইলে পরে অনুশোচনায় ভুগতে হবে। আমি ওদের ডাকছি, আমাদের লোক হলে সাড়া দেবে। আর যদি উল্টোটা হয় অতগুলো গরু নিয়ে আমাদের নাগালের বাইরে যেতে পারবে না।'

কাউবয়দের বিশেষ ঢঙে চিৎকার করে উঠল জেফ, সব রেঞ্জে এইরকম চিৎকার পরিচিত, কিন্তু হুবহু এই সুর আগে শোনে নি সানড্যান্স। ফলাফল ওদের সন্দেহ নিরসন করল। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রাইডাররা, নেচে উঠল ওদের দুজন হাত, ছড়ি চালাতে লাগল শক্ত হাতে, পালানোর চেষ্টা। ইস্পাত-দৃঢ় চেহারায় রাইফেল তাক করল সানড্যান্স।

'সামলে, খান্ডার,' ঘোড়ার উদ্দেশে বলল ও, তারপরই টান দিল ট্রিগারে।

বামদিকের পনিটা টলে উঠেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ওটার মাথার ওপর দিয়ে

উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল সওয়ারী, পড়ে রইল স্থির। সঙ্গীর দিকে একপলক তাকিয়েই ঘোড়ার পেটে সজোরে স্পার দাবাল অন্য লোকটা, গরু রেখেই সটকে পড়তে চাইছে। আবার গুলি করল সানড্যান্স, ফসকে গেল ওটা, কিন্তু আরও দ্রুত ছুটতে শুরু করল গরুচোর। একটু পর ধরাশায়ী রাসলারের কাছে পৌঁছুল ওরা। বেকায়দা ভঙ্গি দেখেই কী হয়েছে বুঝে ফেলল।

'ঘাড় মটকে গেছে ওর,' বলল জেফ, 'ওকে নিশ্চয়ই চেনো না, জিম?'

না-সূচক জবাব দিল গ্রীন, কিন্তু লোকটা একেবারে অচেনা নয়, রবারের আস্তানায় স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় একে দেখেছে।

'যাক গে, চলো এবার গরু নিয়ে ফিরে যাই,' বলল ফোরম্যান, তারপর যোগ করল, 'গরুচোর কবর দেবার মতো সময় আমাদের নেই।'

চোরাই গরু খুব বেশি দূরে যায় নি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওগুলোকে একসঙ্গে করে ফের এগোল ওরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক নীরবে চলার পর হঠাৎ দেখল একটা অগভীর অ্যারোয়োর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে এক অশ্বারোহী, হাসিমুখে ওদের ডাকল সে।

'হ্যালো, জেফ, তোমরাও দেখছি কতগুলো গরু পেয়েছ?' বলল ডাম্পি, তার ঘাম আর ধুলো-মাখা চেহারায় এক টুকরো ক্লান্ত হাসি লেগে রয়েছে। 'আমাদের আর লোক কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফোরম্যান। 'তুমি এখানে একা?' জানতে চাইল সে।

'না, জেড আছে ওখানে–' অ্যারোয়োর দিকে ইশারা করল ডাম্পি– 'প্রায় শ'তিনেক গরু উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা। এ জায়গাটা চমৎকার, ঘাসের অভাব নেই, একটা পুকুরও আছে, তাছাড়া ঢোকার রাস্তা এই একটাই।'

'জেফ, ওয়্যাগনটা এখানে এনে ক্যাম্প করলে হয় না?' প্রস্তাব দিল সানড্যান্স, 'দুজন রাইডার দিয়েই পাহারার কাজ সারা যাবে, বাকি সবাইকে গরুর খোঁজে পাঠাতে পারব আমরা।'

'ঠিক বলেছ, জিম,' সায় জানাল ফোরম্যান, 'অবশ্য এ-ছাড়া উপায়ও নেই।'

সঙ্গে নিয়ে আসা গরুগুলোকে গ্যালির সংকীর্ণ মুখে ঠেলে দিয়ে ডাম্পিকে নিয়ে আবার পুবে এগোল ওরা। স্ট্যাম্পিডের জায়গায় পৌঁছে গরু আর রাইডারদের দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেফের চেহারা।

'শেষমেশ পুরো পালটাই উদ্ধার করব আমরা,' বলল সে।

'নিশ্চয়ই,' সায় জানাল সানড্যান্স।

ট্রথফুল ছাড়া সবাইকে পাওয়া গেল ক্যাম্পে। ওর সম্পর্কে তেমন কিছু বলতে পারল না কেউ। শুধু এটুকু জানা গেল স্ট্যাম্পিডের সময় গরুর মূলস্রোতের সঙ্গে ছিল সে। অন্যরা ছোট ছোট দলগুলোকে অনুসরণ করেছে, আতঙ্ক কেটে যাবার পর গরুগুলো খানিকটা শান্ত হলে ওদের নিয়ে ফিরে এসেছে ক্যাম্পে। এইভাবে প্রায় চারশো গরু আর ডজনখানেক ঘোড়া উদ্ধার করা গেছে।



ক্যাম্পে ওয়্যাগনের ধারে স্যান্ডি আর পেগ-লেগকে রাইফেল হাতে বসে থাকতে দেখল ওরা। র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে ভেতরে রয়েছে শার্লটরা। চুপচাপ ফোরম্যানের কাহিনী শুনল এডার্ট।

'প্রায় আটশো' গরু উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা,' সবশেষে বলল ফোরম্যান, 'এগিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট গরু পেলেই আবার রওনা দেব আমরা।'

ওর দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'আলবৎ রওনা দেব!' প্রায় গর্জে উঠল সে। 'একটা কথা পরিষ্কার বলে রাখছি, একটা গরু নিয়ে ক্যানসাসে যেতে হলেও এই ড্রাইভটা আমি শেষ করব!'

'আমরা সবাই তোমার পক্ষে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফোরম্যান, তারপর ক্যাম্প সরানোর ব্যাপারে সানড্যান্সের প্রস্তাব ব্যাখ্যা করল।

'ভালোই তো মনে হচ্ছে,' সায় জানাল র‍্যাঞ্চার, সানড্যান্সের দিকে ফিরল সে। 'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি আজ–অবশ্য ঠিক ওই মুহূর্তে আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। আমার মাথাটা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে গেঁথেছে সীসার টুকরোটা! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। আমার ওপর কীসের ক্ষোভ ছিল ম্যাসকারের, জেফ?'

'আসলে আমাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছিল, স্যাম,' বলল ফোরম্যান, 'নিজেদের সুবিধামতো হামলা চালিয়েছে। ওদের একজনকে অবশ্য ঘায়েল করেছে জিম।'

অচেনা রাসলারের কাহিনী শোনাল ফোরম্যান। র‍্যাঞ্চারের দৃষ্টি বলে দিল ওদের কাজ সে অনুমোদন করেছে।

## ছয়

অ্যারোয়োর নিরাপদ আশ্রয়ে উদ্ধার করা গরুগুলো রাখার ব্যবস্থা হলো। মাত্র দুজন রাইডার অনায়াসে জায়গাটা পাহারা দিতে পারে। আউটফিটের অন্য রাইডাররা ছত্রভঙ্গ গরুর পালের অবশিষ্টগুলোর খোঁজে আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানোর সুযোগ পেল। বেশ কিছু বাছুর পাওয়া গেল ঝোপ-ঝাড়ে। হঠাৎ স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার পর কিছু কিছু বাছুর কিছুতেই বশ মানতে চাইছে না, শেষে ল্যাসো ছুঁড়ে ওদের বাগে আনতে হচ্ছে। নানান অসুবিধে সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল গরুর সংখ্যা। গরুর দল ভারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে ফোরম্যানের চেহারার কুঞ্চন।

অনুসন্ধানের পঞ্চম দিনে শূন্য হাতে ফিরে এল রাইডাররা অথচ এখনও অর্ধেকের মতো গরু নিখোঁজ।

'হাজারখানেকের বেশি গরু নিয়ে সটকে পড়েছে ব্যাটারা,' বলল জেফ,

'দুচারটা যদি ফেলে গিয়েও থাকে পাওয়া যাবে না বলেই মনে হচ্ছে আমার। আমাদের বোধ হয় আবার রওনা দেয়া উচিত এবার।'

'আর একটা দিন অপেক্ষা করো,' পরামর্শ দিল সানড্যান্স, 'কাল একবার আমাদের, মানে আমার আর স্যান্ডির সঙ্গে জেড আর ডাম্পিকে দিয়ো।'

বিনা আপত্তিতে সায় দিল ফোরম্যান। এতদিনে সে বুঝে গেছে ধীর স্থির স্বভাবের এই কাউবয় খামোকা কোনও কথা বলে না।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ল চারজনের দলটা। স্বভাবতই গজগজ করছে জেড। 'অযথা সময় নষ্ট!' বলল সে, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি আর একটা গরুও মিলবে না!'

গ্রীনের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসল স্যান্ডি। 'এখুনি কিছু বোলো না ওদের,' ফিসফিস করে বলল সে।

'আলবৎ না,' জবাব দিল সানড্যান্স, 'এমনও হতে পারে, আমরা গিয়ে দেখব খাঁ খাঁ করছে জায়গাটা, আমাদের মুখ দেখানোর আর জো থাকবে না।'

প্রথম দিনের ঘটনা এটা: নিষ্ফল অনুসন্ধান শেষে ব্যর্থ মনোরথে ক্যাম্পে ফিরে আসছিল ওরা। ক্যাম্প থেকে মাইল বার দূরের খানাখন্দে ভরা একটা জায়গা দিয়ে চলছিল। সহসা একপাল গরুর পায়ের ছাপ দেখে থমকে দাঁড়ায় দুজন। দলবেঁধে এগিয়ে গেছে গরুগুলো, আশপাশে নালপরানো ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে ওরা স্পষ্ট বুঝতে পারল এপথে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের। ট্রেইল অনুসরণ করল এস-ই রাইডাররা, খুদে একটা গোপন-উপত্যকায় পৌঁছুল। চারপাশের পাথুরে প্রাচীর ওটাকে আড়াল করে রেখেছে; উপত্যকার সংকীর্ণ মুখ বিশাল একটা বোল্ডারের আড়ালে লুকানো, আরও সামনে এগোনোর পর কোনওমতে দাঁড় করানো খুঁটি আর চামড়ার ফালি দিয়ে বানানো একটা বেড়া দেখতে পেল ওরা, ওটার মাঝখানে একটা গেটও রয়েছে।

গেট সরিয়ে এগোল ওরা, একটা ঘাসে ছাওয়া বেসিনে পৌঁছুল। কয়েকশো গরু মনের আনন্দে ঘাসে মুখ দাবিয়ে চরে বেড়াচ্ছে দেখে অবাক হয়ে গেল। বোঝা গেল কেউ পাহারা দিচ্ছে না। সাহস করে আরও সামনে গিয়ে সবচেয়ে কাছের গরুর ব্র্যান্ডটা পড়ল।

'এস-ই,' উত্তেজিত কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল স্যান্ডি, 'আমাদের কপাল খুলে গেছে, জিম! একসঙ্গে এতগুলো গরু দেখলে চোখ কপালে উঠে যাবে জেফের। চলো ওদের নিয়ে ফেরা যাক এবার।'

মাথা নেড়েছিল সানড্যান্স। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' স্যান্ডিকে বলেছিল ও। 'আমার মনে হয় স্ট্যাম্পিডের পর রবারের পক্ষেও গরু সামাল দেয়া সম্ভব হয় নি। এখন তার দলের লোকজন তল্লাট চষে বেড়াচ্ছে গরুর খোঁজে, যা পাচ্ছে নিয়ে এসে জড়ো করছে এখানে। আমরা কদিন পর এলে দেখা যাবে দ্বিগুণ হয়ে গেছে গরুর সংখ্যা।'

শুনে খুশিতে শিস বাজিয়েছিল স্যান্ডি। 'খাসা জবাব, জিম।' বলেছিল সে



'চোরের হাতে চোরাই-গরু রাউন্ড-আপের দারুণ বুদ্ধি বের করেছ!'

সেদিন ওভাবেই গরুগুলো রেখে ক্যাম্পে ফিরে এসেছিল ওরা দুজন। পরবর্তী কয়েকদিন অন্য দিকে গরু খুঁজে বেড়িয়েছে। প্রায় বাজি ধরার মতো ছিল ব্যাপারটা। এই মুহূর্তে আবার ওখানে ফিরে যাচ্ছে ওরা, গেলে বোঝা যাবে হারল না জিতল। রাসলাররা চোরাই গরু সরিয়ে ফেললে...

জায়গামতো উপস্থিত হলো ওরা। স্যান্ডিকে উপত্যকা-মুখ পাহারা দিতে বলে অন্য তিনজন এগিয়ে গেল সামনের দিকে। এক নজরেই সানড্যান্স বুঝল বাজিতে জিত হয়েছে ওর। ঘোড়ার পিঠে একটা চক্কর দেয়ার পর আন্দাজ করল কমপক্ষে হাজার খানেক গরু আছে এখানে। আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল ওর সঙ্গীরা।

'দেখলে তো একটা নয়, হাজারটা গরু মিলে গেল!' জেডের উদ্দেশে বলল স্থূলদেহী ডাম্পি। 'ইস্, তখন যদি বাজি ধরতাম! তুমি ধরলে না কেন, জিম?'

'গরুগুলো নাও থাকতে পারত,' হেসে জবাব দিল সানড্যান্স, 'এবার এদের ফিরিয়ে নেয়াটা বেশ কঠিন হবে। এতগুলো গরু পাওয়ার আশা করি নি আমি।'

'জেফের কাছে কাউকে পাঠালে হয় না, লোক নিয়ে আসবে?' প্রস্তাব দিল জেড।

'উঁহু, ঝুঁকি আছে—যে কোনও সময় রাসলাররা হাজির হতে পারে। তারচেয়ে আমরা বরং সময় থাকতে গরু নিয়ে সটকে পড়ার চেষ্টা করি। ইয়া খোদা, এর কী মানে?'

উপর্যুপরি দুটো গুলির বিকট শব্দে খানখান হয়ে গেল চারদিকের নীরবতা। একসঙ্গে উপত্যকা-মুখের উদ্দেশে ছুটল ওরা তিনজন। উপত্যকার পঞ্চাশ গজের মতো দূরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে কে যেন। ধক করে উঠল সানড্যান্সের বুক! স্যান্ডি নয় তো! পরক্ষণে লোকটার পাশে দাঁড়ানো পনিটা দেখতে পেয়ে হাঁপ ছাড়ল। ওটা স্যান্ডির ঘোড়া নয়। দুর্বৃত্ত লোকটার চেহারা কুৎসিত, চিনতে পারল না সানড্যান্স। গুলিটা তার গলা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে; ডানহাতে এখনও রিভলভারের বাঁট, ওটার একটা চেম্বার খালি, সুযোগ পেয়েছিল সে।

'স্যান্ডিকে মারতে গিয়ে নিজেই অক্কা পেয়েছে ব্যাটা!' মন্তব্য করল জেড, 'কিন্তু স্যান্ডি কোথায়?'

জমি জরিপ করছিল সানড্যান্স। 'দুনম্বরটাকে ধাওয়া করছে,' ওদের জানাল সে। 'হ্যাঁ, দুজন এসেছিল ওরা। ওই লোকটা যদি পালিয়ে যেতে পারে খারাবি আছে আমাদের কপালে।' মৃত দুর্বৃত্তের পনির ব্র্যান্ডটা দেখল ও। 'এটা আমাদের ঘোড়া—ওরা দেখছি আমাদের জন্যে আরও গরু নিয়ে এসেছে!'

খানিক দূরে হৃষ্ট চিত্তে ঘাস খাচ্ছে দশবারটা লঙহর্ন, ওদের দিকে ইশারা করল গ্রীন।

খানিক পর একটা স্যাডলহর্সকে টানতে টানতে কাছের এক পাথুরে রিজের

ওপর দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল এক লোক– স্যান্ডি। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলো না, ফ্যাকাসে চেহারা আর দৃঢ়ভাবে সেঁটে থাকা ঠোঁট দেখেই কী ঘটেছে আঁচ করা গেল। দুজন মানুষ–আউট-লকে হত্যা করেছে সে। চোরাই-গরুসহ ধরা পড়েছে ওরা, এই অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড; তাছাড়া ওরা দুজনই ওকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তবু...স্যান্ডির মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হলো না সানড্যান্সের। তাই বাকি দুই রাইডারকে তাড়াতাড়ি গরু জড়ো করার জন্যে পাঠিয়ে দিল সে উপত্যকায়। সানড্যান্স হয়তো জিজ্ঞেস করত না, নিজে থেকেই তথ্যটা দিল স্যান্ডি।

'আমার আর উপায় ছিল না, জিম,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে, 'ওই দ্রু-এর ওপাশ থেকে আচমকা হাজির হয় ওরা। আর ওই লোকটা–' লাশের দিকে ইশারা করল– 'কথাবার্তা ছাড়াই আমাকে গুলি করে বসে–ওর গুলিটা ফসকে যায়। আমি ওকে ফেলে দিই, ব্যস, লেজ গুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করে অন্যজন। ওকে ঠেকানো ছাড়া উপায় নেই বুঝতে পেরে ধাওয়া করলাম, আমার ঘোড়া তার ঘোড়াকে হারিয়ে দেয়। ইচ্ছা করলে পেছন থেকে গুলি করে ঝেড়ে দিতে পারতাম ব্যাটাকে, কিন্তু তবু ওকে সুযোগ দিয়েছি আমি।' টুপিতে একটা গুলির ফুটো দেখাল সে, 'আর একটু হলেই গেঁথে ফেলেছিল!' কথা শেষ করল সে।

'ভালো করেছ, স্যান্ডি,' জবাব দিল সানড্যান্স। 'ওদের কাউকে চেনো?'

'ওকে আগে দেখি নি,' লাশ দেখিয়ে বলল স্যান্ডি, 'আর পালানোর চেষ্টা করেছিল রোপি।'

আউট-ল আস্তানার কথা মনে পড়ল সানড্যান্সের। নাভাহোর কুৎসিত হিংস্র চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। তার আরও একটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে জানার পর কেমন চেহারা হবে নাভাহোর বোঝার চেষ্টা করল। কাঁধ ঝাঁকাল অবশেষে।

'যাকগে, ওর জন্যে আমার কোনও দরদ নেই,' বলল গ্রীন। 'চলো। বিরাট একটা কাজ পড়ে আছে ওদিকে। আমাদের ভাগ্য দারুণ ভালো, স্যান্ডি, সেদিন আমরা যাবার পর ডাবল হয়েছে গরুর সংখ্যা,' একমুহূর্ত ভাবল সে, তারপর আবার বলল, 'রোপির লাশের কী ব্যবস্থা করেছ?'

অস্বস্তির ছাপ পড়ল স্যান্ডির চেহারায়। 'ইয়ে, ওখানে একটা পাথুরে গর্ত পেয়ে সেখানে পুঁতে এসেছি ওকে, জিম,' জানাল স্যান্ডি। 'বুঝতেই পারছ, বেশ কটা দিন ওর সঙ্গে কাটিয়েছি–এমনি ফেলে আসতে বিবেকে সায় দেয় নি।'

স্যান্ডিকে বিস্মিত করে সায় জানাল সানড্যান্স। 'ঠিক করেছ,' বলল ও, 'ওই লোকটার জন্যেও একটা গর্ত খুঁজে বের করতে হবে।'

ওই পনির পিঠে আড়াআড়িভাবে লাশটা ফেলে একটা গ্যালিতে নিয়ে এল ওরা দুজন। এখানকার কঠিন মাটিতে ঘোড়ার খুরের ছাপ পড়ছে না, কেউ কিছু জানতে পারবে না। দুটো পাথরের মাঝখানে একটা ফোকর পেয়ে লাশটা সেখানে গলিয়ে দিল ওরা, পাথরের টুকরো দিয়ে ঢেকে দিল।



'শকুনদের প্রতি একটু অবিচার হয়ে গেল,' কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরিয়ে বলল সানড্যান্স, 'কিন্তু কী করা!' কবর দেবার কাজ শেষ হলো ওদের। 'এবার মহা ধাঁধায় পড়ে যাবে রবার,' আবার বলল গ্রীন, 'যখন দেখবে গরু নেই, সেই সঙ্গে তার দুজন বিশ্বস্ত দুই স্যাঙাৎ লাপাত্তা, নির্ঘাত ধরে নেবে লোকগুলো তার সঙ্গে বেঈমানী করেছে। তাই না?'

পরের কয়েকটা ঘণ্টা এতই ব্যস্ত থাকতে হলো চারজন রাইডারকে যে কাজ ছাড়া আর কোনও চিন্তার অবকাশ মিলল না কারও। চারজনের জন্যে গরুর সংখ্যা অনেক বেশি, সামাল দেয়া কঠিন হচ্ছে। চমৎকার ঘাসে ছাওয়া উপত্যকার শান্তিময় আশ্রয় ছাড়তে চাইছে না গরুগুলো, বারবার বিগড়ে যেতে চাইছে। অ্যারোয়োর কাছাকাছি আসতে আসতে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেল চার ঘোড়সওয়ার, দরদর করে ঘামছে ওরা, খিস্তির তুফান ওদের মুখে।

অ্যারোয়োয় ঢোকার মুখে জেফ আর শার্লটের সঙ্গে দেখা হলো। গরুর পাল দেখে ফোরম্যানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'ইয়া খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল সে, আরও কিছু বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মালিকের মেয়ে পাশে আছে টের পেয়ে জিভ সংযত করল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কার র‍্যাঞ্চে হামলা করতে গিয়েছিলে, জিম?'

কিন্তু আগেই ব্র্যান্ড দেখেছে শার্লট। 'ওগুলো আমাদের গরু, জেফ!' চেঁচিয়ে বলল সে।

দুই রাসলারকে হত্যা করার কথা বাদ দিয়ে সব কিছু খুলে বলল সানড্যান্স। শুনতে শুনতে খুশিতে বিড়বিড় করে গাল বকল জেফ।

'তোমার বুদ্ধি আছে, স্বীকার করতেই হচ্ছে,' মন্তব্য করল সে, 'চোরের হাতে চোরাই-গরু খোয়ানো, জবাব নেই!'

'আমার মনে হলো এটাই উপযুক্ত শাস্তি,' হেসে বলল সানড্যান্স, 'কারণ ওরাই তো স্ট্যাম্পিড করেছিল গরুগুলো!'

এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল জেফের দৃষ্টি। শেষ গরুটা অ্যারোয়োয় ঢোকার পর আনন্দের চোটে নিজের উরুতে একটা চাপড় কষল সে, 'হাজার খানেকের কম হবে না!' চিৎকার করে বলল, 'বড় জোর তিন-চারশো গরু খুইয়েছি দেখা যাচ্ছে এখন!'

'কাল সকালে আবার রওনা দেবার ব্যবস্থা করছি আমি,' আবার বলল জেফ। ভুরু নাচাল সানড্যান্স, সূর্যের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ওর মনের ভাব বুঝতে পারল ফোরম্যান। 'এখুনি রওনা দিতে বলছ?' জানতে চাইল সে।

'একটু চিন্তা করে দেখ,' জবাব দিল সানড্যান্স, 'রাসলাররা কখন গরু খোয়ানোর কথা জানতে পারবে জানি না আমরা, কিন্তু এটা তো জানা কথা, উপত্যকায় গরু নেই দেখামাত্র আমাদের পিছু নেবে ওরা–গরুর ট্র্যাক ট্রেইল করতে কষ্ট হবে না, কারণ আমরা ওগুলো মুছতে পারি নি। সুতরাং এখন যদ্দুর এগিয়ে যাওয়া যায় আমাদের তত লাভ।'

'খাঁটি কথা বলেছ!' একমত হলো জেফ, 'ওরা আসার আগেই পগারপার হয়ে যাব আমরা। স্যান্ডি, যাও, সবাইকে বলে দাও, এখুনি রওনা হব আমরা। প্রন্তো!'

ওরা দুজন একা হবার পর দুই রাসলারকে হত্যা করার কথা জেফকে জানাল সানড্যান্স—একজনকে চিনতে পারার কথা গোপন করে গেল—সবশেষে বলল, 'স্যান্ডি বোধ হয় চায় না ব্যাপারটা আর কেউ জানুক।'

'স্বাভাবিক। অবশ্য অনেকে আবার এসব ছাড়া আর কিছু বোঝে না,' বলল ফোরম্যান। 'লাশ গুম করার কায়দাটা কিন্তু দারুণ, জিম,' আবার বলল সে, প্রশংসা ঝিলিক মারছে দৃষ্টিতে। 'কিছুই তোমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।'

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আবার এগোল গরুর পাল। রাসলারদের সম্ভাব্য হাইডআউটের অবস্থান থেকে দূরে সরে যেতে লাগল ওরা। এত বড় একটা অঘটন ঘটার পরেও আবার হাসিখুশি ভাব ফিরে এল সবার মাঝে। ওরা যা আশঙ্কা করেছিল, দেখা গেল তারচেয়ে অনেক কম গরু খোয়া গেছে আসলে। জন্মগতভাবে আশাবাদী রাইডাররা ইতিমধ্যে ঘটনাটাকে তাদের একটা বিজয় হিসাবে ধরে নিয়েছে। 'এক হাত দেখিয়ে দেয়া গেছে রাসলারদের,' বলে উল্লাস করছে সবাই।

একটা শুকনো রিজের চূড়ায় এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল সানড্যান্স। নজর বোলাল চারপাশের এলাকায়। ওর দুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ পড়ল। সামনের দৃশ্য দেখে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। স্ট্যাম্পিড এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর পর ক্লান্তিকর অথচ শঙ্কাহীন কেটে গেছে বেশ কটা দিন, কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি।

গত দিন দুই ধরে একটা কথা ভাবছিল সানড্যান্স। এগোনোর জন্যে সুগম পথ বের করতে গিয়ে বেশি পশ্চিমে এসে পড়ল কিনা। এখন, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছে তৃণভূমির চেহারা, ঘাসের অস্তিত্ব মিলিয়ে যাচ্ছে, তার জায়গা দখল করছে বালি। ওর ঠিক সামনে ডালপালা ছড়িয়ে সতর্ক শান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল ক্যাকটাস, যেন ওকে সাবধান করছে। আরও দূরে, দিগন্তের একেবারে কাছে, মিশমিশে কালো কতগুলো বিন্দুর মিছিল দেখা যাচ্ছে, ক্রমশ এদিকে আসছে। গরুর পালের কাছে ফিরে এল গ্রীন।

'সামনে মরুভূমি,' সংক্ষেপে জানাল ও, 'স্টেকড়-প্লেনে চলে এলাম কিনা ভাবছি!'

কথাটা শোনার পর চিন্তার ভাঁজ পড়ল ফোরম্যানের চেহারায়। ল্যানো এস্তেক্যাদো অথবা স্টেকড-প্লেন—জায়গাটার এ-নাম হবার কারণ আছে, অনেক আগে থেকে অভিযাত্রীদের পথ চিনতে সাহায্য করার জন্যে খুঁটিতে মোষের খুলি বসিয়ে দিক নির্দেশনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এখানে—সেই থেকে জায়গাটার দুর্নাম হয়ে গেছে: ঊষর, বন্ধ্যা এলাকা, পানি-গাছপালা কিচ্ছু নেই:



..., গ্রিজউড, মেসকিট আর ক্যাকটাসই এখানকার একমাত্র উদ্ভিদ। নির্দিষ্ট ...নও পথ নেই এখানে, গরু নিয়ে যাবার কথা ভাবলে অসমসাহসী র‍্যাঞ্চারের ... কেঁপে ওঠার কথা।

'কী জানি, জিম,' নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করল জেফ, 'হতচ্ছাড়া স্ট্যাম্পিড ...াদের বারটা বাজিয়েছে। এই এলাকা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানা নেই ...র। কে জানে হয়তো স্টেকড-প্লেনের প্রান্তে এসে পড়েছি!'

'আমরা বরং পুবে মোড় নিই,' পরামর্শ দিল সানড্যান্স। 'একপাল মোষ ...ছে এদিকে, আমাদের গরুর সঙ্গে মিশে গেলে...'

'ঘোড়া নয় তো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল জেফ।

'না, মোষই। এবং কাছেপিঠেই ইন্ডিয়ানরা আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে,' জবাব ... সানড্যান্স।

পয়েন্ট-রাইডারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল জেফ, তারপর সানড্যান্সকে ...য়ে সামনের দিকে এগোল।

নির্বিঘ্নে এগোনো যাবে নিশ্চিত হয়ে আবার পালের কাছে ফিরে এল ওরা। ...টা খিস্তি বেরিয়ে এল জেফের মুখ দিয়ে। বালির সমুদ্রের ওপর দিয়ে এগিয়ে ... গরুগুলো, টিবি, রিজ আর ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি চারদিকে, অন্তহীন ... মেঘহীন ক্যানভাসে নীল আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে।

নিষ্করুণ সূর্যের ঢেলে দেয়া গনগনে আগুনে পুড়তে পুড়তে মাইলের পর ...ল পেছনে ফেলে এল ওরা। ধুলোর মেঘে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা মানুষ আর পশুর। ...র ঘায়ে ক্রমাগত গাঢ় হচ্ছে বালির মেঘ। চারদিকে বন্ধ্যা মরুপ্রান্তর।

রাতের হিমেল হাওয়া কিছুক্ষণের জন্যে ওদের ভোগান্তি থেকে রেহাই দিল, ... রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শীতে জমাট বাঁধার অবস্থা হলো। পুব ...কাশে ভোরের প্রথম আলোর আভাস ফোটামাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠল ওরা, ...য় কাঁপতে কাঁপতে যৎসামান্য নাশতা সারল, তারপর আবার শুরু হলো ...যাত্রা। সূর্য তার সমস্ত অভিশাপ নিয়ে হাজির হওয়ার আগেই যতদূর সম্ভব ...য়ে যাবার জন্যে ব্যাকুল ফোরম্যান। আগের দিনের মতোই কেটে যেতে ...ল আজকের দিনটা। সামান্য যা পানি বরাদ্দ ছিল সবার জন্যে, সেটা ফুরিয়ে ...য়ায় অসন্তোষ দেখা দিল রাইডারদের মধ্যে। এখন পানি বলতে আছে ...দের আর মেয়েদের জন্যে আলাদাভাবে তুলে রাখা পানিটুকু। নরম বালি পা ...ড়ে ধরছে, প্রতি পদক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ওরা। স্যাডলে নেতিয়ে পড়েছে ...ডাররা, বারবার মাথার ওপর নীল আকাশে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডটার দিকে ...কাচ্ছে, চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে ওদের, রুমালে ঢাকা মুখ আর নাক, ...বিড় করে গাল বকে চলেছে।

দুপুর নাগাদ পরিষ্কার হয়ে গেল আর এগোতে পারবে না গরুগুলো। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা লুটিয়ে পড়েছে, পেছনে ফেলে আসতে হয়েছে ওদের। ...গুলো কোনওমতে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তেষ্টায় জিভ বেরিয়ে পড়েছে, ঝুলছে এপাশ ওপাশ। অধিকাংশ গরুই এখন প্রায় অন্ধ। গরুর পালের

সামনে ছিল সানড্যান্স, ঘোড়া নিয়ে ওর পাশে চলে এল ফোরম্যান, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'জিম, জলদি এই নরক থেকে উদ্ধারের একটা পথ বের করা দরকার, নইলে মরতে হবে সবাইকে। আমাদের অন্য ঘোড়াগুলোর তুলনায় তোমার ঘোড়াটা এখনও অনেক তাজা আছে, সামনে একবার নজর বুলিয়ে আসবে?'

মাথা দুলিয়ে সামনের দিকে ঘোড়া হাঁকাল সানড্যান্স। প্রায় মাইলটাক যাবার পর একটা চ্যাপ্টা পাথরের ঢিবি ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল। দ্রুত ওটার চূড়ায় উঠল সে। অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে গেল একবার। চোখ থেকে লোনা বালি মুছতে মুছতে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সামনে। মরুভূমির নিষ্ঠুর রসিকতা, মরীচিকা নয়তো? নাকি সত্যিই আকাশ আর মরুর মাঝখানে আঁকাবাঁকা গাঢ় রেখাটা দেখতে পাচ্ছে! চোখ মুছে আবার তাকাল ও, একদৃষ্টে, কিন্তু উধাও হলো না সামনের দৃশ্য। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে চাইল সানড্যান্স, কিন্তু জিহ্বা ফুলে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরুল কেবল।

দৃষ্টিসীমায় এল গরুর পাল, যেন ধূসর একদল প্রেতাত্মা। হাত নেড়ে ইশারা করল গ্রীন। জেফ এগিয়ে এল। সানড্যান্সের ইঙ্গিত বরাবর চোখ ছোট করে তাকাল, অবশেষে কোনওমতে বলল, 'ওগুলো গাছ হলে ওখানে পানি থাকবে বইকি। এগিয়ে যাও, জিম, আশপাশে ইনজুন থাকতে পারে।'

জিন আর জেফের শূন্য ক্যান্টিন নিয়ে ঘোড়াকে সামনে বাড়াল সানড্যান্স।

যতই সামনে এগোচ্ছে আরও গাঢ় হচ্ছে রেখাটা। অচিরেই গাছপালার সারির রূপ নিল ওটা। এখন মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে বালি; আবার ঘাস, ক্যাকটাস-ঝোপ, বেঁটে মেসকিট আর সেজ দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে নদীর কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বড়জোর শ'খানেক গজ হবে প্রস্থে, তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে অগভীর পানি। দুই তীরই অনেকটা দূর থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। আশ মিটিয়ে পানি খেলো সানড্যান্স, মাথা ভেজাল পানিতে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরিয়ে আনল ঘোড়াটাকে। পানি ভরল ক্যান্টিনে।

তীরে ফিরে এসে স্যাডলে চেপে ফিরতি পথ ধরল সানড্যান্স, সুখবরটা সবাইকে জানাতে হবে।

সবশুনে ফোরম্যানের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পানি খেলো সে, তারপর তৃষ্ণার্ত কাউহ্যান্ডদের হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করল ক্যান্টিনজোড়া। এলোপাতাড়ি পদক্ষেপে এগিয়ে আসা গরুগুলোর দিকে তাকিয়ে জেফ বলল, 'নদী পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে ওরা, কয়েকটা হয়তো মারা যাবে, কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। ওই বুড়ো ষাঁড়টাকে দেখছ, পানির গন্ধ পেয়েছে ব্যাটা।'

গরুগুলোর ঠিক সামনে থেকে দ্রুত এগোতে শুরু করেছে লঙহর্নটা, নাক ওপর দিকে, বাতাসে পানির গন্ধ শুঁকছে; ক্ষণে ক্ষণে চাপা স্বরে ডাক ছাড়ছে



...সঙ্গীদের উৎসাহিত করতে চাইছে যেন।

'অন্তত একটা দিন বিশ্রাম দিতে হবে ওদের,' আবার বলল ফোরম্যান, ...টা তেমন চওড়া নয়, তাই বলছ না?'

'ঠিক। কিন্তু আমি ওপারে গিয়ে বিশ্রাম নেয়ার পক্ষপাতি,' বলল সানড্যান্স। ...মুহূর্তে তেমন পানি না থাকলেও ঝড়টড় এলে তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যেতে ...। ওদের জলদি পার করার ব্যবস্থা করো, ওল্ড-টাইমার।'

'আর কোনও বিশেষ কারণ নেই তো, জিম?' জানতে চাইল জেফ, 'এই ...ও সাঁতরে নদী পার হবার মতো অবস্থা নেই গরুগুলোর।'

'খুব একটা সাঁতরানোর দরকার হবে না—নদী পার হবার পর ওদের অবস্থা আরও ভালো হবে,' ওকে বলল সানড্যান্স, 'দেখ, জেফ, নদীর পানি কিন্তু ...ধ্যে বাড়তে শুরু করেছে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে, এর মানে বিরাট একটা স্রোত ...ছে।'

মাথা দুলিয়ে ওর কথায় সায় জানাল জেফ। জানে, এই রকম শীর্ণ ক্রিকে ...কা দুকূল ছাপানো বান ডাকতে পারে। ওরা নদীর কাছাকাছি পৌঁছার পর ... সানড্যান্সের সতর্ক চোখে একটা ক্যাম্পফায়ারের ছাই ধরা পড়ল, একটা ...ড় ক্যাকটাসের আড়ালে ছিল, এগিয়ে গেল দুজন।

'ইনজুন?' ইশারায় মোকাসিনের ছাপ দেখিয়ে জানতে চাইল ফোরম্যান।

মাথা নাড়ল সানড্যান্স। 'লাকড়িগুলো আড়াআড়িভাবে আগুনে দেয়া ...ল, কেবল মাঝের অংশটুকু পুড়েছে—শাদা মানুষদের স্বভাব; ইনজুন হলে ...ড়ির ডগা ঠেলে দেয়া থাকত আগুনের কেন্দ্রের দিকে।' আশপাশের জমিতে ... খুঁজল ও; 'কোনও খুরের ছাপ দেখা যাচ্ছে না, এমন জায়গায় ঘোড়া ... কী করতে এসেছিল একজন শাদা মানুষ?'

'আমার মাথা অনেক আগেই জট পাকিয়ে গেছে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল জেফ, ...দাও ওসব। হতচ্ছাড়া ওয়্যাগন আর ঘোড়ার দলটাকে বোধ হয় আগে পার ...ল ভালো হবে, কী বলো?'

কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামিয়ে রাখা হলো গরুগুলোকে। ওদের ভাগ্য ...া নদীর তলদেশ মসৃণ, পানি এখনও খুব একটা বাড়ে নি, নির্বিঘ্নে ওপারে ... গেল ওয়াগনটা, তারপর গেল ঘোড়াগুলো। সবশেষে এগুলো গরুর পাল, ...লেংকরি চালে ঢাল বেয়ে পানিতে নেমে এমনভাবে থমকে দাঁড়াল প্রথম ... যেন শেকড় গজিয়ে গেছে ওদের পায়ে। পানি খাচ্ছে।

'আরে, সামনে যা!' চিৎকার করে বলল ডাম্পি, 'সাঁতরানোর সময়ই পানি ... পারবি ইচ্ছামতো!' একটা গরুকে খোঁচা দিল সে।

কিন্তু ছড়ি আর ল্যাসোর নির্দয় আঘাতেও নড়ানো গেল না গোঁয়ার ...লোকে। ঘামে ভেজা কপাল চুলকাল ফোরম্যান। সমাধান খুঁজে পেল ...ড্যান্স।

'পেছন থেকে গরুগুলোকে চাপাতে থাকো,' চিৎকার করে বলল সে।

কাজ দিল বুদ্ধিটা। পিপাসায় কাতর পেছনের গরুর চাপে এগোতে বাধ্য

হলো সামনেরগুলো, শিগগিরই ওপারের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করল। আবার হাঁপ ছাড়ল ফোরম্যান।

কিন্তু তার বিপদ এখনও শেষ হয় নি।

নদী পারাপার প্রায় শেষ পর্যায়ে। অকস্মাৎ চিৎকার ছেড়ে ওদের সত... করে দিল স্যান্ডি।

'জলদি করো, জেফ, পানি বাড়তে শুরু করেছে—দ্রুত বাড়ছে!'

মিথ্যা বলে নি স্যান্ডি। আগের চেয়ে দ্বিগুণ জায়গা দখল করে এখন বই... নদীটা। বিপদ টের পেয়ে ঠেলাঠেলি করে ওপারে যাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠ... গরুগুলো। ক্রমশ বেড়ে ওঠা পানিতে সাঁতরে প্রাণপণে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, উঠ... যাচ্ছে ঢাল বেয়ে, প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পিপাসার্ত থাকার পর অনিচ্ছাসত্ত্বে... পানি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

'মনে হয় পেরে যাব,' বলল জেফ, আশান্বিত কণ্ঠস্বর।

কিন্তু তার আশা আশাই রইল। পালের একেবারে পেছনে ছিল অপেক্ষাকৃ... বয়স্ক এবং দুর্বল গরুগুলো, ওদের দায়িত্বে রয়েছে জেড; মাঝ নদী স... পেরিয়েছে ওরা, হঠাৎ একটা দূরাগত চাপা শব্দ শুনতে পেল সবাই, প্রতিক্ষ... জোরাল হয়ে উঠছে। একসঙ্গে উজানের দিকে তাকাল সবাই। ওখানে সংকী... একটা বাঁক রয়েছে, নদীর দুই তীর বেশ খাড়া, ওখানকার দৃশ্য দেখে বুকে... রক্ত পানি হয়ে গেল সবার। দুই ব্লাফের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশফুট উঁ... বিশাল এক পানির দেয়াল, ওটার ফেনায়িত চূড়ায় গিজগিজ করছে গাছের ভা... ডালপালা, আবর্জনা, আস্ত উপড়ে পড়া গাছও আছে, স্রোতের টানে ভে... আসছে বহুদূর থেকে।

বিপদ টের পেল কাউবয়, গরু রেখে প্রাণের দায়ে তীরের দিকে এগো... দ্রুত; সজোরে স্পার দাবাচ্ছে ঘোড়ার পেটে। কিন্তু স্রোতের বেগের কাছে হা... মানল সে। কান ফাটানো শব্দে ধসে পড়ল পানির দেয়ালটা, দৃষ্টির আড়াল... হারিয়ে গেল গরুগুলো। অসহায়ভাবে একজন সঙ্গীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করার জন্যে মনে মনে তৈরি হলো সবাই, কিছু করার নেই কারও। একমাত্র সানড্যান্স তখ... অন্যকাজে ব্যস্ত, জলোচ্ছ্বাসের আলামত টের পেয়ে ঘোড়া নিয়ে নদী তীরে... একটা পাথুরে জায়গায় চলে এসেছে ও। নিজের বিপদ উপেক্ষা করে ল্যাসো... ছুঁড়ে দিল জেডের দিকে। কাউবয়ের কাঁধের ওপর গিয়ে পড়ল ফাঁসটা, একটা... গাছের গুঁড়ির ধাক্কায় আরেকটু হলেই স্যাডল থেকে পিছলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল সে। প্রবল স্রোতে মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল জেড। দড়ির অপর প্রা... আগেই স্যাডলহর্নের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল সানড্যান্স, টানটান হয়ে গেল ওটা... এবার ঘোড়াকে পিছনে সরিয়ে আনতে শুরু করল ও। অবশেষে ল্যারিয়েটের ফাঁসের সঙ্গে তীরে উঠে এল জেডের নিথর দেহ। খুশিতে চিৎকার করে উঠল সবাই। কয়েকজন ধরাধরি করে শুকনো জায়গায় নিয়ে এল ওকে, কোনও চো... পেয়েছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল; কিন্তু দু-এক জায়গায় ছড়ে যাওয়া চামড়া ছাড়া আর কোনও ক্ষত দেখা গেল না। অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাসে চেহারা...



...ভকে পরখ করছিল ডাম্পি, কাউবয় চোখ মেলে তাকাতেই সশব্দে স্বস্তির ...শ্বাস ফেলল।

'মরো নি তা হলে!' ঠাট্টার সুরে বলল সে।

'আলবৎ মরেছি,' পাল্টা জবাব দিল জেড, 'মানে অমনই ধরে নিয়েছিলাম। ...ছাড়া একটা দেশ, কোথাও যদি কোনও নিয়ম থাকত! যে কোনও জিনিস ...লে এত বেশি থাকবে যে বলার নয়, আর না থাকলে তো নেই-ই ... তা, ...মি না মরায় তোমার এত খুশি হবার কী কারণ শুনি!'

## ...াত

...ভূমির তিক্ত অভিজ্ঞতার পরের দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কেটে যাচ্ছে। ...পাশের প্রকৃতির চেহারা বদলে গেছে। এখনও ঘেসো মাঠ চোখে পড়ছে ...ও, কিন্তু কোনওটাই তেমন বড় নয়, তায় আবার ঢিবি আর খাদে ভরা, ...থাও কোথাও ঘন গাছপালাও দেখা যায়। ক্রিকের সংখ্যা বেড়ে গেছে, ঘুচে ...ছে খাবার কিংবা পানির অভাব। দ্রুত তাগড়া হয়ে উঠছে গরুর পাল। এখনও ...য়ান এলাকাতেই রয়েছে, উত্তরে যাচ্ছে—এছাড়া নিজেদের সঠিক অবস্থান ...র্কে কোনও ধারণা নেই ওদের।

'মিস্টার রবারকে মনে হয় ঝেড়ে ফেলা গেছে,' জিমের উদ্দেশে বলল ...ডি।

'আমাদের গন্তব্য জানা আছে তার, সুতরাং পিছু পিছু আসতেই হবে এমন ...ও কথা নেই; আসলে ইনজুনদের কোনও ছায়া দেখা যাচ্ছে না বলেই ...য় পড়ে যাচ্ছি আমি।'

'এই একটা ব্যাপারে হতাশ হতে আপত্তি নেই আমার,' ঠাট্টার সুরে বলল ...ডি, 'হয়তো কপালগুণে বেঁচে গেছি আমরা।'

স্যান্ডির যুক্তি মেনে নিতে পারল না সানড্যান্স। 'কেন জানি মনে হচ্ছে কড়া ... রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর,' বলল ও।

'তুমি আর জেড দেখছি একই খুরে মাথা কামিয়েছ!' বিদ্রূপ করল স্যান্ডি, ...ার মনে হয় ইনজুনরা সব মোষ শিকারে মশগুল।'

হাসতে গিয়েও হাসল না সানড্যান্স, চট করে রিভলভারের বাঁট আঁকড়ে ...। 'কয়েক জন বাদে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও।

একটা ঝোপের আড়াল থেকে লাইন বেঁধে বেরিয়ে আসছে একদল ...রোহী, নীরবে গরুর পাল থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে অর্ধবৃত্তের ... ...া থামাচ্ছে। ইন্ডিয়ান, বিশালদেহী লোকগুলো তামার মূর্তির মতো ... ... আছে পনির পিঠে। প্রত্যেক যোদ্ধার সঙ্গে একটা করে ... ... -তীর ধনুক রয়েছে; বাম হাতে ধরে রেখেছে 'হকবিন কার্বাইন ...

মোষের চামড়া সেঁটে বানানো ঢাল—ওগুলোর ওপর চাঁদ তারা সাপ ইত্যাদি নানান জিনিসের ছবি। রঙ মেখেছে ওরা মুখে, গায়ে, হিংস্র দেখাচ্ছে।

ইন্ডিয়ানদের দেখে হ্যাঁচকা টানে রাইফেল বের করে ফেলল রাইডাররা কিন্তু কোনওরকম খারাপ মতলবের আভাস দেখা গেল না প্রতিপক্ষের মধ্যে। ওদের একজন ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়ল। দীর্ঘদেহী, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এক লোক, মাথায় ঈগলের পালক বসানো টুপি—নিঃসন্দেহে সর্দার গোছের কেউ। ডান হাতটা তুলে রেখেছে সে, তালু এদিকে ফেরানো, মানে: শান্তিপূর্ণভাবে কোনও দাবি জানাতে চায়। সরাসরি ফোরম্যানের কাছে চলে এল সে, কারণ মানে আগেই দেখেছে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে জেফ—চড়া গলায় হাঁক ছাড়ল সে, 'হাউ!' তারপর শুরু করল তার বক্তব্য। খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনে শেষে হতাশ চেহারায় মাথা নাড়ল জেফ।

'কিছুই বুঝছি না,' বলল সে, তারপর ইশারায় সানড্যান্সকে ডাকল। 'কিড, বুঝতে পারো কিনা দেখো তো।'

নিজের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল ইন্ডিয়ান-চীফ। লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে পারল কাউবয়

'লোকটা বলছে তার নাম ব্ল্যাকবিয়ার, নামকরা চীফ, এটা কোমাঞ্চ এলাকা, ওদের এলাকার ওপর দিয়ে গরু নিয়ে যাবার কোনও অধিকার নেই আমাদের,' তরজমা করল সে, 'জরিমানা হিসাবে কিছু গরু দিতে হবে এখন।'

ম্লান হয়ে গেল ফোরম্যানের চেহারা। 'কয়টা?' জানতে চাইল সে।

ইন্ডিয়ান ভাষায় চীফকে প্রশ্ন করল সানড্যান্স।

এবার ব্ল্যাকবিয়ার তার বর্শাটা হাঁটুর ওপর রেখে হাত মুঠি পাকিয়ে প্রথমে নিজের দিকে এবং তারপর সানড্যান্সের দিকে ইশারা করল, দুই হাত মেলে ধরল সামনে। ইঙ্গিতের অর্থ ব্যাখ্যা করল সানড্যান্স। 'পঞ্চাশটা।'

এতক্ষণ চীফের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করছিল ফোরম্যান, সংখ্যাটা শুনে খিস্তি করে উঠল। 'কী বললে, পঞ্চাশটা গরু দিতে হবে?' গর্জে উঠল সে। 'ব্যাটাকে বলো জাহান্নামে যেতে!'

'ভাষাটা অত ভালোভাবে রপ্ত করতে পারি নি আমি,' বলল সানড্যান্স, 'আমি পাঁচটার কথা বলে দেখি।'

সানড্যান্সের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ব্ল্যাকবিয়ার। ভাঙা ভাঙা ইন্ডিয়ান ভাষায় কোনওমতে ব্যাখ্যা করল গ্রীন, সবশেষে একটা হাত তুলে দেখাল। এবার উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়াল চীফ, পেছনের যোদ্ধাদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তারপর কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল সানড্যান্সের দিকে, ভাবখানা: এত সাহস, এই রকম একটা অসম্মানজনক প্রস্তাব দেয় আমাকে! নির্বিকার চেহারায় তার দিকে চেয়ে রইল সানড্যান্স। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত কালো আর নীল চোখের নীরব লড়াই চলল। তারপর আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল চীফ, দ্রুত ফিরে গেল দলের কাছে। গরুগুলোকে ইতিমধ্যে উপত্যকার অপর প্রান্তের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছে রাইডাররা, রাইফেল হাতে



অপেক্ষা করছে, আক্রমণ এলেই প্রতিহত করবে। ব্ল্যাকবিয়ার দলের কাছে ফিরে যাবার পর কোনও ইঙ্গিত দিতে দেখা গেল না তাকে।

'ব্যাপার কী, জিম?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ফোরম্যান, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্ডিয়ানদের ওপর দৃষ্টি।

'জানলে তো হতোই!' জবাব দিল সানড্যান্স, 'বোধ হয় কোনও বদ মতলব আছে, কোনওকিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে মনে হয়!'

আচমকা ক্যাম্পের দিক থেকে রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে এল, তারপরই শোনা গেল পিস্তলের আওয়াজ। পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল এক রাইডার, ঝড়ের বেগে ছুটল ক্যাম্পের উদ্দেশে: স্যান্ডি। হৈ হৈ করছে এখন ইন্ডিয়ানরা, অস্ত্র নাচাচ্ছে, সামলে রেখেছে অস্থির পনিগুলোকে, অনেক কষ্টে। ফোরম্যানের দিকে ফিরল সানড্যান্স।

'ক্যাম্পে হামলা করেছে ওরা—একারণেই এতক্ষণ চুপ করেছিল হারামীগুলো। আমি স্যান্ডির সঙ্গে যাচ্ছি—তোমরাই এদের ব্যবস্থা করতে পারবে।'

হাঁটু দিয়ে মৃদু চাপ দিল সানড্যান্স থান্ডারের পেটে, চোখের পলকে ছুটতে শুরু করল ওটা। ছড়ানো ছিটানো গরুগুলোর মাঝে পথ করে এগোতে লাগল। বেশি দূরে আসে নি, হঠাৎ হিংস্র বিকট চিৎকার আর গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল কানে, বোঝা যাচ্ছে জেফদের ওপর হামলা চালিয়েছে ইনজুনরা।

ক্যাম্পিং স্পটে পৌঁছে স্যান্ডি দেখল বেশ লম্বা গড়নের এক লোক কাঁধের ওপর একটা নিথর দেহ ফেলে গাছপালার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর কোনও দিকে তাকানোর দরকার মনে করল না স্যান্ডি, তুফান তুলে পিছু ধাওয়া করল। জানে পেছনে আসছে জিম, কালো ঘোড়াকে উপত্যকা বরাবর ছুটে আসতে দেখেছে। গাছপালা ওর পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে। তারপরও ফাঁকায় এসে দেখল অপহরণকারী তার কাঁধের দেহটা ময়দার বস্তার মতো আড়াআড়িভাবে তুলে পিঠে ফেলল, তারপর ঝটপট চেপে বসল ওটার পিঠে, ছুটল তীরের বেগে। শার্লটের গায়ে লাগার আশঙ্কায় গুলি করার সাহস পেল না স্যান্ডি। ইন্ডিয়ানকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিল চট করে।

স্যান্ডি যাবার পর পরই ক্যাম্পে পৌঁছল সানড্যান্স, কাউবয়কে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল। এবার ক্যাম্পের দিকে দৃষ্টি দিল। পথের ওপরই পড়ে আছে একটা ইন্ডিয়ান, প্রায় মুণ্ডহীন, গুলিতে উড়ে গেছে খুলি: ওয়্যাগনের কাছেও দেখা যাচ্ছে একটাকে। অবিরাম খিস্তি বর্ষণ করছে ওয়্যাগনের যাত্রী। আগুনের পাশে লুকিয়ে রয়েছে পেগ-লেগ, মুখে রক্তের দাগ। ওর দখল নিয়ে বাঁকা নাকওলা এক ইন্ডিয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে আন্ট জুডি। লোকটার লাল রঙ মাখানো চেহারা আরও লাল হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে মহিলার আক্রমণে। বুনো বেড়ালের মতো লড়ছে মহিলা, এমন অকথ্য ভাষায় গাল বকছে যে কোনও কাউবয়ের কানে গেলে তারও কান গরম হয়ে যাবে লজ্জায়। কোমাঞ্চি শত্রুকে একহাত দেখিয়ে দিচ্ছে সে। হাজার চেষ্টা করেও মহিলার লম্বা নখঅলা শীর্ণ

হাতগুলো ঠেকাতে পারছে না বেচারা।

মারের চোটে পিছিয়ে এল ইন্ডিয়ানটা, ঝট করে ছুরি বের করল সে, হাত ওপরে তুলল আঘাত করবে বলে। আর দেরি করল না সানড্যান্স, গুলি করে তাকে ফেলে দিল। টলোমলো পায়ে পেগ-লেগের কাছে গেল আন্ট জুডি, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, রক্ত মুছে দিল বাবুর্চির মুখ থেকে। চোখ মেলে তাকাল পেগ-লেগ। উঠে বসল।

'আমি ঠিকই আছি,' বলল সে, 'একটা বর্শার বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরেছিল আমাকে, ধরেই নিয়েছিলাম মারা গেছি।' চারপাশে নজর বোলাল একবার। 'চারজন ছিল ওরা। আরেকটা কই গেল?'

'মিস শার্লটকে নিয়ে পালিয়েছে,' জানাল আন্ট জুডি।

ওদের কথোপকথনে বাধা দিল সানড্যান্স, একটা প্রশ্ন করল। বোঝা গেল, পায়ে হেঁটে ক্যাম্পে চড়াও হয়েছিল ইন্ডিয়ান দলটা। ওয়্যাগনে ওঠার সময় একজনকে দেখে ফেলে পেগ-লেগ, সঙ্গে সঙ্গে শটগানের এক গুলিতে তাকে ধরাশায়ী করে; তারপরই পেছন থেকে কে যেন আঘাত করে তার মাথায়, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় বেচারা। বাকিটুকু শোনা গেল আন্ট জুডির জবানিতে। তাঁবুতেই ছিল ওরা দুজন। পেগ-লেগের গুলির আওয়াজ শুনে বেরিয়ে আসে শার্লট, মুহূর্তে তাকে পাকড়াও করে আরেক ইন্ডিয়ান, বেঁধে ফেলে। শার্লটের পেছনে ছিল আন্ট জুডি, তৃতীয় বুনোটা আক্রমণ করে তাকে। চার নম্বর হানাদার আবার ওয়্যাগনে ঢোকার চেষ্টা চালায়।

'ওকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে স্যাম, না হলে আমাদের ওই রাস্তা ধরতে হত আজ।'

ওয়্যাগনে ঢুকে ওরা দেখল কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে স্যাম এভার্ট, ডান হাতে উদ্যত সিক্স-গুটার। শার্লট অপহৃত হয়েছে শোনামাত্র শঙ্কার ছায়া পড়ল তার ক্রুদ্ধ চেহারায়। অজ্ঞাত সেই আততায়ীর উদ্দেশে আরেক দফা গাল বকল সে—তারই কারণে আজ ওর এই অসহায় অবস্থা! স্যান্ডি শার্লটকে উদ্ধার করতে গেছে বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল সানড্যান্স, কিন্তু লাভ হলো না।

'ওকেও বন্দী করবে শয়তানগুলো—একেই বলে দুর্ভাগ্য!' অসহায় ভঙ্গিতে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'ওদিকে জেফের অবস্থা কী?'

ছুটন্ত খুরের শব্দ শোনা গেল বাইরে। ওয়্যাগনের পাশে ক্লান্ত ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল ইনফ্যান্ট।

'শালাদের ভাগিয়ে দিয়েছি আমরা,' গর্বিত স্বরে বলল সে, 'প্রথম চোটে ছয়জন অক্কা পেয়েছে। এতেই খানিকটা ভড়কে গিয়েছিল ওরা। কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করে বেরিয়েছে। আবার হামলা করেছে বটে, কিন্তু কোনও লাভ হয় নি। আরও দু'তিনটা ইনজুন মারা গেছে আমাদের গুলিতে। হঠাৎ চিৎকার করে কী যেন বলল বুড়ো চীফ, চোখের পলকে সহযোদ্ধাদের লাশ নিয়ে একদম উধাও হয়ে গেছে ব্যাটারা। জেফ আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে বলতে যে গরুগুলো ছত্রভঙ্গ



হয় নি—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার রওনা হওয়া যাবে।'

আবার রওনা দেয়া সম্ভব নয়, বলল সানড্যান্স, কারণটাও জানাল, ঝুলে পড়ল কাউবয়ের চোয়াল।

'বলো কী, সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে বলল সে, 'স্যান্ডি গেছে ওকে উদ্ধার করতে?'

'হ্যাঁ, এবং এখনও ফেরে নি, হয়তো ওকেও আটক করেছে!'

ওয়্যাগন থেকে চিৎকার করে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'জেফের [illegible] যাও, তারপর সবাই মিলে ধাওয়া করো বদমাশের বাচ্চাগুলোকে!'

মাথা নাড়ল সানড্যান্স। 'আমার কথা শোনো, স্যাম,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল সে। 'ব্ল্যাক বিয়ার বুদ্ধিমান লোক, আমরা এমন কিছু করব বলেই ধরে নেবে সে, সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে; এজন্যেই লড়াই চালানোর উৎসাহ দেখায় নি তখন। কোমাঞ্চিরা ভীতু নয়, কথাটা ভুলে যেয়ো না। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কায়দা করতে পারলে গরুগুলো হাত করতে আর কষ্ট হবে না তার।'

'জাহান্নামে যাক গরু!' ধমকের সুরে বলল স্যাম এভার্ট, 'শার্লটের জন্যে দরকার হলে সব গরু দিতে রাজি আছি আমি, ওর কোনও ক্ষতি সইতে পারব না।'

'মানছি তোমার কথা, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেয়া ঠিক হচ্ছে না,' যুক্তি দেখাল সানড্যান্স, 'চেষ্টা করে দেখতে হবে কোনও উপায় বের করা যায় কিনা!'

'জিম ঠিকই বলেছে, বস,' বলল পেগ-লেগ, 'জিম একাই যাক ওদের অনুসরণ করতে, দেখা যাক কী ঘটে। একসঙ্গে সবাই মিলে খুনেদের ডেরায় হানা দেয়ার কোনও মানে হয় না।'

বিড়বিড় করে সায় জানাল র‍্যাঞ্চার, বুঝতে পারছে, কাউহ্যান্ডদের কথায় যুক্তি আছে।

শিগগিরই প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলো সানড্যান্সের। খান্ডারকেই নিচ্ছে সঙ্গে, কারণ বন্দীদের উদ্ধার করতে পারলে পালানোর জন্যে দ্রুত ছুটতে হবে। ঘোড়াকে চাপতে যাচ্ছে এমন সময় হাজির হলো জেফ। নিজের উদ্দেশ্য তাকে জানাল গ্রীন।

'নিঃসন্দেহে আমাকেও আটক করবে ওরা,' বলল ও, 'সুতরাং পরের কাজটা তোমাদের করতে হবে। পরিষ্কার ট্রেইল রেখে যাব আমি, অনুসরণ করতে কষ্ট হবে না, আশা করি।'

গম্ভীর হয়ে আছে ফোরম্যানের চেহারা। 'আমার কাছে সুবিধার ঠেকছে না, জিম,' বলল সে। 'এদিকে ক্যাম্পে হামলা করার সুবিধা করে দিতে ওদিকে আমাদের আটকে রেখেছিল বদমাশগুলো, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা সাদা মেয়েকে অপহরণ করার জন্যে এত কাঠখড় পোড়ানোর কারণটা কী ওদের বলো তো?'

জবাব দিল না সানড্যান্স, একটা কারণ দেখাতে পারত। কিন্তু ওর কথা

নিতান্ত অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারে জেফ, তাই মুখ খুলল না। কিন্তু সানড্যান্স জানে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কতটা একগুঁয়ে হতে পারে ইন্ডিয়ানরা। সুতরাং ওর সন্দেহ সত্যি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ও শুধু এটুকু বলল, 'হ্যাঁ, প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করেছে ওরা, ঠিক। চলি, ওল্ড-টাইমার, আশা করি শিগগিরই দেখা হচ্ছে।'

স্যান্ডির ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল সানড্যান্স, ভাবছে। কথাটা ও ফোরম্যানকে বলে নি। শার্লটকে বয়ে নিয়ে যাবার কথা শোনামাত্র সন্দেহটা খেলে গেছে মাথায়। এস-ই রেঞ্চে প্রথমদিন মেয়েটাকে কোমাঞ্চি-ইন্ডিয়ানের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল ও, ওই দুজন হয়তো ব্ল্যাক বিয়ারের গোত্রের লোক ছিল। যাই হোক, ওরাও গোত্রের সর্দার গোছের লোক ছিল, দামী লোক। এমনও তো হতে পারে সেই পালিয়ে যাওয়া কোমাঞ্চিটা এতদিন আশপাশেই ছিল, ড্রাইভের প্রস্তুতি লক্ষ্য করেছে, দিনের পর দিন অনুসরণ করেছে ওদের, সঙ্গীর মৃত্যুর বদলা নেয়ার জন্যে তক্কে তক্কে ছিল সারাক্ষণ? হঠাৎ স্যাম এভান্স আহত হবার পর ঝোপের ভেতর দেখা সেই মোকাসিনের ছাপের কথা মনে হলো সানড্যান্সের। গুলিটা কোনও ইন্ডিয়ান ছোঁড়ে নি সেদিন, কিন্তু একজন ইন্ডিয়ান হয়তো ওখানে বসে ক্যাম্পের ওপর নজর রাখছিল, হঠাৎ আগন্তুকের আগমনে সটকে পড়েছে। ওর অনুমান ঠিক হলে মারাত্মক বিপদে পড়েছে শার্লট—সন্দেহ নেই।

ট্রেইল অনুসরণ করতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না সানড্যান্সের। কারণ স্যান্ডি ও ইন্ডিয়ান ছোটার ওপর ছিল বলে অন্য চিন্তা তাদের মাথায় আসে নি। খুরের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে একটা ঘোড়ার পিঠে দু'জন আরোহী রয়েছে।

এক জায়গায় এসে গ্রীন দেখল মাথার ওপর গাছের ডালপালা মিলে গিয়ে বনভূমিতে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে। ধস্তাধস্তির আলামত পাওয়া গেল এখানে। পাইনের ঝরা পাতা দুমড়ে মুচড়ে আছে। একটা গাছের বাকলে রক্তের দাগ! স্যান্ডি কি শত্রুকে ঘায়েল করতে পেরেছে? সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা উড়িয়ে দিল সানড্যান্স—অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে উল্টো ব্যাপার ঘটেছে আসলে। আশপাশের কয়েকটা গাছের গোড়া খুঁটিয়ে পরখ করল সানড্যান্স। কয়েক জায়গায় কিছুটা দেবে আছে মাটি। কিন্তু ঘোড়া দুটোর খুরের ছাপ এগিয়ে গেছে গাছপালার ভেতর দিয়ে।

'আগেই সব ভেবে রেখেছে হারামীটা,' বিড়বিড় করে বলল সানড্যান্স, 'প্যাসির জন্যে এখানে ওত পেতে ছিল লোকগুলো, তার মানে স্যান্ডি এখনও বেঁচে আছে, না হলে খুলির চামড়া কেটে লাশটা ফেলে যেত ওরা।'

কথাটা ভেবে কিছুটা দূর হলো গ্রীনের দুশ্চিন্তা, এগিয়ে চলল ও। আরও কয়েক জায়গায় রক্তের দাগ চোখে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছপালার সীমানা পেছনে ফেলে এল ও, চট করে রাশ টানল। খুরের ছাপ এখন অনেক বেশি। তার মানে, আরও কয়েকজন রাইডার যোগ দিয়েছে আগের দুজনের সঙ্গে।

'এখানে এসে ঘোড়ায় চেপেছে ওত পেতে থাকা ইন্ডিয়ানরা,' আপনমনে



বলল সানড্যান্স, 'দশ-বারজনের কম হবে না। এখন থেকে খুব সাবধানে এগোতে হবে।'

সতর্ক ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল ও। খানিকটা ঝুঁকি নিতেই হবে, ভাবল, উপায় নেই, সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, সন্ধ্যার পর ট্রেইল অনুসরণ করা যাবে না। খানিক পর বোল্ডার আর ধসে পড়া পাথরের স্তূপে ভরা একটা সংকীর্ণ গিরিখাতে পৌঁছুল সানড্যান্স। আস্তে আস্তে চলল সামনে। সতর্ক দৃষ্টি, অস্বাভাবিক নড়াচড়া দেখা যায় কী-না; ক্ষীণতম শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছে। আচমকা একটা জিনিস দেখে খিস্তি করে উঠল সে। গ্যালির একপাশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক লোক, মুখে কাপড় গোঁজা। স্যাডল থেকে নেমে তাকে চিত করল সানড্যান্স, স্যান্ডি! ওর মুখ থেকে কাপড়টা বের করার জন্যে সামনে ঝুঁকতেই বাতাসে শিস বাজাল একটা রশি, চিত পটান হয়ে পড়ে গেল ও। পরক্ষণে বুনো হিংস্র চিৎকারে কেঁপে উঠল চারদিক। নিজেও ফাঁদে পা দিয়েছে টের পেয়ে রিভলভার বের করতে গেল গ্রীন, কিন্তু মাথার পেছনে হঠাৎ বেমক্কা একটা বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

জ্ঞান ফিরে এলে সানড্যান্স বুঝতে পারল এখনও চিত হয়েই শুয়ে রয়েছে ও। হাত দুটো বাঁধা। মাথার আঘাত কতটা মারাত্মক বোঝার উপায় নেই। আধো-অন্ধকারেও বোঝা গেল একটা ইন্ডিয়ান উইগওআম বা টীপীতে রয়েছে ও।

'আমাকেও আটকেছে তা হলে,' স্বগতোক্তি করল সানড্যান্স, 'মাথাটা না ফেটে থাকলে বুঝতে হবে নিরেট ইস্পাতের খুলি দিয়েছেন আমাকে খোদা। আচ্ছা, স্যান্ডি কোথায় গেল?'

'হ্যালো, জিম,' চাপা স্বরে জবাব এল, 'আবার জিন্দা হলে অবশেষে?'

'নাহ্, মাথাটার কোনও তাল পাচ্ছি না,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল সানড্যান্স, 'এমন বোকামিও কেউ করে...'

'ওদের কাজকর্মে খুঁত নেই, যাই বলো,' বলল স্যান্ডি, 'ওরা জানত আমাকে পড়ে থাকতে দেখলেই স্যাডল থেকে নামবে তুমি—এটাই স্বাভাবিক। পাথরের পেছনে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল ওরা, সময় মতো ঘায়েল করেছে, ব্যস। আশ্চর্য, এই প্রথম আমাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করল কেউ!'

'মিস শার্লট কোথায়?'

'এখানেই আছে, অসম্ভব ক্লান্ত—ঘুমোচ্ছে। আমাদের নিয়ে কী করবে ওরা, জিম?'

'কী আর করবে, কান মলে "আর বাঁদরামি করবে না, কেমন!" বলে শাসিয়ে দেবে, ব্যস!' বাঁকা স্বরে জবাব দিল সানড্যান্স, পরমুহূর্তে আবার বলল, 'দাঁড়াও, ঠিকই উদ্ধার পাবার একটা উপায় বের করে ফেলব।' আবার একটু থামল ও। 'ট্রেইলে রক্ত দেখেছিলাম, চোট পেয়েছ নাকি তুমি?'

'নাহ্। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ওদের একজনকে ঘায়েল করেছিলাম, আমি,' জানাল স্যান্ডি।

'জেফরা সবাই আসছে আমাদের উদ্ধার করতে,' বলল সানড্যান্স।

'ওই আশায় বসে থেকো না। তোমাকে পাকড়াও করার পর আমাদের ঘোড়া নিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে মূল দলটা। এক কেলো ভূত তোমার খাভারের পিঠে চাপতে গিয়েছিল, ঘোড়াটা ব্যাটার বুকে আয়েসা এক লাথি কষিয়েছে না! ভিরমি খাওয়ার অবস্থা হয়েছিল বেচারার। ওই ঘটনার পর খাভারকে টেনে নিয়ে এগোয় ওরা। আর আমাদের নিয়ে একটা ক্রিকে নেমে পড়ে বাকিরা, প্রায় আধমাইল পানি ভেঙে এগিয়েছে, তারপর ক্রিক থেকে উঠে একটা পাথুরে গালশের ভেতর দিয়ে এসেছে এখানে, ওই রাস্তায় একপাল মোষ গেলেও কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে না।'

চুপ করে রইল সানড্যান্স। পরিস্থিতি এখন ভিন্ন চেহারা নিয়েছে। জেফরা নাল-পরানো ঘোড়ার ট্র্যাক ধরে এগোবে, হয়তো না জেনেই পা দিয়ে বসবে ইন্ডিয়ানদের পাতা ফাঁদে।

উইগওঅমের ওপাশের আবছা অন্ধকারে মৃদু নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। তৃতীয় বন্দী জেগে উঠেছে ঘুম থেকে।

'স্যান্ডি,' ফিসফিস করে বলল শার্লট, 'মিস্টার গ্রীনের গলা না ওটা?'

'ঠিক ধরেছ, মিস শার্লট,' জবাব দিল সানড্যান্স।

'খোদাকে ধন্যবাদ,' বলল মেয়েটা, 'তুমি মারা গেছ বলে ভয় হচ্ছিল।'

অন্ধকারে মৃদু হাসল সানড্যান্স। মেয়েটা জানে না শিগগিরই ওর মনে হবে মৃত্যু অনেক সুখকর একটা ব্যাপার। চাপা স্বরে আবার কথা বলল শার্লট। 'মিস্টার গ্রীন, সেইদিন একটা ইন্ডিয়ান পালিয়ে গিয়েছিল, মনে আছে? সে-ই আমাকে ধরে এনেছে এখানে।'

ওর অনুমান সত্যি হলেও উৎফুল্ল হতে পারল না সানড্যান্স। কণ্ঠে কৃত্রিম দৃঢ় ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'হারামজাদাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে এবার!'

'আমার—ভয় করছে,' বলল শার্লট।

'ভয়ের কিছু নেই,' সান্ত্বনা দিল সানড্যান্স, নির্বিকার চেহারায় নির্জলা মিথ্যা কথা বলল ওকে, 'যে কোনও মুহূর্তে লোকজন নিয়ে এসে পড়বে জেফ, উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আমাদের।'

টীপীর ফ্ল্যাপ সরিয়ে ভেতরে পা রাখল এক ইন্ডিয়ান, তার হাতে জ্বলন্ত পাইনের লাকড়ি। সাবধানে সামনে এগিয়ে এল সে। বিজয়ীর দৃষ্টিতে একবার শার্লটকে দেখল, সানড্যান্সের সামনে এসে ঝুঁকে পড়ল, মশালটা ঠেসে দেবার উপক্রম করল সানড্যান্সের মুখে। এক মুহূর্ত গ্রীনের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল সে, পাশবিক উল্লাস খেলে গেল তার চোখে।

'সেরেছে, ব্যাটা আমাকে চিনে ফেলেছে,' মনে মনে বলল সানড্যান্স, 'ইন্ডিয়ানরা সহজে কারও চেহারা ভোলে না।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলে ওদের বাঁধন পরখ করল ইন্ডিয়ানটা, তারপর বেরিয়ে গেল আবার।

'কী বলল?' জানতে চাইল স্যান্ডি।



আক্ষরিক অনুবাদ করতে না পারলেও সানড্যান্স মোটামুটি বুঝতে পেরেছে ... রয়েসয়ে খুব কষ্ট দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ...টা। শুনলে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়বে শার্লট, তাই ঘুরিয়ে বলল, ...লে নাকি আমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে বোঝাপড়া করবে।'

সকালে আরও দু'জন দর্শনার্থী ঢুকল টীপীতে। সশস্ত্র এক যোদ্ধা, তার ... খাবার বয়ে এনেছে এক মহিলা। হাত বাঁধা অবস্থাতেই ওগুলোর সদ্ব্যবহার ...ল ওরা। ইন্ডিয়ান রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এত খাবার দেখে যে ... হয়তো ধরে নিত শিগগিরই ওদের হত্যা করার পরিকল্পনা নেই; কিন্তু ...ড্যান্স জানে, এটা ওদের নিষ্ঠুর স্বভাবেরই একটা ভিন্ন দিক। বন্দীকে উপোষ ...লে তার প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়, নির্যাতন চালিয়ে সুখ মেলে না।

খাওয়া শেষ হবার পর সানড্যান্সের গোড়ালির বাঁধন খুলে দিয়ে বাইরে ...কে ইশারা করল ইন্ডিয়ানটা। শার্লটের চোখে উদ্বেগের ছাপ দেখে জোর করে ... হাসি ফুটিয়ে তুলল সানড্যান্স।

'ফক্কির সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি,' বলল ও, 'এখুনি ফিরে আসব।'

'আসলে কী হতে যাচ্ছে?' ওরা বেরিয়ে গেলে ফ্যাকাসে চেহারায় স্যান্ডিকে ...স করল শার্লট।

'মহাবিপদ,' বলল স্যান্ডি, তারপর চাপা অথচ হিংস্র কণ্ঠে খিস্তি বকতে ...ল।

সানড্যান্স বাইরে পা রাখতেই নগ্ন উল্লাসে ফেটে পড়ল ইন্ডিয়ানরা। ...কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ভয়ে ভয়ে কোনওমতে তাঁবুর মুখের কাছে এল ...। সামনের দৃশ্য দেখে আশান্বিত হতে পারল না।

ইন্ডিয়ান ক্যাম্পটা মাঝারি আকারের, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টীপী অনেকটা বৃত্তাকারে বসানো, ওগুলোর আশপাশে গাছ আর ঘন ঝোপ। মাঝখানে একটা ফাঁকা উঠোন, ওটার চারদিকে ভিড় করে আছে গোত্রের সবাই—নারী, পুরুষ, ...-হিংস্র কণ্ঠে চিৎকার করছে। উঠোনের এক ধারে একটা বড়সড় গাছের দিকে সানড্যান্সকে নিয়ে যেতে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে চেঁচামেচি শুরু করল ওরা। প্রথম ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আরও দুজন যোদ্ধা যোগ দিয়েছে এখন। গ্রীনের হাতের বাঁধন খুলে ওর দুহাত শক্ত করে ধরে রাখল দু'জন, তারপর গাছটার পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল আবার। বেকায়দা ভঙ্গি, যন্ত্রণায় আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো সানড্যান্সের, অসহায় বোধ করছে।

ওকে বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এগিয়ে এল দর্শকরা, গান গাইতে শুরু করল বিচিত্র সুরে, গাছের সামনে জংলী নাচ শুরু হলো। বারবার বর্শা হানার অভিনয় করছে ওরা, কিন্তু ওর গায়ে লাগানোর চেষ্টা করল না কেউ। এমনিভাবে চলল একঘেয়ে আনুষ্ঠানিকতা। ক্লান্ত বোধ করল সানড্যান্স। গোত্রের সবাই অবশ্য অংশ নেয় নি নাচে। উঠোনের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা দল, ওদের মাথায় পালকের টুপি, বোঝা যাচ্ছে গোত্রপতি ব্ল্যাক বিয়ারও রয়েছে।

চেহারা কঠিন করে নাচুনে ইন্ডিয়ানদের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল

সানড্যান্স। এককেকবারে এককেকজন এগিয়ে আসছে, ভেঙচি কেটে আবার সরে যাচ্ছে। মাথাটা ব্যথা করছে এখনও, হাত দুটোও টনটন করছে। কিন্তু এদের তা বুঝতে দেয়া যাবে না। এরপর স্যান্ডির পালা, তারপর শার্লট—রেড ফক্সের নজর দেখেই বোঝা গেছে কী পরিণতি অপেক্ষা করছে মেয়েটার ভাগ্যে।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল একটা কণ্ঠস্বর, নাচ থেমে গেল চোখের পলকে, পিছিয়ে গিয়ে আবার উঠোনের প্রান্তে গিয়ে জড়ো হলো সবাই। চীফদের মধ্য থেকে সামনে পা বাড়াল রেড ফক্স, মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে তার টুপির পালক। গ্রীনের কয়েক ফুট দূরে একবার থামল সে, বুনো উল্লাসে চিকচিক করছে তার চোখ।

'শাদামুখো কুকুর!' হিসহিস করে বলল সে। 'রানিং ডিয়ার আমার বন্ধু ছিল, তুমি তাকে মেরেছ, তোমাকে নরক যন্ত্রণা দিয়ে শেষ করব আমি,' বলে চলল লোকটা। প্রতিশোধ নেয়ার প্রলম্বিত এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার কারণ বুঝতে পারল সানড্যান্স। 'হাঁটু গেড়ে মৃত্যু কামনা করবে তুমি, কিন্তু তোমার প্রার্থনা শুনবে না যমদূত।'

চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলল সানড্যান্স। 'বড় বড় বুলি কপচাতে ওস্তাদ রেড ফক্স,' বলল ও, 'একটা কুকুরছানাও তোমাকে ভয় পাবে না, বুঝলে!'

খোঁচাটা জায়গামতোই লেগেছে বুঝল সানড্যান্স। অবশ্য ইন্ডিয়ানের চেহারায় সামান্য কুঞ্চন ছাড়া কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিল সে।

'রেড ফক্সের দাঁত ধারাল, কিন্তু এখুনি কামড় বসাবে না সে, অবশ্য শাদা কুকুরের যদি তাড়াতাড়ি মরার ইচ্ছা থাকে তাকে সেই সুযোগ দেয়া যেতে পারে!'

এক কদম পিছিয়ে গেল রেড ফক্স, কোমরের বেল্ট থেকে ছোট অথচ ভারি বাঁটের একটা ছুরি বের করল, গর্বিত ভঙ্গিতে দর্শকদের দিকে তাকাল একবার। পরক্ষণে ভোজবাজির মতো ওঠানামা করল তার ছুরি ধরা ডানহাতটা, অর্ধবৃত্তাকারে; রোদ পড়ে ঝিলিক মেরে উঠল ছুরির রুপালী ফলা, উড়ে এল গ্রীনের দিকে, খ্যাচ করে গাঁথল গাছের কাণ্ডে। উষ্ণ রক্তের ছোঁয়া পেল সানড্যান্স, গলা বেয়ে নামছে ক্ষীণ ধারায়: ধারাল ছুরির ফলা একচুলের জন্যে লাগে নি ওর মাথায়, কিন্তু কানটা চিরে দিয়েছে। একটু সামনে ঝুঁকে নিজের সাফল্য যাচাই করল রেড ফক্স, এক মুহূর্তের জন্যে।

'একটু নড়লেই হাজির হবে তোমার যমদূত, যার জন্যে অপেক্ষা করছ,' চিৎকার করে বলল সে।

হৈ হৈ করে ওকে বিদ্রূপ করল দর্শকরা। রেড ফক্সের কথার প্রতিধ্বনি করল কয়েকজন। সবাই জানে রেড ফক্সের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ক্ষমতা ওর নেই। পরিস্থিতি যত খারাপই হোক যে কোনও স্বাভাবিক মানুষ শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। রেহাই পাবার কোনও পথ দেখছে না সানড্যান্স, কিন্তু



হলো না, হয়তো ছাড়া পাবার একটা সুযোগ মিলে যাবে, লড়াই করে ও। শরীরের প্রতিটি পেশী যন্ত্রণায় কুঁকাচ্ছে, তবু হার মানল না, গাছটার ই স্থির হয়ে রইল আপ্রাণ চেষ্টায়।

স্থির অপলক চোখে আবার বাদামী হাতটা নেচে উঠতে দেখল সানড্যান্স; ঝিলিক মেরে উঠল আরেকটা ছুরির ফলা, গালে হাওয়ার পরশ লাগল। টার মতো এটাও অল্পের জন্যে লাগল না। চীফের মুন্সিয়ানায় চিৎকার করে ইন্ডিয়ানের দল, হাততালি দিল। ভীতুর ডিম, ইত্যাদি ধরনের কথা বলে করতে লাগল সানড্যান্সকে। কিন্তু ওসব শুনছে না গ্রীন, পেছনে ফিসফিস কথা বলছে কে যেন। 'তোমার হাত খুলে দিলাম। ওই হারামীটা ছুরি নিতে মাত্র একটা তুলে ব্যাটার ভুঁড়ি ফেঁড়ে দেবে, তারপর দৌড় দেবে টীপীর ক, ওখানে তোমার রিভলভার আছে। তবে আগে স্যান্ডি আর মেয়েটাকে করার জন্যে যথেষ্ট সময় দিয়ো আমাকে। একটা ঘোড়া তৈরি থাকবে মার জন্যে।'

সম্মোহিতের মতো প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল সানড্যান্স। এই স্বর আগে শুনেছে ও, কিন্তু উত্তেজিত থাকায় শনাক্ত করতে পারছে না। ন্ড্যান্স বুঝতে পারল ওর হাত এখন মুক্ত, আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্যে হাত একটু নামাল। রেড ফক্সের দিকে তাকাল এবার। আগুপিছু করছে কটা, বিজয়-আনন্দ উপভোগ করছে যেন। ছুরি দুটো ফেরত নেয়ার কোনও হ দেখা যাচ্ছে না তার; কিন্তু লোকটাকে কাছে পাওয়া দরকার।

'রেড ফক্স একদম আনাড়ি।' চিৎকার করে বলল সানড্যান্স, 'অ্যাপাচি বো কিওয়ার একটা বাচ্চা ছেলেও এরচেয়ে অনেক ভালো ছুরি চালাতে নে!'

মৌমাছি হুল ফোটাল যেন, চরকির মতো পাক খেলো ইন্ডিয়ান চীফ, তার দামী চেহারা জ্বলে উঠল ক্রোধে।

'শাদা কুত্তা!' চিৎকার করে উঠল সে, 'এখুনি ছুরি দিয়ে তোর কান কাটব আমি! হাতের সবগুলো আঙুল একে একে গাঁথব গাছের গায়ে!'

সামনে এগিয়ে এল সে। এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল গ্রীন, চট করে একটা ছুরি আলগা করে নিল গাছ থেকে, এক পলকের জন্যে হাতের তালুতে রেখে ভারসাম্য ঠিক করল, তারপরই ভাসিয়ে দিল হাওয়ায়, আগুয়ান ইন্ডিয়ানের দিকে উড়ে গেল ওটা। মাঝপথে থমকে দাঁড়াল রেড ফক্স, চিৎকার করতে যাচ্ছিল, পারল না, নিমেষে দুভাঁজ হয়ে গেল তার শরীর, ছুরিটা আমূল গেঁথে গেছে গলায়।

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা বিরাজ করল চারদিকে। তারপর দর্শকরা দেখল যাকে এতক্ষণ বন্দী হিসাবে জানত সেই লোকটা উঠোন পেরিয়ে ঝড়ের বেগে দৌড়ে যাচ্ছে! একটা টীপীতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এবার সংবিৎ ফিরে পেল সবাই, সঙ্গে সঙ্গে ভয়াল হুঙ্কার ছেড়ে ধেয়ে এল সেদিকে।

টীপীতে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না সানড্যান্স। গানবেল্ট কোমরে বাঁধল

দ্রুত। দুটো রিভলভারই তুলে নিল হাতে, তারপর একলাফে আবার তাঁবুর খোলামুখে এসে দাঁড়াল। উন্মত্ত ইন্ডিয়ানরা স্রোতের মতো তেড়ে আসছে। এক ঝাঁক তীর ছুটে এল ওর দিকে, ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে টীপীর চামড়ায় গিয়ে গাঁথল। আগুন ওগড়াতে শুরু করল সানড্যান্সের কোল্টজোড়া।

সীসার অবিরাম বৃষ্টির মুখে রণে ভঙ্গ দিল ইন্ডিয়ানরা, আশ্রয়ের খোঁজে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল।

কিন্তু সানড্যান্স জানে, ওদের এই যুদ্ধ বিরতি সাময়িক। শিগগিরই ঘিরে ফেলা হবে ওকে এবং তারপর... দ্রুত হাতে রিভলভার রিলোড করল ও। হঠাৎ টের পেল কে যেন ঢুকে পড়েছে তাঁবুতে, পাঁই করে ঘুরল ও। পালকের টুপি পরা একটা মাথা দেখতে পেয়ে টান দিতে যাচ্ছিল ট্রিগারে, তখনই কথা বলে উঠল আগন্তুক।

'আরে, দাঁড়াও, ফ্রেন্ড! আমি ইনজুন নই।'

এই লোকটাই মুক্ত করেছে ওকে তখন। এইবার ওকে চিনতে পারল গ্রীন। কলোর্যাডোর তীরে ওদের ক্যাম্পে আসা সেই ইন্ডিয়ান- ফাইটার, হফম্যান প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ দিল না সে।

'তোমার কালো ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেছে মেয়েটা, স্যান্ডিসহ তোমাকে ফেলে যেতে প্রথম অবশ্য রাজি হয় নি সে,' বলল হফম্যান। 'তোমার জন্যে একটা ঘোড়া যোগাড় করে রেখেছি আমি। এবার জলদি ভাগো, বড়জোর মিনিটখানেক সময় পাবে তুমি। শয়তানগুলো এগিয়ে আসছে, চিৎকার থামানোর এটাই কারণ।' টীপীর পেছন দিকে ইঙ্গিত করল সে, চামড়ার সেলাই খুলে ফেলায় একটা পথ বেরিয়ে গেছে। হফম্যান আবার বলল, 'ফাঁকটা আবার জুড়ে দেব আমি।'

'তোমার কী হবে?' জানতে চাইল গ্রীন।

'আমি এখানেই থাকব,' চট করে জবাব দিল হফম্যান, 'আমি ইন্ডিয়ান নই বুঝতে পারবে না ওরা।'

ওর সঙ্গে বিতর্কে গেল না সানড্যান্স। বুঝেশুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হফম্যান। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল ও।

'তোমার কাছে অনেক ঋণ হয়ে গেল,' বলল।

'কী যে বল-সেদিনের সেই খাবার আর সিগারেটের কথা এখনও আমার মনে আছে,' জবাব দিল হফম্যান। 'সোজা পশ্চিমে রওনা দাও, কেউ যেন দেখতে না পায়।'

ফাঁক গলে বাইরে এসেই ঘোড়ার দেখা পেল সানড্যান্স। ইন্ডিয়ানদের ঘোড়া, পিঠে স্যাডল নেই, কিন্তু ওর জন্যে হ্যাকামোরের লাগামটাই যথেষ্ট। চোখের পলকে ঘোড়ায় চেপে বসল ও, ছুটল পশ্চিম দিকে।

ক্রুদ্ধ হুঙ্কার আর এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে দেয়া এক ঝাঁক তীর স্বাগত জানাল ওকে। দীর্ঘ ঘাসের আড়াল থেকে আচমকা উঠে দাঁড়াল এক ইন্ডিয়ান, লাফ দিল গ্রীনকে লক্ষ্য করে, পরক্ষণে একটা লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জোর



...অনেকটা দূরে চলে এল ঘোড়াটা, সানড্যান্স বুঝল বিপদ কেটে গেছে, ...ত। ওকে ধাওয়া করবে ইন্ডিয়ানরা, ঠিক, কিন্তু সেজন্যে তাদের ...গুলোকে জড়ো করতে হবে। তার মানে কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকতে ... ও। তবু প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাল গ্রীন, একটু পর পর ট্রেইলের দিকে ...ছে, নালঅলা খুরের ট্র্যাক দেখে বোঝা যাচ্ছে স্যান্ডিদের ট্রেইলেই রয়েছে

বেশ কয়েক মাইল আসার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘ ঢালের চূড়া থেকে ...দের দেখা পেল সানড্যান্স। ওরা ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে বুঝতে পেরে ...বিড় করে গাল বকল। প্রবল বেগে হাত নেড়ে ইশারায় এগিয়ে যেতে বলল ...র। সজোরে স্পার দাবাল ঘোড়ার পেটে। স্যান্ডিদের কাছে এসে প্রথমেই ... দিল দেরি করার জন্যে।

'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?' স্যান্ডিকে জিজ্ঞেস করল ও, ...ক্ষণে বহুদূরে চলে যাওয়া উচিত ছিল!'

'তোমার জন্যে চিন্তা করছিলাম,' কৈফিয়ত দিল শার্লট, 'আমিই ওকে ...পেক্ষা করতে বাধ্য করেছি।'

বিতৃষ্ণ নয়নে চারদিক জরিপ করল সানড্যান্স। 'লুকানোর মতো একটা ...গা পর্যন্ত নেই কোথাও!' বলল সে।

ওরা আরেকটা ঢাল বেয়ে উঠছে এমন সময় অস্পষ্ট একটা চিৎকার ভেসে ... কানে। পেছনে ট্রেইলের ওপর ধুলোর মেঘ আর তার মাঝে ছোট ছোট ...গুলো বিন্দু দেখা যাচ্ছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজের ঘোড়া জরিপ করল ...নড্যান্স। স্যান্ডি তার নিজের ঘোড়া হাঁকাচ্ছে।

'হফম্যান বোধ হয় ঘোড়া চেনে না, কিংবা এটাই কোনওমতে যোগাড় ...রতে পেরেছে,' মন্তব্য করল গ্রীন। হাত বাড়িয়ে থাভারের স্যাডল থেকে ...ইফেল বের করে নিল, তারপর স্যান্ডির উদ্দেশে বলল, 'তুমি শার্লটকে নিয়ে ...গিয়ে যাও। আমার ঘোড়াটা বড়জোর কয়েকমাইল জোরে ছুটতে পারবে, ...টেই দম নেই!'

'প্রশ্নই ওঠে না!' রাগত স্বরে বলল স্যান্ডি। 'এখানে কী করবে তুমি শুনি?'

'ওদের সঙ্গে আলাপ করার কথা ভাবছি। তুমি শার্লটকে নিয়ে নিরাপদে ...দে সরে যাবার সুযোগ পাবে।'

স্যান্ডি আপত্তি তোলার ফুরসত পেল না, তার আগেই আরেকটা চিৎকার ...দের মনোযোগ কেড়ে নিল, অবসান ঘটল বিতর্কের। বড়জোর আধমাইল দূরে ...য়েছে, ক্রমশ এগিয়ে আসছে আরেকদল ইন্ডিয়ান। সানড্যান্সদের দেখতে পেয়ে ...ড়ি চালিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল ওরা। দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে পড়তে যাচ্ছে ...নরা। ডান দিকে ঘোড়া ঘোরাল ও চট করে। 'আমার সঙ্গে এসো।' চিৎকার ...রে নির্দেশ দিল, 'ভালো একটা জায়গা বের করতে হবে হামলা ঠেকানোর ...ন্যে!'

'ওই দুই দলের মধ্যেই যুদ্ধ লেগে যায় কিনা দেখ,' বলল স্যান্ডি, 'তাহলেই

অনায়াসে পালাতে পারব আমরা।' ফাঁকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে দ্রুত ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিয়ে মন্তব্য করল সে।

'দূনম্বর দলটাও কোমাঞ্চি,' ওকে বলল সানড্যান্স, কাঁধের ওপর দিয়ে চো করে একবার পেছনে তাকাল। 'হায় খোদা, আরও কাছে এসে পড়েছে! ওই ব্লাফটার দিকে দৌড়াও, জুৎসই জায়গা বলেই মনে হচ্ছে।'

ছোট একটা মালভূমির দিকে ইঙ্গিত করেছে ও। ওটার ঢালের এক জায়গায় মাটি ধসে খাড়া একটা দেয়াল তৈরি করেছে, দেয়ালের তলদেশে কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঁই।

বড়সড় একটা বোল্ডারের আড়ালে শার্লট আর ঘোড়াগুলোর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে যার যার অস্ত্রসহ সুবিধাজনক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসল স্যান্ডি আর গ্রীন। জানে ওদের বাঁচার আশা ক্ষীণ, লড়তে হবে জান বাজি রেখে। এই শত্রুর হাতে আবার ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো।

'আমাদের কুপোকাত যদি করতে পারেও অনেক খেসারত দিতে হবে ব্যাটাদের,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সানড্যান্স।

## আট

সহসা এল না আক্রমণ। দুইদল ইন্ডিয়ান পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো, তারপর হট্টগোল চলল কিছুক্ষণ: অস্ত্র নাচাচ্ছে; নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে তারা শিকারের আত্মগোপন করার জায়গাটা সম্ভবত তাদের পছন্দ হয় নি। মুখোমুখি হামলা চালাতে হবে; এবং বেশির ভাগ ইন্ডিয়ানই আগুনের অফুরন্ত ভাণ্ডার শাদাদের বন্দুকগুলোকে যমের মতো ভয় করে।

ইন্ডিয়ানদের গুনছিল স্যান্ডি। 'তিরিশজন,' চাপাস্বরে বলল সে, 'ওরা সন্ধ্যা অবধি বসে থাকলে আমাদের মুসিবত হবে।'

'থাকবে না,' বলল সানড্যান্স, 'অন্ধকারে লড়াই করা ইন্ডিয়ানদের রীতি নয়—প্রেতাত্মার ভয় আছে। শিগগিরই যদি হামলা না করে বুঝতে হবে আমাদের ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা, তখন উপোস করে মরার ইচ্ছা না থাকলে আপসেই আমাদের ধরা দিতে হবে।'

ঝুলে পড়ল স্যান্ডির চোয়াল, ওদের সঙ্গে খাবার কিংবা পানি কিছুই নেই। বোল্ডারের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে প্রতিপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয় জানার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল তিনজন।

'হফম্যান লোকটা যে কোত্থেকে উদয় হলো, খোদা মালুম,' মন্তব্য করল স্যান্ডি। 'তুমি ইন্ডিয়ানটার গলায় ছুরি গেঁথে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টীপীতে ঢুকে পড়ে সে, ওকে দেখে কী যে খুশি হয়েছিলাম, বিশ্বাস করবে না। এখন ওরা দেখি চলে যাচ্ছে।'



একলাইনে উল্টোপথ ধরেছে ইন্ডিয়ানগুলো, সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

'আরে না,' বলল সানড্যান্স, 'এটা হামলা চালানোর পূর্বলক্ষণ। শোনো, না সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তারপর গুলি ছুঁড়বে, একটু নিচু করে তাক য় রাইফেল, শত্রুর গায়ে যদি নাও লাগে, তার ঘোড়াটা অন্তত ঘায়েল।'

সানড্যান্সের আশঙ্কাই সত্যি হলো। আচমকা হুঙ্কার ছেড়ে একসঙ্গে এদিকে ইন্ডিয়ানরা, তারপর শত্রুপক্ষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় নাস্তানাবুদ করার আশায় আসতে শুরু করল; এভাবে যেন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। শাদাদের পরাজয় ার্য বলে মনে হলো। ওরা আনুমানিক পঞ্চাশ কদম কাছে আসা পর্যন্ত কা করল সানড্যান্স, তারপর বলে উঠল, 'এবার শখ মিটিয়ে দেয়া যাক দের!'

রিপীটিং রাইফেলের উপর্যুপরি গর্জন শুরু হলো। প্রতিপক্ষের নিরেট প্রাচীরে র সৃষ্টি হতে লাগল, লুটিয়ে পড়ছে ঘোড়া আর মানুষ। রাইফেল রিলোড গিয়ে সময় নষ্ট করল না ওরা, দ্রুত রিভলভার বের করে —অস্ত্রপাল্লায় এগুলো বেশ কাজের—আক্রমণ শানাল আবার। উড়ন্ত সীসার স্রোতের মুখে আর এঁটে উঠতে পারল না হানাদার ইন্ডিয়ানরা, দুভাগ হয়ে ওরা, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে সবেগে পিঠটান দিল। স্যান্ডির ঘর্মাক্ত চেহারায় লি হাসি ফুটে উঠল।

'আশা করি লড়াইয়ের শখ মিটে গেছে ব্যাটাদের,' রাইফেল আর ভারে ঝটপট গুলি ভরতে ভরতে বলল স্যান্ডি, 'ওরা তীর কেন ছুঁড়ল না, ম না।'

'আমাদের জ্যান্ত ধরতে চায়,' ব্যাখ্যা করল সানড্যান্স, 'আমরা যে আমাদের নিয়েই পালাতে পেরেছি, এটা ওদের মাথায় আসে নি।'

'তবে এখন টের পেয়েছে ভালোমতো,' বলল স্যান্ডি, 'কয়েকজনকে অবশ্য য়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।'

সামনের প্রান্তরের দিকে মাথা দুলিয়ে ইশারা করল স্যান্ডি। প্রায় সাতটা ান আর সমান সংখ্যক ঘোড়া পড়ে রয়েছে, নিথর। ওদের চোখের সামনেই উঠে বসল এক ইন্ডিয়ান, পরক্ষণে উবু হয়ে দৌড় লাগাল সহযোদ্ধাদের যোগ দেবে বলে। গর্জে উঠল স্যান্ডির রাইফেল, চরকির মতো একটা ঘূর্ণি দড়াম করে আছড়ে পড়ল ইন্ডিয়ান।

'এতক্ষণ ও-ব্যাটার দিকে কড়া নজর ছিল আমার,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল , 'প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল, ঘোড়াটার গায়েই লেগেছে আসলে গুলিটা। জিম, আবার দেখি লাইন বাঁধছে ব্যাটারা, হামলা করবে বোধ হয়।'

আবার এগিয়ে আসতে শুরু করল ইন্ডিয়ানদের লাইনটা, তবে এবার টা জায়গা জুড়ে, রাইডাররা কয়েক গজ দূরে দূরে রয়েছে; খুব ধীরে ছে ওরা; ক্রমান্বয়ে গতি বাড়াচ্ছে পনিগুলোর, আচমকা তুফান বেগে ছুটে ে ওদের দিকে। আত্মরক্ষা করা কঠিন হবে এবার, ভাবল সানড্যান্স, শত্রু

দলবদ্ধ অবস্থায় নেই, আলাদাভাবে নিশানা স্থির করে তারপর টানতে হবে ট্রিগার।

'ওদের বেশি কাছে আসতে দেয়া ঠিক হবে না,' বলল সানড্যান্স, 'তোমরা নিশানা বেছে নাও, নাগালে আসামাত্র ফেলে দেবে।'

'ওই পিনটোর সওয়ারী ব্যাটাকে নিচ্ছি আমি,' বলল স্যান্ডি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টান দিল ট্রিগারে। 'ধুশ শালা!' খিস্তি করে উঠল। শত্রু নয়, লুটিয়ে পড়েছে ওর ঘোড়াটা, সওয়ারী মাটিতে পড়েই গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল, মুঠি পাকিয়ে হুমকি দিল ওদের।

দীর্ঘকায় এক ইন্ডিয়ানকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল সানড্যান্স। এবার হঠাৎ করে বদলে গেল পরিবেশ। ইন্ডিয়ানদের পেছন থেকে ভেসে এল রাইফেলের আকাশ কাঁপানো গর্জন। অন্তত আধডজন পনি সওয়ারীশূন্য হলো, কিন্তু থামল না ওগুলো, ছুটতে লাগল স্বাধীনভাবে। আকস্মিক আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কোমাঞ্চিরা, দলছুট হয়ে পালাতে শুরু করল পথ দিয়ে। ওদের পিছু ধাওয়া করল নবাগতরা, এদের পরনে শাদা মানুষের পোশাক। মাথার টুপি নাচিয়ে আর চিৎকার করে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল স্যান্ডি।

'নিশ্চয়ই জেফরা এসেছে, জিম। অবশেষে আমাদের খোঁজ পেয়েছে!' উল্লাসে চেঁচাচ্ছে সে। 'আরে, তোমার আবার কী হলো? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে আস্ত ব্যাঙ গিলে বসে আছ!'

'ওটা আমাদের আউটফিট হলে বুঝতে হবে এরই মধ্যে নতুন লোক নিয়েছে এস-ই। দলের দশবারজনের একজনকেও পরিচিত ঠেকছে না,' জবাব দিল সানড্যান্স। 'ফুটন্ত তেল থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়ার কথা শুনেছ কখনও?'

স্যান্ডি কোনও জবাব দেয়ার আগেই উদ্ধারকারীরা ফিরে আসতে শুরু করল দ্রুত। ওদের দলপতি রাশ টেনে ঘোড়া থামাল, তারপর তোবড়ানো সোমব্রেরোর কিনারা পেছনে ঠেলে দিতেই নিষ্ঠুর হিংস্র চেহারা বেরিয়ে পড়ল—দোআঁশলা নাভাহো! দুর্গতদের চিনতে পেরে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

'বাহ্, বাহ্! দেখ এরা কারা!' কায়দা করে বলল সে, 'স্যান্ডি, তার বন্ধু, আরে'—বিজয়ীর দৃষ্টিতে শার্লটের দিকে তাকাল— 'এডার্টের মেয়ে সন্দেহ নেই। ইন্ডিয়ানদের কারবার দেখতে এসে দেখা যাচ্ছে তোমাদের মস্ত উপকার করে ফেলেছি!'

'সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ তোমাদের,' সংক্ষেপে বলল সানড্যান্স।

'আচ্ছা!' মুখ ঝামটা মারল দুর্বৃত্ত, 'কিন্তু আমরা যেহেতু রবারের লোক ধন্যবাদটা তাকেই দেয়া উচিত তোমাদের—সামনাসামনি! আমি জানি তোমাদের দেখে দারুণ খুশি হবে বস!'

বন্দী করার কথা আভাসে জানিয়ে দিল নাভাহো, বুঝতে পারল সানড্যান্স। মোটেও অবাক হলো না, এটাই স্বাভাবিক। 'ঠিক আছে,' বলল ও, 'এমনিতেও ...রের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল আমার।'

'চমৎকার, তা হলে এবার আমরা রওনা দিতে পারি—কোমাঞ্চ ভূতগুলোর ...য়ের শখ মিটে গেছে আশা করি,' জবাব দিল নাভাহো। হঠাৎ কুঁচকে ... তার ভুরু। 'একটা কথা, লড়াই করে নিশ্চয়ই কাহিল হয়ে পড়েছ ...রা—এক কাজ করো, তোমাদের অস্ত্রগুলো দিয়ে দাও, আমরাই বয়ে নিয়ে ...।'

...ব্যঙ্গ ঝরিয়ে হাসল সানড্যান্স। 'তোমার চিন্তাভাবনা একটু ঘোলাটে, ...!' পাল্টা জবাব দিল ও, 'অস্ত্রগুলো *কিনে* নিতে হবে তোমাদের—যদি ...র বেশি শখ থাকে—এবং সেজন্যে চড়া দাম দিতে হবে। বুঝেছ?'

বুঝতে পারল দোআঁশলা। রাইফেলটা একটা বোল্ডারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে ... কোমরের কাছে হাত রেখে দাঁড়াল সানড্যান্স, রিভলভারের বাঁট নাগালের ...; চোখ ছোট করে প্রতিপক্ষের চোখের দিকে তাকাল, যেন গেঁথে ফেলবে। ...ত করল নাভাহো, ওই ক্ষিপ্র হাতের মুন্সিয়ানা আগেও দেখা আছে তার। ... বারজনের বিরুদ্ধে এরা মাত্র দুজন...কিন্তু...প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি গেল ...এখনও বিন্দুর মতো পড়ে থাকা লাশগুলো দেখা যাচ্ছে...কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল সে।

'তোমরা আগে আগে যাও—আমরা পেছনে থাকছি,' বলল সানড্যান্স, ...ন্যতম বাঁদরামির আভাস পেলেই সবার আগে তোমাকে জাহান্নামের ...য় পাঠাব আমি, নাভাহো।'

ভুরু কোঁচকাল দোআঁশলা, কিন্তু কোনও জবাব দিল না। পরিষ্কার বুঝতে ...ছে বন্দীদের হত্যা করে তার কোনও লাভ হবে না; তাছাড়া, ওদের প্রতি ...বসের মনোভাবও স্পষ্ট জানা নেই, এনিয়ে কখনও আলোচনা করে নি ...। অবশেষে ওরা যখন রওনা হলো, দলবল নিয়ে সামনে রইল নাভাহো; ...টকে মাঝখানে রেখে ওদের অনুসরণ করল স্যান্ডি আর গ্রীন। ওদের ...লোচনা শুনতে পায় নি শার্লট, কৌতূহলী কণ্ঠে সে জানতে চাইল, 'এই ...কগুলো কারা?'

'রবারের দলের লোক,' ওকে জানাল সানড্যান্স, 'সর্দারের কাছে নিয়ে ... আমাদের, বিপদ এখনও কাটে নি, বুঝলে!'

'রবার?' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল শার্লট, 'কিন্তু সে তো টেক্সাস আউট-ল, ...টা উত্তরে কী করছে?'

'আমাদের অনুসরণ করে এসেছে—ওরাই সেদিন আমাদের গরু স্ট্যাম্পিড ...ছিল।'

পশ্চিম দিকেই যাচ্ছে ভেবে নিজেদের সান্ত্বনা দিল ওরা, তার মানে ... ...দের কাছেপিঠে কোথাওই অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছে রবার। ...টি না দুর্গম ... গতিতে কষ্টকর যাত্রা শেষে আউট-ল ক্যাম্পে পৌঁছুল ওরা।

দলের শেষ তিনজনের চেহারা দেখে বিস্ফারিত হলো ...দের চোখ। ... করে হয়?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল সে।

নিরাবেগ গলায় ঘটনাটা খুলে বলল নাভাহো। কিন্তু রবারের কাছ থেকে আশানুরূপ প্রশংসা পেল না। নিরাসক্ত চেহারায় ওর কথা শুনতে লাগল রবার। তবে অস্ত্র সমর্পণের প্রসঙ্গ আসতেই বলে উঠল, 'অস্ত্র হাতছাড়া করতে রাজি হও নি, জিম?'

ওর কণ্ঠের ব্যঙ্গের ছোঁয়া টের পেল নাভাহো। 'কেড়ে নিতে চাইলে লড়াই করতে হত,' কোনওমতে মুখ বাঁচানোর চেষ্টা করল সে, 'আমার মনে হয় ঠিক কাজই করেছি আমি,' রাগতস্বরে জবাব দিল।

'নিজেকে বাঁচিয়েছ আর কি!' আবার বিদ্রূপ করল রবার। 'যাকগে, এবার আমি জিমের সঙ্গে আলাপ করতে চাই, একা।'

'আমরা যে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছি বুঝতে পারছ না, রবার?' বলল নাভাহো। 'শার্লটি এডার্টকে নিয়ে এসেছি। ওর বাবা এখন মেয়েকে পাবার জন্য সবকটা গরু সানন্দে তুলে দেবে আমাদের হাতে! একেবারে বাজিমাত অবস্থা এমন কিছুরই পরিকল্পনা ছিল বোধ হয় তোমার? জিম আর স্যান্ডি হয়তো মেয়েটাকে নিয়ে আসছিল, আচমকা ইনজুনরা হামলা করায়–'

বসের শীতল দৃষ্টি দেখে চুপ মেরে গেল দোআঁশলা। 'তোমাকে যা বলেছি করো, নাভাহো,' বলল রবার। 'প্রয়োজন মনে করলে তোমার পরামর্শ নেয়ার চেষ্টা করব আমি, ঠিক আছে? যাও, জিমকে আসতে বলো, আমি অপেক্ষা করছি।'

হিংস্র চেহারায় ঘাড় বাঁকা করে শার্লটিদের কাছে ফিরে এল দোআঁশলা রবারের ইচ্ছার কথা জানাল। তারপর গ্রীন চলে গেলে স্যান্ডির দিকে তাকাল শার্লটি, শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কী হতে যাচ্ছে এবার?'

'জানি না,' বলল স্যান্ডি, 'তবে, দেখো, জিম ঠিকই উদ্ধার করবে আমাদের জাদু জানে ও।'

'ওকে খুব পছন্দ করো তুমি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল শার্লটি।

'দুনিয়ায় আর মাত্র দু'জনকে ওর মতো ভালোবাসি আমি,' ইতস্তত করে জবাব দিল স্যান্ডি।

'বাবা-মায়ের কথা বলছ?' জানতে চাইল মেয়েটা।

মাথা নাড়ল স্যান্ডি। 'বাবাকে অবশ্যই, কিন্তু মায়ের কথা তো আমার মনে নেই...'

ক্যাম্পের সীমানায় একটা উপড়ানো গাছের গুঁড়িতে বসে আছে রবার। সানড্যান্স এগিয়ে যেতেই কাষ্ঠ হেসে কাউবয়কে স্বাগত জানাল। বসল গ্রীন, সিগারেট বানাতে শুরু করল।

'হাউডি, জিম,' বলল আউট-ল চীফ, 'নাভাহোর কাছে শুনলাম তুমি নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

'ও যেন আমাকে বন্দী করে এনেছে না ভাবে সেজন্যেই কথাটা বলেছিল ও এখন,' জবাব দিল গ্রীন।



মাথা দোলাল রবার। 'যাই হোক, দেখা যাচ্ছে হেরে গেছ তুমি, জিম, আমি জিতেছি,' বলল সে।

ভুরু নাচাল সানড্যান্স। 'তাই?' বলল ও, 'কিন্তু খেলাই তো শেষ হলো না এখনও, হারজিতের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?'

'বোকার মতো কথা বোলো না,' পাল্টা জবাব দিল রবার। 'পৃথিবীতে শার্লটের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই এডার্টের। তুরুপের তাস বলতে পার মেয়েটাকে এবং সে এখন আমার হাতে বন্দী।'

'কিন্তু এই তাসটা তুমি খেলবে না,' শান্ত কণ্ঠে বলল সানড্যান্স।

চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল আউট-ল চীফ। 'কে বলেছে তোমাকে! আমাকে আটকাচ্ছে কে?'

'তুমি নিজে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল সানড্যান্স। 'আমার কথা শোনো, রবার, তুমি কঠিন মানুষ, জানি, তোমার মতো আর দেখি নি–কিন্তু তোমার মনের গভীরে একজন ভালো মানুষ বাস করে–ভুলে যাও নি যে একদিন তুমি নিজেও পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করতে, প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে তাদের; হয়তো সেই সময় স্রেফ মিস এডার্টের মতো কোনও মেয়ের প্রতি বাজে কথা বলার দোষেই যে কাউকে গুলি করতে দ্বিধা হত না তোমার। আজ ভাগ্যচক্রে এই মেয়েটা তোমার হাতে বন্দী হয়েছে, কিন্তু ওর বাবাকে সর্বস্বান্ত করার অস্ত্র হিসাবে কিছুতেই ওকে ব্যবহার করতে পারবে না তুমি, কথাটা খুব ভালো করে জানা আছে তোমার।'

মুহূর্তের জন্যে সানড্যান্সের আশঙ্কা হলো খোঁচাটা বেশি হয়ে গেছে, এখুনি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আউট-ল। তার শীতল চোখজোড়া গরম হয়ে গেছে, বিশাল হাত মুঠি পাকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল রবার, কিন্তু আবার যখন কথা বলল কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল প্রচণ্ড আবেগে ভেতরে ভেতরে কাঁপছে সে।

'অতীত অতীতই, ও-নিয়ে কথা বলার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে!' ভারি কণ্ঠে বলল সে। 'মেয়েটা কীভাবে আমার এখানে এল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন? স্যাম এডার্টের চোখে আমি একজন ঘৃণ্য রোড এজেন্ট–রাসলার ছাড়া কিছু নই, আমাকে ধরতে পারলে–' দাঁত খিচাল সে– 'সোজা নিয়ে ফাঁসিতে লটকে দেবে। না, আমি ওর দোষ দিই না, কিন্তু এইবার ওকে বাগে পেয়েছি আমি। এরকম একটা মওকা ছেড়ে দেয়ার মতো বদ্ধ উন্মাদ আমি নই আমার লোকজনকে কী বলে পোষ মানাব আমি এরপর?'

টুপির কিনার নীচে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সানড্যান্সের চোখ। 'এভাবে কথাটা ভাবি নি আমি,' স্বীকার করল সে, 'হ্যাঁ, ওদের বাগে আনতে অবশ্য একটু কষ্ট হবে তোমার।'

আউট-লয়ের চোয়াল চেপে বসেছে, লক্ষ করল সানড্যান্স। কিন্তু নিজের চেহারা অপরিবর্তিত রাখল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল রবার। কয়েক মুহূর্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভাবল সে, কুঁচকে আছে ভুরুজোড়া। অবশেষে

উঠে দাঁড়াল সে, গ্রীনকে ইশারায় অনুসরণ করতে বলল। দলবেঁধে দোআঁশলার কথা শুনছিল দুর্বৃত্তরা, সর্দারকে দেখে পথ ছেড়ে দিল।

'তাহলে তোমার মনের কথা সবাইকে বোঝাতে পেরেছ, নাভাহো?' জানতে চাইল রবার।

কাঁধ ঝাঁকাল দোআঁশলা। 'এখানে বোঝানোর কী আছে!' জবাব দিল সে। 'গরুর পাল আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে যাবে এভার্ট, এটা তো সোজা হিসাব!'

বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়াল আউট-ল চীফ, দৃষ্টি নির্লিপ্ত। 'এখুনি ওর বাপের কাছে ফিরে যাবে মেয়েটা, বিনা শর্তে!' জোর গলায় বলল সে। 'মেয়েদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি না আমি!'

ওর সিদ্ধান্ত শুনে মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেল সবাই, তারপর গুঞ্জন শুরু হলো। প্রতিবাদের ঝড়ের মধ্যে গলা চড়িয়ে নাভাহো বলল, 'দেখো, রবার, এই ব্যাপারে আমাদের মত নেয়া উচিত তোমার। তুমি যা বলবে, তাই হবে–এটা চলতে পারে না!'

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি,' জবাব দিল রবার, 'আমি যতক্ষণ বস, আমার কথাই এখানে আইন!'

'আইনের গুলি মারি,' হিসহিস করে বলে উঠল একজন, 'তাহলে নতুন একজন বস বেছে নেয়াই ভালো!'

ঝলসে উঠল লোকটার হাত, মুহূর্তের জন্যে তালুর ওপর ইস্পাতের ঝলক দেখা গেল, আরেকটু হলেই রবারের বুকে বিঁধত ছুরিটা; কিন্তু সতর্ক নজর ছিল সানড্যান্সের, ওর কোমরের কাছ থেকে ঝলকে উঠল অগ্নিশিখা, লোকটার ছিন্নভিন্ন হাত থেকে খসে পড়ল ছুরিটা। পরের সেকেন্ডে বুক থেকে হাত নামাল রবার, শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করেই পর পর দুবার গুলি করল আততায়ীর দিকে, দুটো গুলিই তার বুকে লাগল। টলতে টলতে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল লোকটা, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে, গালির তুবড়ি ছোটাতে ছোটাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আততায়ীর লাশের দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করল না রবার, কঠিন দৃষ্টি হানল বাকি সদস্যের দিকে, ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেছে যেন; সারা শরীর কাঁপছে, কেবল রিভলভার ধরা হাতটা স্থির, ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে ব্যারেলের মুখে।

'আর কেউ আছে?' কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল সে, 'আর কে আমার ওপর কথা বলতে চাও? নাভাহো, ওই কয়োটেটাকে আগে ভাগে পড়িয়ে রেখেছিলে তুমি, আমার জায়গা দখল করার আশা তোমার মনে। সামনে বেড়ে ড্র করো, এখুনি এখানেই ফয়সালা হয়ে যাক।'

কৌতূহলী চেহারায় দোআঁশলাকে জরিপ করতে লাগল সবাই। এখানে যে কেউ রবারকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু তারপর লড়াই বেধে যাবে, কারণ রবারের বিশ্বস্ত লোকও রয়েছে; তার ওপর একহারা গড়নের কাউবয়টা উপস্থিত,



পিস্তলে যার ক্ষিপ্রতা প্রশ্নাতীত। সাহসের পরীক্ষায় নামার সাহসে কুলোল না দোআঁশলার।

'আমাকে আগাগোড়া ভুল বুঝেছ তুমি, রবার,' প্রতিবাদ জানাল সে, 'ঝামেলা করার কোনও ইচ্ছা আমার কিংবা আর কারও নেই; গরুর পাল হাত করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। আমার কাছে যেটা সহজ উপায় মনে হয়েছে, সেটার কথাই বলেছিলাম। কিন্তু তোমার মাথায় ভিন্ন কোনও পরিকল্পনা থেকে থাকলে, ঠিক আছে, আমাদের কিছু বলার নেই।'

নিজের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরে ব্যাপারটাকে আর বেশিদূর গড়াতে দিল না রবার। এদের রগ তার চেনা, স্বার্থ আছে বলেই ওর পক্ষে কাজ করছে, হারানোর কোনও ভয় নেই বোঝাতে পারলে ওদের বশে রাখতে কষ্ট হয় না।

'আমি গরুগুলো হাত করতে চাই অবশ্যই–স্বীকার করতে বাধা নেই–আমাকে ওগুলো হাত করতেই হবে, যে কোনও উপায়ে,' চট করে বলল রবার, 'সুতরাং এ-ব্যাপারে তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার কোনও কারণ নেই।'

বেপরোয়া ভঙ্গিতে পেছন ফিরল রবার, তারপর আবার উপড়ানো গাছের কাছে ফিরে এল। ওকে অনুসরণ করল সানড্যান্স। রাগের চোটে দুর্বল হয়ে গেছে যেন আউট-ল চীফ, ম্লান লাগছে চেহারা। এক মুহূর্ত নীরব রইল সে, অবশেষে বলল, 'কিন্তু মেয়েটাকে তার বাবার কাছে ফেরত পাঠাই কী করে? প্রায় দশ মাইল দূরে তোমাদের ক্যাম্প। আমার কোনও লোককে দিয়ে তো পাঠানো সম্ভব নয়; তাছাড়া, এই মুহূর্তে ওদের কাউকে চোখের আড়ালে যেতে দেয়া ঠিকও হবে না।'

'স্যান্ডিকে দিয়ে পাঠাও, আমি কথা দিচ্ছি, আবার ফিরে আসবে সে–একা,' প্রস্তাব দিল সানড্যান্স। 'ওকে বলে দাও, ওর একা ফিরে আসার ওপর আমার জীবন নির্ভর করছে–অবশ্য আমি তার দরকার দেখি না।'

'ওকে এতদূর বিশ্বাস করো?' অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে জানতে চাইল আউট-ল চীফ।

মাথা দোলাল সানড্যান্স।

'ঠিক আছে, আর কোনও উপায় নেই যখন,' বলল রবার।

স্যান্ডি আর শার্লট উদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা করছিল, ওদের কাছে এল সে। গুলির শব্দ শুনেছে শার্লটরা, স্যান্ডি ধরে নিয়েছে অন্তত একজনের মৃত্যু ঘটেছে খানিক আগে। সাহসী মেয়ে শার্লট, বেপরোয়া ভাব নিয়ে বিখ্যাত আউট-লর দিকে তাকাল। ওকে এক নজর দেখে কর্কশ কণ্ঠে রবার বলল, 'তোমাকে আমার দরকার নেই। এই ছেলেটা–' ইশারায় স্যান্ডিকে দেখাল সে– 'তোমাকে ক্যাম্পে পৌঁছে দেবে, তেমন দূরের রাস্তা নয়।'

'ধন্যবাদ,' বলল শার্লট, 'আমার বাবা খুব–'

'ভুল ধারণা করে বোসো না,' দ্রুত বাধা দিল রবার। 'এভার্টকে বলে দিয়ো মেয়েদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি না আমি, শেষ পর্যন্ত এমনিও আমার

জিতব।' ইশারায় একপাশে ডেকে নিল সে স্যান্ডিকে। 'ঠিক পশ্চিম বরাবর এগোলেই ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে, চিনতে ভুল হবে না তোমার–এবার আমাকে কথা দিতে হবে–মেয়েটাকে তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে একা ফিরে আসবে তুমি। যদি না আসো কিংবা তোমার সঙ্গে কোনও লোক থাকে, তোমার বড় অসুবিধে হবে। বুঝতে পেরেছ?'

'আমি ফিরে আসব–যদি ইন্ডিয়ানদের হাতে ধরা না পড়ে যাই,' প্রতিশ্রু দিল স্যান্ডি। 'ও, হ্যাঁ, রবার, কথাটা না বলে পারছি না, চমৎকার একটা কাজ–'

'ধেৎ, রাখো ওসব প্যাঁচাল,' স্যান্ডির কথা উড়িয়ে দিল আউট-ল চীফ। 'মেয়েটা এখানে থাকলে আমাদের অসুবিধে হবে, ব্যস, ওকে ছেড়ে দেয়ার পেছনে মহৎ কোনও কারণ নেই। এবার যাও, জলদি বেরিয়ে পড়ো।'

ওরা বিদায় নেবার পর সানড্যান্সের কাছে এল রবার।

'তোমার রিভলভারজোড়ার কী হবে, জিম?'

'স্যান্ডি না ফেরা অবধি এখানে থাকার কথা দিয়েছি, ততক্ষণ এগুলো আমার কাছে থাকাই কি ভালো নয়?'

ওর কথা উল্টেপাল্টে দেখল রবার। দলের মধ্যে ফের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে গ্রীনের সাহায্য পাওয়া যাবে, নিঃসন্দেহে।

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছ,' অবশেষে বলল সে।

এদিকে মন্থর গতিতে এস-ই ক্যাম্পের সম্ভাব্য অবস্থানের উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছে শার্লট আর স্যান্ডি–মাইলখানেক নীরবে এগোনোর পর শার্লটের প্রথম কথা শুনে চমকে উঠল কাউবয়।

'ওদের অনেকেই তোমাকে চেনে মনে হলো,' বলল মেয়েটা।

'আগেও আমাদের দেখা হয়েছিল আরকি,' স্বীকার করল স্যান্ডি, 'ছন্নছা লোকদের হাজার রকম মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়।'

এরপর আর কোনও কথা বলল না শার্লট।

স্যান্ডি কিংবা সানড্যান্স কেউ ফিরে আসে নি। এস-ই ক্যাম্পে শার্লটের অনুপস্থিতি তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। সার্চপার্টি গিয়েছিল, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের কৌশলে দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যাওয়ায় ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়েছে তাদের: একটা পাথুরে জমিতে ট্র্যাক হারিয়ে অবশেষে ফেরত এসেছে তারা। শার্লট ছাড়া উদ্ধারকারীরা ফিরে আসায় রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেছে স্যাম এভার্ট–যাকে সামনে পাচ্ছে যাচ্ছেতাই বলে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে, নিজেকেও রেহাই দিচ্ছে না। মেয়েটাকে এভাবে বিপদের মধ্যে টেনে আনার জন্যে দোষারোপ করছে নিজেকে।

রাত পেরিয়ে সকাল হলো। প্রতিটি লোকের চেহারায় কেমন যেন অসহায়ত্বের ছাপ, চূড়ান্ত ক্লান্ত। আগুনের পাশে ঠেস দিয়ে চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে ফোরম্যানের দিকে তাকাল স্যাম এভার্ট।

'ওকে সঙ্গে আনাই উচিত হয় নি!' চড়া গলায় বলল সে। 'জেফ, এক



যেভাবেই হোক ট্রেইল খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে, দরকার হলে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো–'

'তাহলে গরু–' বলতে গেল ফোরম্যান, এভার্টের চোখ জ্বলে উঠছে দেখে চুপ মেরে গেল।

'অ্যাই, জেফ, দু'জন ঘোড়সওয়ার আসছে এদিকে,' চিৎকার করে জানালে পিবলস।

দৌড়ে পিবলসের পাশে এসে দাঁড়াল ফোরম্যান। উপত্যকায় প্রবেশ করছে দু'জন ঘোড়সওয়ার। এক মুহূর্ত ওদের জরিপ করল জেফ, তারপর হতাশ চেহারায় মাথা নাড়ল।

'ওটা জিমের ব্ল্যাক নয়,' বলল সে।

'হয়তো ঘোড়া বদলেছে,' বোঝানোর চেষ্টা করল পিবলস।

'ওরা নয়,' জবাব দিল জেফ। আগন্তুকরা আরও কাছে আসার পর সে আবার বলল, 'ওহ, মিস্টার বাউড্রি।'

ক্যাম্পে এল সেই জুয়াড়ী, সঙ্গে মাঝবয়সী কুঁজো এক লোক, মুখটা ঘোড়ার মতো ধূর্ত, চোখজোড়া কোটরে-বসা। জেফদের উদ্দেশে মৃদু মাথা দুলিয়ে স্যাম এভার্টের দিকে এগিয়ে গেল তারা, স্যাডল থেকে নামল।

এভার্টের সঙ্গে করমর্দন করল বাউড্রি, সঙ্গীর পরিচয় দিল, 'এর নাম ডেভিড, আমরা এক সঙ্গে একটা ব্যবসা করার কথা ভাবছি।'

প্রায় নিরুৎসুক চেহারায় নবাগত অতিথিকে স্বাগত জানাল র‍্যাঞ্চার–মিস্টার ডেভিডের চেহারা-সুরত আকর্ষণীয় নয়। শার্লটের কথা জানতে চাইল বাউড্রি, দুর্ঘটনার কথা সবিস্তারে বলল এভার্ট, জুয়াড়ীর প্রতিক্রিয়া তাকে অবাক করল। বাউড্রির হালকাবাদামী চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ল।

'হায় খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়েছে মিস শার্লট! কী ভয়ানক কথা! তুমি ওকে উদ্ধার করার কোনও ব্যবস্থা নাও নি?'

উদ্ধার-চেষ্টার কথাও বলল এভার্ট। খিস্তি করে উঠল বাউড্রি। 'শয়তানের বাচ্চাদের আখড়ার খোঁজ না পেলে কিছুই করা যাবে না। তুমি কোনও পরামর্শ দিতে পারো, ডেভ?'

'নাহ্,' জবাব দিল আগন্তুক, 'আমরা কেমন এলাকা দিয়ে এসেছি জানোই তো।'

বাউড্রি জানাল ফোর্ট ওঅর্থ থেকে উত্তর-পশ্চিমে যাচ্ছিল ওরা, এখান থেকে খানিকটা দূরে ক্যাটল-ট্রেইল দেখে এস-ই আউটফিট কিনা দেখার জন্যে এসেছে এদিকে।

সময় গড়িয়ে চলল ঘটনাহীন। সার্চ পার্টি বেরিয়ে গেল,
তাদের হাতে কোনও কাজ নেই। সূর্যাস্তের সময় ঘনিয়ে
ঘরে ফিরে এল রাইডাররা, ইন্ডিয়ানদের ট্রেইলের কোনও
শোকের গভীর ছায়া পড়ল ক্যাম্পের সবার মনে।

ধরে নিল ওরা।

কিন্তু গোধূলি লগ্ন যখন শেষের পথে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারদিকে, এমন সময় ক্লান্ত ঘোড়ায় চেপে ক্যাম্পে হাজির হলো স্যান্ডি আর শার্লট। চোখের পলকে উৎফুল্ল কাউবয়ের দল ঘিরে ফেলল ওদের। হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে আবার সশরীরে ফিরে আসতে দেখে চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের। ওর পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল শার্লট। এক হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরল এভার্ট, আরেক হাত বাড়িয়ে দিল স্যান্ডির দিকে।

'আবারও বলছি, তোমার এই ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারব না আমি,' বলে উঠল সে।

স্বভাবতই সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো শার্লট। সবাই জানতে চায় ঘটনা কী? সানড্যান্সের হাতে রেড ফক্সের মৃত্যুর কথা শোনামাত্র 'সাবাস জিম!' 'টেক্সানদের জুড়ি নেই!' ইত্যাদি বলে চিৎকার ছাড়ল সবাই। কিন্তু শার্লট যখন বলল রবারের লোকেরা এসে ইন্ডিয়ানদের সাঁড়াশী আক্রমণ থেকে উদ্ধার করেছে তখনই মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল বাউড্রি।

'এখানে কী করছে ওই রোড এজেন্ট?' জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমাকে অনুসরণ করছে লোকটা, স্যাম?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে-ই আমাদের গরু স্ট্যাম্পিড করিয়েছিল,' জানাল ফোরম্যান জেফ।

'কিন্তু আমার গরু হাত করাই যদি তার মতলব হয় তাহলে তোমাকে আর স্যান্ডিকে ছেড়ে দিল কেন?' শার্লটকে জিজ্ঞেস করল এভার্ট, 'আমাকে কাবু করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হাতে পেয়েছিল সে?'

'রবার তোমাকে জানাতে বলেছে মেয়েদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার দরকার হবে না তার, এমনিতেই নাকি জিতবে,' বলল শার্লট।

'হুঁহ্! এ-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে,' বলল র‍্যাঞ্চার, মেয়েকে ফিরে পেয়ে আবার আগের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছে সে। স্যান্ডির দিকে তাকাল এবার। 'তুমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবে?'

'না, তবে আমার ধারণা, জিম বোধ হয় কিছু বুঝিয়েছে ওকে, সেজন্যেই নিজে রয়ে গেছে ওর আস্তানায়। আমাকেও আবার ফিরে যেতে হবে।'

'অসম্ভব!' গর্জে উঠল র‍্যাঞ্চার।

'কিন্তু আমি কথা দিয়েছি,' বলল স্যান্ডি।

'ছিঁচকে গরু-চোরের কাছে কথা দিলেই কি আর না দিলেই কি!'

শার্লটের দিকে তাকাল স্যান্ডি। আগুনের ফ্যাকাসে আলোয় ম্লান দেখাচ্ছে ওর চেহারা, মুখে কিছু না বললেও তার চোখের ভাষা বুঝতে পারল কাউবয়।

'রবার বলে দিয়েছে আমি না ফিরলে জিমের খারাপ হবে,' আবার বলল স্যান্ডি।

'নাম ধরে বলেছে নাকি?' মাঝখান থেকে প্রশ্ন করল বাউড্রি।

নাহ, বলেছে, তোমার বন্ধুর খারাপ হবে,' চট করে জবাব দিল স্যান্ডি,



'এবং জিম যেহেতু আমার বন্ধু, সেজন্যেই ফিরে যাব আমি—একা।'

ফের প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল র‍্যাঞ্চার, কিন্তু বাধা দিল শার্লট। 'বাবা, ওকে যেতে দাও,' বলল সে, মেয়েটার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, ধক করে উঠল স্যান্ডির বুক, 'তুমি হলেও ঠিক এইরকম করতে।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল র‍্যাঞ্চার, কিন্তু স্যান্ডির দিকে কোমল চেহারায় তাকাল। 'শার্লট মিথ্যে বলে নি, বয়,' স্বীকার করল, 'ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই তোমার, কিন্তু রবারকে বলো, তোমার কিংবা জিমের কোনও ক্ষতি হলে ওকে আমি ছাড়ব না, ঠিক ফাঁসিতে ঝোলাব, দরকার হলে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করব ওকে।'

হাসল স্যান্ডি। 'ঠিক আছে, বলব, কিন্তু সহজে ভয় পাবার লোক রবার নয়।'

এক ঘণ্টা পর খেয়েদেয়ে রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিল স্যান্ডি, একটা তরতাজা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল, তারপর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ করল শার্লটের সঙ্গে, ওর মসৃণ হাত ধরে বিদায় নিল। ফিসফিস করে শার্লট বলল, 'গুডলাক, স্যান্ডি!' আউট-ল ক্যাম্পের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল কাউবয়, শার্লটের চোখের কোমল দৃষ্টি সারাটা পথ তার সঙ্গী হয়ে রইল।

আগুনের পাশে একা বসে আছে স্যাম এভার্ট আর চাক বাউড্রি। নির্দিষ্ট তাঁবুতে ঘুমোতে গেছে মেয়েরা; ঘুমন্ত গরুগুলো একনজর দেখার জন্যে গেছে ডেভিড লোকটা। একটা কালো সিগারের গোড়া চিবুচ্ছিল বাউড্রি, সে-ই প্রথম কথা বলল।

'রবারের আচরণ আমার বোধগম্য হচ্ছে না, স্যাম,' চিন্তিত শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে তোমাকে। কেন?'

'খোদা মালুম,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার, 'শার্লটের মতে রবার এখনও হয়তো হৃদয়হীন পাষণ্ড হয়ে যায় নি; অবশ্য দুর্বৃত্তদের সম্পর্কে মেয়েরা নানারকম রোমান্টিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে; রবারকে টেক্সাসের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ আউট-ল হিসাবে গণ্য করা হয়, তার সম্পর্কে সত্যি-মিথ্যা নানা গল্প নিশ্চয়ই আগেও শুনেছে ও।'

'ড্রাইভ শুরুর ঠিক আগ-মুহূর্তে দু'জন নতুন লোক যোগ দিয়েছে তোমার আউটফিটে, আমার মনে হয়েছে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছে ওরা,' ধীর গতিতে অগ্রসর হলো বাউড্রি, 'ওদের একজন—গ্রীনের সঙ্গে সানড্যান্সের চেহারার বর্ণনা কিন্তু অনেকটাই মিলে যায়।'

'কিন্তু সানড্যান্সের সর্বশেষ দুষ্কর্মের সময় এস-ই রেঞ্জে ছিল গ্রীন,' সাফাই গাইল র‍্যাঞ্চার।

'সত্যি, কিন্তু এমনও তো হতে পারে, রবারেরই কোনও চাল। হয়তো সানড্যান্সের জন্যে অ্যালিবাই তৈরি করতে করেছিল কাজটা।'

'তুমি বলতে চাইছ গ্রীন আর স্যান্ডির সঙ্গে রবারের গোপন আঁতাত আছে?'

খসখসে কণ্ঠে জানতে চাইল এডার্ট।

'আমি স্রেফ সম্ভাবনার কথা বলছি, আর কিছুই না,' জবাব দিল বাউড্রি 'তোমার মেয়েই তো বলল আউট-লদের অনেকেই নাকি ওদের চেনে।'

'তা হলে ওরা স্ট্যামপিডের পর হাজারখানেক গরু উদ্ধার করে এনেছি কেন?' আবার জিজ্ঞেস করল এডার্ট।

হাসল বাউড্রি। 'একটা কথা নিশ্চয়ই মানবে, গরুগুলো কোথায় পাওয়া যাবে আগে থেকেই জানত ওরা,' বলল সে, 'শোনো, স্যাম, স্ট্যামপিডের পর হয়তো রবার বুঝতে পেরেছে কাজটা ঠিক হয় নি, তারচেয়ে ড্রাইভ শেষ হয়ে এলে বাজারের কাছাকাছি কোনও জায়গায় গরুগুলো ছিনিয়ে নিলেই অনেক সুবিধা, চার-পাঁচ গুণ বেশি দাম পাবে একেকটা গরুর জন্যে। কে জানে, হয়তো একারণেই আপাতত তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে সে।'

কুঁচকে উঠল র‍্যাঞ্চারের ভুরু। এইভাবে চিন্তা করলে বাউড্রির কথা সত্যি হতে পারে বলেই মনে হয়! রবার ওকে খেলাচ্ছে ভাবতেই মাথা তেতে উঠল স্যামের।

'কিন্তু আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার কী ব্যাখ্যা?'

'ব্যাখ্যা করার কী আছে, প্রথমে হয়তো সে মনে করেছিল পয়লা সুযোগেই গরুগুলো হাত করে নিতে হবে। আমার সন্দেহ বড় দাঁও মারার কথা আরও পরে মাথায় এসেছে তার এবং বাজি ধরে বলতে পারি গ্রীনই যুগিয়েছে ওকে বুদ্ধিটা। আর যাই হোক, গ্রীন নির্বোধ নয়, কথাটা মনে রেখো।'

'তোমার কথা মেনে নিতে পারছি না, চাক,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার।

হাসল বাউড্রি। 'তা না মানতে পার,' সহজ কণ্ঠে বলল সে, 'তবে আগেই বলে রাখছি, শিগগিরই ফিরে আসছে ওই দুইজন, এখানে থেকেই রবারের বেশি উপকারে আসবে ওরা।'

'ওরা ফিরে এলেই খুশি হবো আমি,' সোজাসাপ্টা বলল র‍্যাঞ্চার। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে তার মনের জমিতে 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা ভাবছ, চাক?'

'আমরা হয়তো কোনওভাবে তোমাদের সাহায্য করতে পারব,' জবাব দিল জুয়াড়ী।

'তোমাদের সঙ্গে পেয়ে খুশি হলাম,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল বাউড্রি, তারপর যেন অনেক চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে, এমন ভাব করে জ্বলন্ত সিগারেট আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল।

'স্যাম, আমার পেশা তো তুমি জানো,' ভূমিকা দিল সে, 'কিন্তু নতুন করে জীবন শুরু করার কথা ভাবছি আমি ইদানীং, জুয়া খেলা ছেড়ে দেব। গরু বিক্রি করে তুমি আমার পাওনা মিটিয়ে দেয়ার পর একটা র‍্যাঞ্চ করে গরুর ব্যবসায় নামব—এস-ই রেঞ্জের কাছেই একটা জায়গা পছন্দ করেছি। রেলওয়ে দ্রুত পশ্চিমে আসছে, তাছাড়া উত্তরের র‍্যাঞ্চগুলোয় গরুর চাহিদা বাড়ছে হু হু



...র, এই অবস্থায় গরু বিক্রি করে প্রচুর টাকা কামানো যাবে। তবে আসল ...ল, এবার স্থির হতে চাইছি আমি, বিয়ে করে সংসার পাতব বলে ভাবছি।'

'এ তো আনন্দের কথা, চাক!' বলল র‍্যাঞ্চার, 'তার মানে মেয়ের খোঁজেই ...য়েছে এবার, তাই না?'

জুয়াড়ী হাসতেই ঝকঝকে শাদা দাঁত ঝিলিক মেরে উঠল। 'তা নয়,' বলল 'অবশ্য মেয়েটা এখন উত্তরেই যাচ্ছে, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, ...মুহূর্তে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে সে।'

বিস্ফারিত চোখে সোজা হয়ে বসল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি—শার্লট—শার্লটের কথা ...ছ?' অবিশ্বাস ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে।

'আপত্তি আছে তোমার?'

'এভাবে কখনও চিন্তা করি নি আমি,' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল ...া র‍্যাঞ্চার।

কথাটা সত্যি। বাউড্রি ঘনঘন এস-ই র‍্যাঞ্চে আসা-যাওয়া করলেও শার্লটই ...র আগমনের কারণ, একথা কখনোই র‍্যাঞ্চারের মনে আসে নি। কিন্তু এখন ...্য কথাটা শোনার পর সহসা উপলব্ধি করল বাউড্রি সম্পর্কে বলতে গেলে ...ুই জানা নেই তার, শুধু জানে তার পেশা জুয়া-খেলা; এখনও চল্লিশ পেরোয় ... পরিপাটি বেশভূষায় থাকে চব্বিশঘণ্টা, দেখলেই বোঝা যায় সচ্ছল, মেয়েরা ...জেই তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু...

'তোমার আপত্তি আছে, স্যাম?'

'শার্লটের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'না। ভাবলাম তোমার সঙ্গে আগে আলাপ সেরে নেয়াই ভালো।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এডার্ট। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার পথ ...ওয়া গেছে। শার্লটের প্রতি স্যান্ডির দুর্বলতা আগেই টের পেয়েছে সে, ...য়েটাও বারবার আড়চোখে স্যান্ডির দিকে তাকিয়েছে, লক্ষ করেছে; সম্ভবত ...স্পরের প্রেমে পড়তে যাচ্ছে ওরা। যদিও মেয়েদের মন বোঝা দায়, কিন্তু ... অন্তত এটুকু বোঝে, বাউড্রি যত পয়সাওলাই হোক, মাঝবয়েসী ...কটাকে কখনোই স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবে না শার্লট। এবার আরও ...বিশ্বাসী গলায় জবাব দিল সে। 'এটা একেবারে শার্লটের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ...। যদিও ওকে নিজের মেয়ের মতোই দেখি, কিন্তু জোর করে ওর ওপর ...ার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারব না আমি। ও যা বলবে তাই হবে, আমার ...ও মতামত নেই এখানে।'

'বেশ,' সহজ কণ্ঠে বলল বাউড্রি, 'আমার হয়ে তোমাকে সুপারিশ ... ... না আমি, স্যাম। যাকগে, এবার বলো, এখান থেকে কখন ... ... ভাবছ?'

'এখনও ঠিক করি নি—জিমদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে'

'ওরা ঠিকই ফিরবে—এসেই দুর্দান্ত একটা ... ... ...াদের,' বাঁকা স্বরে বলল বাউড্রি।

খসখসে কণ্ঠে জানতে চাইল এডার্ট।

'আমি স্রেফ সম্ভাবনার কথা বলছি, আর কিছুই না,' জবাব দিল বাউড্রি 'তোমার মেয়েই তো বলল আউট-লদের অনেকেই নাকি ওদের চেনে।'

'তা হলে ওরা স্ট্যাম্পিডের পর হাজারখানেক গরু উদ্ধার করে এনেছিল কেন?' আবার জিজ্ঞেস করল এডার্ট।

হাসল বাউড্রি। 'একটা কথা নিশ্চয়ই মানবে, গরুগুলো কোথায় পাওয়া যাবে আগে থেকেই জানত ওরা,' বলল সে, 'শোনো, স্যাম, স্ট্যাম্পিডের পর হয়তো রবার বুঝতে পেরেছে কাজটা ঠিক হয় নি, তারচেয়ে ড্রাইভ শেষ হয়ে এলে বাজারের কাছাকাছি কোনও জায়গায় গরুগুলো ছিনিয়ে নিলেই অনেক সুবিধা, চার-পাঁচ গুণ বেশি দাম পাবে একেকটা গরুর জন্যে। কে জানে, হয়তো একারণেই আপাতত তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে সে।'

কুঁচকে উঠল র‍্যাঞ্চারের ভুরু। এইভাবে চিন্তা করলে বাউড্রির কথা সত্যি হতে পারে বলেই মনে হয়! রবার ওকে খেলাচ্ছে ভাবতেই মাথা তেতে উঠল স্যামের।

'কিন্তু আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার কী ব্যাখ্যা?'

'ব্যাখ্যা করার কী আছে, প্রথমে হয়তো সে মনে করেছিল পয়লা সুযোগেই গরুগুলো হাত করে নিতে হবে। আমার সন্দেহ বড় দাঁও মারার কথা আরও পরে মাথায় এসেছে তার এবং বাজি ধরে বলতে পারি গ্রীনই যুগিয়েছে ওকে বুদ্ধিটা। আর যাই হোক, গ্রীন নির্বোধ নয়, কথাটা মনে রেখো।'

'তোমার কথা মেনে নিতে পারছি না, চাক,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার।

হাসল বাউড্রি। 'তা না মানতে পার,' সহজ কণ্ঠে বলল সে, 'তবে আগেই বলে রাখছি, শিগগিরই ফিরে আসছে ওই দুইজন, এখানে থেকেই রবারের বেশি উপকারে আসবে ওরা।'

'ওরা ফিরে এলেই খুশি হবো আমি,' সোজাসাপ্টা বলল র‍্যাঞ্চার। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে তার মনের জমিতে 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা ভাবছ, চাক?'

'আমরা হয়তো কোনওভাবে তোমাদের সাহায্য করতে পারব,' জবাব দিল জুয়াড়ী।

'তোমাদের সঙ্গে পেয়ে খুশি হলাম,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল বাউড্রি, তারপর যেন অনেক চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে, এমন ভাব করে জ্বলন্ত সিগারেট আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল।

'স্যাম, আমার পেশা তো তুমি জানো,' ভূমিকা দিল সে, 'কিন্তু নতুন করে জীবন শুরু করার কথা ভাবছি আমি ইদানীং, জুয়া খেলা ছেড়ে দেব। গরু বিক্রি করে তুমি আমার পাওনা মিটিয়ে দেয়ার পর একটা র‍্যাঞ্চ করে গরুর ব্যবসায় নামব—এস-ই রেঞ্জের কাছেই একটা জায়গা পছন্দ করেছি। রেলওয়ে দ্রুত পশ্চিমে আসছে, তাছাড়া উত্তরের র‍্যাঞ্চগুলোয় গরুর চাহিদা বাড়ছে হু হু



..., এই অবস্থায় গরু বিক্রি করে প্রচুর টাকা কামানো যাবে। তবে আসল ..., এবার স্থির হতে চাইছি আমি, বিয়ে করে সংসার পাতব বলে ভাবছি।'

'এ তো আনন্দের কথা, চাক!' বলল র‍্যাঞ্চার, 'তার মানে মেয়ের খোঁজেই ...য়েছে এবার, তাই না?'

জুয়াড়ী হাসতেই ঝকঝকে শাদা দাঁত ঝিলিক মেরে উঠল। 'তা নয়,' বলল ... 'অবশ্য মেয়েটা এখন উত্তরেই যাচ্ছে, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, ... মুহূর্তে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে সে।'

বিস্ফারিত চোখে সোজা হয়ে বসল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি—শার্লট—শার্লটের কথা ...?' অবিশ্বাস ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে।

'আপত্তি আছে তোমার?'

'এভাবে কখনও চিন্তা করি নি আমি,' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল ...া র‍্যাঞ্চার।

কথাটা সত্যি। বাউড্রি ঘনঘন এস-ই র‍্যাঞ্চে আসা-যাওয়া করলেও শার্লটই ... আগমনের কারণ, একথা কখনোই র‍্যাঞ্চারের মনে আসে নি। কিন্তু এখন ...্য কথাটা শোনার পর সহসা উপলব্ধি করল বাউড্রি সম্পর্কে বলতে গেলে ...ই জানা নেই তার, শুধু জানে তার পেশা জুয়া-খেলা; এখনও চল্লিশ পেরোয় ... পরিপাটি বেশভূষায় থাকে চব্বিশঘণ্টা, দেখলেই বোঝা যায় সচ্ছল, মেয়েরা ...জেই তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু...

'তোমার আপত্তি আছে, স্যাম?'

'শার্লটের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'না। ভাবলাম তোমার সঙ্গে আগে আলাপ সেরে নেয়াই ভালো।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এডার্ট। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার পথ ...ওয়া গেছে। শার্লটের প্রতি স্যান্ডির দুর্বলতা আগেই টের পেয়েছে সে, ...েটাও বারবার আড়চোখে স্যান্ডির দিকে তাকিয়েছে, লক্ষ করেছে; সম্ভবত ...স্পরের প্রেমে পড়তে যাচ্ছে ওরা। যদিও মেয়েদের মন বোঝা দায়, কিন্তু ... অন্তত এটুকু বোঝে, বাউড্রি যত পয়সাঅলাই হোক, মাঝবয়েসী ...কটাকে কখনোই স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবে না শার্লট। এবার আরও ...বিশ্বাসী গলায় জবাব দিল সে। 'এটা একেবারে শার্লটের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ...। যদিও ওকে নিজের মেয়ের মতোই দেখি, কিন্তু জোর করে ওর ওপর ...ার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারব না আমি। ও যা বলবে তাই হবে, আমার ...নও মতামত নেই এখানে।'

'বেশ,' সহজ কণ্ঠে বলল বাউড্রি, 'আমার হয়ে তোমাকে সুপারিশ কর... ... না আমি, স্যাম। যাকগে, এবার বলো, এখান থেকে কখন রওনা ... ... ভাবছ?'

'এখনও ঠিক করি নি—জিমদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে'

'ওরা ঠিকই ফিরবে—এসেই দুর্দান্ত একটা ... ... ...াদের,' বাঁকা স্বরে বলল বাউড্রি।

বেশ কিছু সময় পর, আবার ওয়্যাগনের বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে র‍্যাঙ্কারকে, বাউড্রির কথাগুলো বারবার কানে বাজছে তার; ভুলে থাকার অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছে না সে। বাউড্রির কথায় যুক্তি আছে এবং সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য। গরু ছিনিয়ে নেয়ার হুমকি দিয়েছে আউট-ল চীফ—এটা চিন্তার কথা! এভার্ট জানে ওর লোকবল কম, সেখানে যদি আবার দু'দুজন লোক প্রতিপক্ষের হয়ে কাজ করে....

# নয়

আউট-ল হাইডআউটে ফিরতে কষ্ট হলো না স্যান্ডির। ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল ও। হঠাৎ একটা গাছের আড়াল ছেড়ে শটগান বাগিয়ে বের হয়ে এল এক লোক, কড়া গলায় থামতে বলল, একবার নজর বুলিয়েই সন্তুষ্ট হলো সে, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

'সত্যি সত্যি ফিরে এলে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'তোমাকে এতটা বোকা ভাবি নি আমি।'

'বোকামি নয়, শ্লিগ, আসলে তোমার টানে ফিরে এসেছি,' ঝটপট জবাব দিল স্যান্ডি; 'এখন কী করতে বলো?'

ক্যাম্পের মাঝখানে জ্বলন্ত বিশাল আগুন থেকে খানিকটা দূরে আরও একটা আগুন জ্বলছে, সেদিকে ইশারা করল শ্লিগ। হাসল স্যান্ডি।

'তুমি আগে যাও,' বলল ও, 'আমার আবার পথ হারাবার ভয় আছে কিনা!'

মৃদু খিস্তি ছেড়ে সামনে চলল শ্লিগ। আগুনের কাছে পৌঁছে দু'জন লোকের দেখা পেল স্যান্ডি।

ও স্যাডল থেকে নামতেই মুখ তুলে তাকাল রবার। 'এই যে, স্যান্ডি, এসেছ? এবার তোমার অস্ত্র যে আমাকে দিয়ে দিতে হয়,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে।

দ্বিতীয় জনের দিকে চোখ ফেরাল স্যান্ডি। 'ব্যাপার কী, জিম?' জিজ্ঞেস করল।

'মিস এভার্ট পৌঁছেছে ঠিকমতো?' জবাব না দিয়ে জানতে চাইল সানড্যান্স স্যান্ডি মাথা দোলাল। নিজের রিভলভারজোড়া বের করে আনল গ্রীন, তারপর উল্টো করে ধরে বাড়িয়ে দিল রবারের দিকে। 'তোমারগুলোও দাও,' স্যান্ডিকে বলল ও, 'রবার ওর কথা রেখেছে, আমাদেরও উচিত আমাদের কথা রাখা।' আগুনের আলোয় ওর মুখে বাঁকা হাসি দেখতে পেল স্যান্ডি। 'আমরা এখন তোমার বন্দী, রবার, তবে আগেই বলে রাখছি পয়লা সুযোগেই কেটে পড়ব!'

'তা হলে তো বেঁধে রাখার ব্যবস্থা নিতে হয় তোমাদের,' পাল্টা জবাব দিল রবার।

'সেটাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক,' মৃদু হেসে বলল সানড্যান্স। মাথা



...য়ে স্যান্ডিকে ইশারা করল, অস্ত্র সমর্পণ করল কাউবয়।

'একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেতো!' হিংস্র কণ্ঠে ...ল শ্লিগ।

তীব্র দৃষ্টি হানল তার দিকে আউট-ল চীফ। 'ওদের জন্যে ব্ল্যাঙ্কেটের ব্যবস্থা ... আর একগোছা দড়ি নিয়ে এসো।'

মৃদু গলায় কথাগুলো বললেও প্রচ্ছন্ন হুমকি ঠিকই টের পেল শ্লিগ, বুঝল ...ের যা মেজাজ, বিনা নোটিসে মেরে বসতে পারে ওকে। সেজন্যেই চেহারায় ...অসন্তোষের সামান্যতম ছাপও ফুটতে দিল না সে, মুখ বুজে নির্দেশ পালন ...তে গেল।

খানিক পরে: ছোট আগুনটার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে তিনজন: ...ের দু'জনের হাত-পা বাঁধা, অঘোরে ঘুমাচ্ছে তারা। তৃতীয় জনের চোখে ঘুম ...। বন্দীদের নিয়ে কী করা যায়, ভাবছে। নিরস্ত্র করে রাখাটা স্রেফ ধাপ্পা, ...প ওদের আটকে রেখে কোনও লাভ নেই, বরং নানান সমস্যার সৃষ্টি করবে। ...য়েটার একটা আলাদা দাম ছিল—অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতো; কিন্তু ...ন কাউহ্যান্ডের বিনিময়ে আর যা হোক গরু হাতছাড়া করবে না এভার্ট। তা ...া সানড্যান্স ওর জীবন বাঁচিয়েছে, যত খারাপই হোক রবার অকৃতজ্ঞ নয়; ...শ্য ওদের আটকে রাখলে গরুর পাল পাহারা দেয়ার লোকের অভাব হবে ...ম এভার্টের, কিন্তু—যুক্তিটা বাতিল করে দিল সে। যথেষ্ট শক্তিশালী তার দল, ...ার্টের আউটফিট পেরে উঠবে না। হঠাৎ আগুনের আলোয় জিনিসটা দেখতে ...ল আউট-ল, চিকচিক করছে ছুরিটা। ওটা শ্লিগের, গ্রীনদের বাঁধার পর ভুল ...রে ফেলে গেছে। দ্রুত সমাধান পেয়ে গেল রবার।

আকাশের দিকে তাকাল সে। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ, ম্লান ...া চারদিকে। নিঃশব্দে পিছলে সানড্যান্সের দিকে সরতে লাগল রবার, হাত ...ড়িয়ে তুলে নিল ছুরিটা। সাবধানে চাদরের একদিকের কিনারা উঁচু করে ...নড্যান্সের হাতের বাঁধন কেটে দিল সে, তারপর ছুরি রেখে নিজের জায়গায় ...রে এল দ্রুত। অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না। তারপর আড়মোড়া ভাঙল ...নড্যান্স, সোজা হয়ে শুলো। রবার বুঝতে পারল হাত দুটো মুক্ত টের ...য়েছে সানড্যান্স।

খানিক পরেই নড়ে উঠল সানড্যান্সের কম্বলমোড়া অবয়ব, উঠে বসল সে। ...রিটা দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল, চটপট খুলে ফেলল গোড়ালির ...ধন। ফিসফিস করে ডেকে স্যান্ডিকে জাগাল, হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিল ...। এবার চার হাত পায়ে নিঃশব্দে রবারের কাছে এল সানড্যান্স, ...শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শুনে বুঝল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন লোকটা। এবার আবার ...নেক জায়গায় এসে কম্বল দুটো পেঁচিয়ে মানুষের আকৃতি দিল ওরা ... ...ন করে আগুনের কাছ থেকে সরে আসতে শুরু করল, ... ...সীমানায় পৌঁছে গেল।

'ওপাশে রয়েছে ঘোড়াগুলো,' ফিসফিস করে জানাল ... ...লোক

সামাল দিতে হবে। আমি দেখছি ব্যাপারটা, তুমি ঘুরে গিয়ে ঘোড়ার ব্যবস্থা করো।'

ক্যাম্পের সীমানা বরাবর পাইন পাতায় ছাওয়া জমির ওপর দিয়ে দ্রুত অথচ নিঃশব্দে এগোল ওরা। একটু পরেই স্লিগকে দেখতে পেল সানড্যান্স। একটা পাইন গাছের ছায়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে সে, রাইফেলটা রয়েছে পাশে। ভূতের মতো গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল ও, শেষে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে, গুড়ি মেরে আবার এগোল। অসতর্ক অবস্থায় ছিল স্লিগ, শুধু দেখল অন্ধকারে আচমকা উঠে দাঁড়াল এক ছায়ামূর্তি, পরক্ষণে ইস্পাতকঠিন দুটো হাত চেপে বসল তার গলায়। টু শব্দ করারও ফুরসত পেল না সে, কয়েক মুহূর্ত, দ্রুত নিস্তেজ হয়ে গেল স্লিগের শরীর। ওকে রেখে দ্রুত স্যান্ডির দিকে এগোল গ্রীন। চুপ করে বসে নেই স্যান্ডি, ঘোড়া আর স্যাডল যোগাড় হয়ে গেছে তার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আউট-ল ক্যাম্প পেছনে ফেলে এল ওরা। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে এগিয়ে চলল দুজন, অবশেষে কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে স্যান্ডি জানতে চাইল, 'কীভাবে ম্যানেজ করলে, জিম?'

'আমি নই,' হেসে বলল সানড্যান্স, 'কে জানি আমার হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে ছুরিটা ফেলে গিয়েছিল।'

'খোদার কসম, বাজি রেখে বলতে পারি স্লিগ নয়!'

'রবারই।'

'আচ্ছা!' জবাব দিল স্যান্ডি, 'নিজেই বাঁধল আবার ছেড়ে দিল, এটা বিশ্বাস করতে বলো?'

'আমাদের বেঁধেছিল দলের লোকদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে। আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই তার–খামোকা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিতে হবে। তাছাড়া ও খুব ভালো করেই জানে আমাদের জন্যে একটা বাছুরও ছাড়বে না স্যাম এভার্ট। সুতরাং নিজস্ব কায়দায় আমাদের ভাগিয়ে দিল আর কী। ওটা স্লিগের ছুরি ছিল। ফেলে যেতে দেখেছি। ওর ঘাড়েই সব দোষ চাপানো হবে। রেহাই পাব আমরা। একেই বলে রবারের বুদ্ধি!'

পুব আকাশে ধূসর রেখা দেখা দিল প্রথমে, তারপর আস্তে আস্তে সোনালি, লাল টকটকে সূর্য দিগন্তের ওপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে, এমন সময় ঘোড়া নিয়ে উপত্যকায় পৌঁছুল ওরা, এস-ই ওয়্যাগনের দেখা পেল। সকালের নাশতার কাজে ব্যস্ত ছিল পেগ-লেগ, তার উল্লসিত চিৎকার শুনে ব্ল্যাঙ্কেট ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল সবাই, হাত বাড়াল যার যার অস্ত্রের দিকে। তারপর ইন্ডিয়ান-হামলা নয় বুঝতে পেরে হেসে উঠল উচ্চস্বরে, ভ্রূকুটি করল বাবুর্চিকে। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ফোরম্যানের চেহারা। সানড্যান্সের দিকে হাসিমুখে তাকাল।

'তোমরা তো দারুণ লোক হে!' বলল সে, 'এভাবে গরুর পালটাকে পথে বসিয়ে রেখেছ! বুড়ো এবার দেখাবে মজা!'

'আরে দূর!' হেসে জবাব দিল সানড্যান্স। 'শোনো, প্রায় সারা রাত



...য়ে কাটিয়েছি, মনে হচ্ছে কয়েক বছর! বাড়তি ব্ল্যাঙ্কেট হবে তোমাদের ...ও কাছে? আমাদেরগুলো তো আনতে পারি নি।'

ঘণ্টা দুয়েক মরার মতো ঘুমাল ওরা। শেষে ওদের ডেকে তুলল জেফ। ...তোমাদের খোঁজ করছে,' বলল সে।

ওয়্যাগনের কিনারায় বসে রয়েছে র‍্যাঙ্কার। বাউড্রি আর শার্পটিও রয়েছে ..., আশপাশে জনাকয়েক কাউহ্যান্ড ঘোরাফেরা করছে।

'এই ধরে এনেছি আমাদের পলাতক ছেলেদের, বস,' বলে হাসল ...ম্যান, 'জিমকে বলেছি একচোট বকা দিতে ডেকেছো তুমি।'

সন্দেহ চেপে রাখল এভার্ট, সানড্যান্সদের দিকে নরম চেহারায় তাকাল ... এদের কাছে তার অনেক ঋণ। 'ওদের অদেয় কিছু নেই আমার, তবে ... ছাড়া,' বলল র‍্যাঙ্কার। 'দুর্বৃত্তটার মতলব জানতে চাইছি আমি। আমাকে ...কা ধাঁধায় ফেলে রেখেছে ব্যাটা। আবার তার দেখা পাওয়া যাবে মনে ...?'

'অবশ্যই। সময় মতোই হামলা চালাবে সে, তবে আমার ধারণা, আমরা ...য়ের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত কিছু করবে না। দলে ভারি বলে জয়ের ...রে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী সে।'

র‍্যাঙ্কারের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল বাউড্রি। ঠিক এই কথাই স্যামকে ...ছিল সে। প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে সানড্যান্সের দিকে তাকাল এবার।

'গরু-চোরটাকে দেখছি বেশ ভালো করেই চেনো তুমি,' বলল বাউড্রি, ...র মনে হচ্ছে স্বেচ্ছায় তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে সে, কথাটা কি ঠিক?'

'কার কাছে শুনলে?' বলল সানড্যান্স, 'একেবারে মিলে গেছে!'

'সত্যি নাকি, গ্রীন?' এবার তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল স্যাম এভার্ট। ...ড্যান্স মাথা দোলালে আবার জিজ্ঞেস করল। 'কেন এমন করল?'

ওদের ছেড়ে দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করল সানড্যান্স। 'তো বুঝতেই পারছ,' ...হোরে বলল ও, 'ওর কাঁধে বোঝা হয়ে থাকতাম আমরা, তাছাড়া কয়েক ... আগে ওকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম আমি।'

'কেন?' মাঝখান থেকে জানতে চাইল বাউড্রি।

লোকটার কণ্ঠস্বরে বৈরিতার ছোঁয়া টের পেল সানড্যান্স। 'ওকে না বাঁচালে এভার্ট ফিরে আসতে পারত না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ও, 'ওই দলে আর ... ওর মতো মন নেই।'

'আউট-লয়ের আবার মন?' টিটকারি মারল বাউড্রি, হিংস্র ... ...র, 'মেনে নেয়া কঠিন!'

'মেয়েটাকে ছেড়ে দেয় নি সে?' মনে করিয়ে দিল সানড্যান্স।

'হ্যাঁ, সেটা তোমার অনুরোধে,' আবার বাঁকা স্বরে বলল ... ...দলের লোক ছিলে নাকি তুমি?'

'না। তুমি ছিলে?' জানতে চাইল সানড্যান্স।

দর্শকদের মধ্যে পিবলস ছিল, সশব্দে হেসে ...

গেল বাউড্রির চেহারা।

'মুখ সামলে কথা বলো!' খেঁকিয়ে উঠল সে, 'কী বলতে চাও, অ্যাঁ?'

সামনে ঝুঁকে পড়ল সানড্যান্স, নির্লিপ্ত দৃষ্টি। 'না বোঝার মতো কিছু ... নি,' জবাব দিল সে, 'আমার কথা শোনো, মিস্টার, এখানে মাত্র দুজন ... আমার ওপর চোট দেখাতে পারে–আমার বস আর ফোরম্যান। তুমি খামোকা নাক গলালে শেষে পস্তাবে!'

মুহূর্তের জন্যে সানড্যান্সের চোখে চোখে তাকাল বাউড্রি, তারপর ... আবেদনভরা দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল। চুপ করে রইল এভার্ট, এক দিকে কৃতজ্ঞতা বোধ অন্যদিকে বন্ধুত্ব, কোনটাকে দাম দেবে বুঝতে পারছে ... শার্লট এগিয়ে এল সাহায্য করার জন্যে।

'মিস্টার বাউড্রি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছে আমাকে বাঁচানোর জন্যে জীবন ... রেখেছিল ওরা। একবার ইন্ডিয়ানদের কবল থেকে, তারপর রবারের হাত ... রক্ষা করেছে,' বলল মেয়েটা। 'আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট, আর কিছু ... দরকার নেই।'

যেন বরফ শীতল পানির ঝাপ্টা খেয়েছে, দ্রুত সংবিৎ ফিরে পেল বাউড্রি। চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল হিংস্রভাব, কোনওমতে হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটে।

'ঠিক বলেছ, মিস এভার্ট,' আন্তরিক শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'অন্য কিছু ... মাথা ঘামানো ঠিক হয় নি। আমি দুঃখিত, স্যাম, কিন্তু কী করব, ইচ্ছা না থাকলেও অনেক সময় মুখ বন্ধ রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। রবার এখানে ... নিজেই ওকে ধন্যবাদ দিতাম আমি, তার মতলব যাই হোক না কেন!'

এরপর আর আলোচনা এগোল না। ফোরম্যানের সঙ্গে নিজেদের ... কাছে আসার পর গ্রীন সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল। 'বাউড্রি লোকটা ... তোমাদের অনেক দিনের চেনা–পুরোনো বন্ধু?'

'নাহ্, আর সে আমাদের বন্ধু হতে যাবে কেন!' সোজাসাপ্টা ... ফোরম্যান, 'ও ব্যাটাকে আমার সহ্যই হয় না। আমি একটা ব্যাপারে ... রাখতে পারি, ব্যাটা আর যাই হোক নিরীহ গোবেচারা নয়, আসল চেহারা লুকিয়ে রেখেছে।'

'স্যান্ডি মিথ্যে বলে নি–আমাদের আসলে দেখতে পারে না লোকটা,' বিড়বিড় করে বলল সানড্যান্স।

'আহা, তাতে কী আসে যায়,' ওকে সান্ত্বনা দিল জেফ। 'তাহলে তোমার ধারণা শিগগিরই হামলা করছে না রবার?'

'তুমি জানো, ওর পছন্দ-অপছন্দে আমার কিছুই আসে যায় না,' জবাব দিল সানড্যান্স, তারপর জেফের প্রশ্নের উত্তর দিল, 'না। ইন্ডিয়ান-হামলা, দু ... খরস্রোতা নদী, স্ট্যাম্পিড, তুফান আর মরুভূমি–এসব বাদ দিলে ... কয়েকটা দিন নির্ঝঞ্ঝাট কেটে যাবে আমাদের।'

চেহারায় কপট হতাশা ফুটিয়ে তুলল ফোরম্যান। 'শুনে খুশি হতে পারলাম না!'



...পরে স্যান্ডির সঙ্গে আলাপ করল গ্রীন। আউট-ল ওদের ছেড়ে দিল ... ও পরিষ্কার হচ্ছে না তার কাছে। নিজের বিভ্রান্তির কথা সানড্যান্সকে ... ল সে।

'ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে কাজে মন দাও,' হেসে ওকে পরামর্শ ... সানড্যান্স। 'আমরা না থাকলে এস-ই আউটফিটের লোকবল কমে যাবে ... কিন্তু রবারের ইচ্ছা গরুর পাল দ্রুত এগোক–আপাতত।'

'তাহলে স্ট্যাম্পিড করেছিল কেন?'

'আমার মনে হয়, তখন সে চেয়েছিল যেনতেন প্রকারে গরুগুলো হাত করে ... ওর লোকটার হাতে তুলে দিতে,' হাসিমুখে জবাব দিল গ্রীন, 'কিন্তু এখন ... হয় মত বদলেছে, নিজেই মাঠে নেমেছে, একসঙ্গে মোটা টাকা পাবার ...।'

'তার মানে ওই লোকের সঙ্গে বেঈমানী করতে যাচ্ছে সে?'

'এটাই একটু গোলমেলে ঠেকছে। রবার তো বেঈমানী করার লোক না। ... ওর পক্ষে যুক্তি রয়েছে; আমাকে সে বলেছিল ওই লোকটা তিনভাই... পর এস-ই র‍্যাঞ্চের সবগুলো গরু কিনে নেবে–যদি দরকার হয়; কিন্তু ... হাতে গরু তুলে দেবেই এমন কোনও ওয়াদা রবার করে নি।'

'বাউড্রি ব্যাটাকে টাইট দিয়ে একটা ভালো কাজ করেছ,' এবার বলল ... 'ওর সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?'

'কিচ্ছু না,' হাসল সানড্যান্স, 'তবে–শিগগিরই বোঝা যাবে একটা কিছু।'

উপত্যকায় বিশ্রামের সুযোগ মেলায় দ্রুত এগিয়ে চলল গরুগুলো। প্রতিদিন ...র চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করছে ওরা। শান্তিতে কেটে যাচ্ছে ...লো। আউটফিটের সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্যাডলে অলস সময় কাটিয়েও ... কাজটা শেষ হয়ে এসেছে ভেবে ক্রমশ উৎফুল্ল হয়ে উঠছে।

কিন্তু কেমন যেন মন-মরা হয়ে আছে স্যান্ডি। শার্লটের ওপর বাউড্রির ...টিয়া আধিপত্য বিস্তার হওয়ায় ওর ধারেকাছে ঘেঁষারও সুযোগ পাচ্ছে না ... তাই ক্ষুব্ধ। তারপর অতিথি হবার সুবাদে র‍্যাঞ্চার আর মেয়েদের সঙ্গে ... কাভারে বসে খাওয়ার আলাদা সুযোগ পাচ্ছে জুয়াড়ী লোকটা, ফলে ... প্রবল হচ্ছে কাউবয়ের অসন্তোষ।

একটা চওড়া নদীর পারে গাছপালার মাঝে ক্যাম্প করল ওরা একদিন ...ন নদী পার হতে হবে জেনেও এতটুকু উদ্বিগ্ন হলো না কেউ। গত কয়েক ...হে নানা আকারের কয়েকটা নদী পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই ব্যাপারটা এখন ... ড্রাইভের আর পাঁচটা মামুলি কাজের মতো হয়ে গেছে।

'আমরা কোথায় এলাম বলতে পারো?' জিমকে জিজ্ঞেস করল জেফ।

'আর কখনও উত্তরে আসি নি আমি,' জবাব দিল সানড্যান্স, 'এটা সম্ভবত ...কটা নদী, তাই বলে ধরে নিয়ো না ইন্ডিয়ান এলাকা পেছনে ফেলে আসতে ...ছি, এদিকেও হামলা চালায় ওরা।'

'ইন্ডিয়ানদের কথা ভাবছি না আমি–রবার বদমাশটাই আমার ঘুম হারাম

করে দিচ্ছে—কখন যে হামলা করে বসবে কে জানে!'

'এখনও বেশ দেরি আছে,' ওকে আশ্বস্ত করল সানড্যান্স।

ক্যাম্পের সবার শ্রুতিসীমার বাইরে বসে সানড্যান্সদের প্রসঙ্গে আলাপ ক... দুজন লোক।

'ওই লোক দুটোকে যে করে হোক বিদায় করা দরকার, ডেভিড,' ... বাউড্রি, 'ওরা ঠিক ঝামেলা পাকাবে, দেখো। রবার যে কেন ওদের ছেড়ে ... বুঝতে পারছি না। কী মতলব আঁটছে সে?'

'আমার ধারণা বেঈমানী করার তালে আছে ব্যাটা,' জবাব দিল ডেভিড

'তাহলে ওকে খুন করে ফেলব আমি,' বলল বাউড্রি, 'আমার সঙ্গে বেঈ... করে আজতক কেউ পার পায় নি!'

ক্রোধ বা অহঙ্কারে কোনও ছাপ পড়ল না বাউড্রির কণ্ঠে, শান্ত নির্বি... কণ্ঠে কথাগুলো বলল সে। ওর প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি ভেবে কঠিন মানুষ ডেভি... একটু যেন শিউরে উঠল, বুঝতে পারল শীতল হাওয়ার স্পর্শে কাঁপন ধরে... গায়ে। চাক বাউড্রিকে জানে সে, স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে ... করতেও তার হাত কাঁপবে না।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' আবার বলল বাউড্রি, 'সব ঠিক ... নিই, তারপর তোমাকে জানাব। এদিকে সবার ওপর একটু কড়া নজর রা... থাকো তুমি।'

সকালে নির্বিঘ্নে নদী পার হলো ওরা, আবার শুরু হলো উত্তর-মুখী যাত্রা

যথারীতি ঘোড়া নিয়ে শার্লটের পাশে চলে এল বাউড্রি।

'দিনদিন সুন্দর হয়ে উঠছ তুমি,' মৃদু গলায় বলল সে, 'এই রুক্ষ জী... তোমার বেশ পছন্দ, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে,' হেসে বলল শার্লট।

'আসলে পশ্চিমের স্বাদই আলাদা,' বলল বাউড্রি, 'আচ্ছা, নিউ ইয়... লন্ডন, প্যারিস আর রোমের মতো পৃথিবীর বড় শহরগুলো দেখতে ইচ্ছে হয় ... তোমার? দেখার মতো কত কী রয়েছে ওখানে। পিকচার গ্যালারি, প্রা... ক্যাথেড্রাল, থিয়েটার! ইচ্ছা করে না ওখানকার বিলাসিতায় গা ভাসাতে?'

'নিশ্চয়ই করে, আমার তো মনে হয় যে কোনও মেয়েই চাইবে ... জায়গায় যেতে,' বলল শার্লট, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার টেক্সাসে নিজের ... ঘরেই ফিরে আসতে চাইব আমি।'

'গরু পোষার জন্যে,' বলল বাউড্রি।

এ কথা শুনে হালকা বাদামী চেহারা একটু লাল হয়ে উঠল শার্লটের। '... গরু পোষার জন্যে—এভাবে গড়ে উঠবে নতুন এক সাম্রাজ্য,' বলল ও। '... মিস্টার বাউড্রি, পশ্চিমের আপাতগেঁয়ো মূর্খ লোকগুলো, যারা অনেকের ... অস্পৃশ্য, ঠিক এই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। সভ্যতার জন্যে নতুন পথ ... দিচ্ছে, এ পথে এগিয়ে আসবে পরের প্রজন্ম, বিরাট নগর গড়ে উঠবে, এই ...



...কে বশ মানিয়ে সারা দুনিয়ার খাবার যোগাবে।'

'খাঁটি কথা বলেছ, মিস শার্লট। অবশ্য স্বীকার করতে বাধা নেই, এভাবে ...নও ভেবে দেখি নি আমি,' বলতে শুরু করল বাউড্রি। 'ভাবছি এস-ই ...ের কাছেই একটা র‍্যাঞ্চ করে নিজের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করব—স্রেফ গরু ...ব আমি।' হাসল সে, একটু ইতস্তত করে আবার বলল, 'অবশ্য তার আগে ...দিন বেড়ানোর জন্যে বাইরে থাকব আমি, ওই শহরগুলোয় যাব।' সামনে ... শার্লটের হাতে হাত রাখল সে। 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে—শার্লট?'

বিস্মিত চেহারায় হাঁ করে বাউড্রির দিকে তাকাল শার্লট। জবাবের জন্যে ...েক্ষা করল না বাউড্রি।

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,' ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল সে, 'তোমাকে ...া আমি বাঁচব না, তোমাকে প্রথম যেদিন দেখি সেদিন থেকে ঝড় উঠেছে ...ার মনে। তুমি যা চাইবে তাই দেব তোমাকে। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াব ...া, তারপর আবার টেক্সাসে ফিরে আসব। বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছি আমি, ... ডিয়ার, এবং ঠিকই সফল হব। সারা পশ্চিমে চাক বাউড্রির নাম ছড়িয়ে ...বে, দেখো।'

বিস্ফারিত হলো শার্লটের চোখ। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল ও। '...নও বিয়ের কথা ভাবছি না আমি, মিস্টার বাউড্রি, তাছাড়া তোমাকে ওভাবে ...া করি নি কখনও,' বলল মেয়েটা।

রাগে লাল হয়ে উঠল বাউড্রির চেহারা।

'হয়তো তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি আমি,' বলল সে, 'আমার প্রস্তাবটা একটু ...বে দেখো,' একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আর কোনও লোক নেই, ...য়াই?'

কথাটা শুনে রক্তিম হলো শার্লটের চেহারা, নজর এড়াল না জুয়াড়ীর।

'অবশ্যই না,' প্রতিবাদ জানাল শার্লট।

'কাকতাড়ুয়া মার্কা কোনও কাউহ্যান্ডের কথা ভাবছ না, আশা করি?' ...েগের সঙ্গে জানতে চাইল বাউড্রি, পরক্ষণে বুঝল ভুল করে ফেলেছে।

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে রেগে গেল শার্লট। 'শোনো, মিস্টার বাউড্রি, ওরা গরীব, ... দামী পোশাক পরার সাধ্য হয় না,' পাল্টা জবাব দিল ও, 'কিন্তু মনের দিক ...কে ওরা অনেক বড়। আমার জন্যে জীবন দিয়ে দেবে বিনা দ্বিধায়; ভুলেও ...ন কিছু বলবে না যাতে আমার কষ্ট হতে পারে।'

'জানি—ভুল হয়ে গেছে,' আমতা আমতা করে বলল বাউড্রি, 'একে তুমি ...াদ ঈর্ষা বলতে পারো, শার্লট, আসলে তুমি আমাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ...লেছ। একবার শুধু বলো, আমার কথাটা ভেবে দেখবে?'

'আমি বরং ভুলে যাব এসব,' জবাব দিল শার্লট, 'আমরা বড়জোর বন্ধু হতে ...রি।'

'না!' আবেগে চেঁচিয়ে উঠল বাউড্রি, 'আমাকে তুমি বিয়ে করবে, এ ছাড়া ...ন্য কোনও সম্পর্কে রাজি নই আমি। এখনই জবাব দেয়ার দরকার নেই।

ভালো করে ভেবে দেখো। আমার কাছে তোমার কোনও অযত্ন হবে না। আমা... সম্পর্কে বড় বড় শহরের লোকজন কী বলে জানো? ওরা বলে, আগে হোক পরে হোক–চাক বাউড্রির জয় *অনিবার্য*। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। এ... আর তোমাকে বিরক্ত করব না, শার্লট,' বলল সে, 'ডেভিড বোধ হয় সা... আছে, ওর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার, চলি।'

এগিয়ে গেল বাউড্রি, নির্দয়ভাবে স্পার দাবাচ্ছে ঘোড়ার পেটে।

# দশ

একটা গাছে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে লোকটা, পাশে রাইফেল আ... একটা স্যাডল, কোমরে গুঁজে রেখেছে বিরাট রিভলভার। রুক্ষ কঠিন চেহারা লোকটার, ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক আরও ভয়াল করে তুলেছে তাকে। গালভর্তি অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি, প্রথম দেখায় মনে হয় বয়স্ক, অবশ্য একহারা শারীরিক কাঠামো দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে সে আসলে তরুণ। পয়েন্ট রাইডার হিসাবে গরুর পালের সামনে চলছিল জেড, সে-ই প্রথম দেখতে পেল লোকটাকে।

'হেই, স্ট্রেঞ্জার, এটা কোনও ঘুমোনোর জায়গা হলো!' চিৎকার করে ডেকে বলল সে।

চোখ মেলে তাকাল লোকটা। 'ওফ!' দুর্বল কণ্ঠে বলল সে, 'আরেকটু হলে ধরেই নিতাম দুনিয়ায় মানুষ বলতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই! আচ্ছা, তোমার সঙ্গে গলায় ঢালার মতো কিছু নেই? আর পারছি না!'

'ফ্রেন্ড,' হাসল কাউবয়, 'সেই স্যান অ্যান্টনিও থেকে এই লঙহর্নের পাল খেদিয়ে আনছি, যদি ভেবে থাকো ব্যথার মলমই শুধু বয়ে বেড়ায় টেক্সানরা, বলতে বাধ্য হব এখনও মানুষ চিনতে শেখো নি! তোমার ঘোড়াটা বোধ হয় খোয়া গেছে?' মাথা দোলাল আগন্তুক। 'চাক ওয়্যাগন আর ঘোড়ার দল এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই, ওরা তোমার একটা ব্যবস্থা করবে, অপেক্ষা করো।'

ওই রাতে ক্যাম্প করার পর সবাইকে তার কাহিনী শোনাল আগন্তুক। লোকটার নাম হাওয়েল, কিছুদিন আগে এ-পথে যাওয়া আউটফিটের র‍্যাঙলার ছিল। একদিন সকালে কয়েকটা ঘোড়া লাপাত্তা দেখে খোঁজ করতে বেরিয়েছিল সে, আচমকা ইন্ডিয়ানদের হামলার মুখে পড়ে যায়। 'আমার কপাল খারাপ, ক্যাম্পের পথ আগলে ছিল ব্যাটারা,' বলে চলল হাওয়েল, 'পশ্চিমে ছুটতে বাধ্য হয়েছি। শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ানদের খপ্পর থেকে রেহাই মিললেও ঘোড়া হারিয়েছি–দৌড়ের ওপরই হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা যায় ওটা–তারপর দিশাহারা অবস্থা হয়েছিল আমার...'



গল্প শুনতে শুনতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে জরিপ করছিল স্যানড্যান্স, কিন্তু আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। ফিসফিস করে স্যান্ডিকে জিজ্ঞেস করল, মাথা নাড়ল কাউবয়। হাওয়েলের কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হলেও কেন যেন স্যানড্যান্সের মনে হচ্ছে কোথাও কোনও গড়বড় আছে। এডওয়ার্ডকে অবশ্য সন্তুষ্ট বলেই মনে হলো।

'বেশ ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে, স্ট্রেঞ্জার, তা তাড়া দিয়ে বুঝতে পারছি আপাতত নিজের আউটফিটের দেখা পাওয়ার আশাও নেই তেমন,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'আসার পথে আমাদের র‍্যাঙলার মারা গেছে, এখন এক কাউবয় ঘোড়ার দেখাশোনা করছে, তবে আমার মনে হয় খুশি মনেই কাজটা তোমাকে ছেড়ে দেবে সে। তুমি রাজি আছ?'

'ঠিক আছে,' বলল হাওয়েল, 'আপাতত বেকার যখন, আপত্তির কী আছে।' র‍্যাঞ্চার তাকে একটা প্রশ্ন করলে সে জবাব দিল, 'জায়গাটা আমিও তেমন চিনি না, তবে আমার ধারণা, এই মুহূর্তে তোমরা উইচিটার উত্তরে রয়েছ। সোজা পথ ধরেই আসছিলাম আমরা, কিন্তু মাঝপথে ডাকাতের কবলে পড়ে নগদ টাকা আর বেশ কিছু গরু হারাতে হয়েছে। আসলে ঘুরপথে যাওয়াই নিরাপদ।'

অবশেষে ওই ব্যবস্থাই বহাল হলো। রেমুডার দায়িত্ব নিল হাওয়েল, বোঝা গেল নিজের কাজ ভালোই বোঝে সে। অন্যদের সঙ্গে তেমন না মিশলেও সবাই লক্ষ্য করল ডেভিডের সঙ্গে প্রায়ই কী নিয়ে যেন আলাপ করে লোকটা। ডেভিডের কাছে জানা গেল ওরা দুজনই মিসৌরির লোক, সেই সুবাদেই আলাপ, আর কিছু না। লোকটার খুব বেশি সাক্ষাৎ না পেলেও গ্রীন যখন স্যান্ডির সঙ্গে আলোচনা করল বোঝা গেল ওর সামান্য পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট।

'বেচারা তোমার কী ক্ষতি করল?' জানতে চাইল স্যান্ডি।

'এখনও কিছু করে নি অবশ্য,' জবাব দিল স্যানড্যান্স। 'রবারের সব দলকে কি চিনতে তুমি?'

'বড় জোর অর্ধেকের চেহারা দেখেছি, বিরাট দল ওটা, লোকজন নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, বোঝই তো! লোকটাকে আমাদের দলে ভিড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে সন্দেহ করছ নাকি? ওর গল্প তো বেশ সরল বলেই মনে হলো আমার।'

'একটু বেশি সরল, ওর শয়তানী মার্কা চেহারার সঙ্গে মেলে না।'

'হায়রে, জিম, মানুষের কী আর নিজের চেহারার ওপর হাত আছে?' হেসে বলল স্যান্ডি, 'অবশ্য একটা কথা বলতেই হয় চেহারা হিসাবে ধরা হলে ও ব্যাটা কোনদিনই স্বর্গে ঢুকতে পারবে না।'

কিন্তু হাসিতে যোগ দেয়ার চেষ্টা করল না স্যানড্যান্স। 'আমার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঝামেলা পাকানোর জন্যেই এখানে এসেছে লোকটা। এবং আমরাই সম্ভবত তার শিকার।'

এবং সপ্তাহখানেক পর স্যানড্যান্সের সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হলো।

নাশতা করছিল সবাই। বিমর্ষ চেহারায় হাজির হলো ফোরম্যান জেফ সানড্যান্সকে ইশারায় একপাশে ডেকে নিল সে।

'স্যাম তোমাদের দুজনকে যেতে বলেছে, *প্রন্তো!*' বলল জেফ। 'মহা খাপ্পা হয়ে আছে বুড়ো। বুঝেসুঝে কথা বলো।'

ওয়াগন-হুইলে ঠেস দিয়ে বসে আছে র‍্যাঞ্চার এভার্ট। শার্লট, বাউড্রি অ ডেভিডও আছে সঙ্গে। ওদের একপাশে নতমুখে দাঁড়িয়ে নবাগত র‍্যাঙলার হাওয়েল। সানড্যান্স আর স্যান্ডিকে দেখে কুঁচকে উঠল র‍্যাঞ্চারের ভুরুজোড়া। সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথা পাড়ল সে।

'গ্রীন, রবারের দলে কদ্দিন ধরে আছ তুমি?' ধমকে উঠে জানতে চাইল।

'ওর দলের লোক নই আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল গ্রীন।

'মিথ্যে বোলো না!' গর্জে উঠল র‍্যাঞ্চার, 'তুমি আমার র‍্যাঞ্চে যোগ দেয়ার কয়েকদিন আগেই নাকি তোমাকে রবারের ক্যাম্পে দেখেছে হাওয়েল।'

র‍্যাঙলারের দিকে তাকাল সানড্যান্স। 'তুমি তা হলে রবারের লোক?'

'না-আ, ঘটনাচক্রে ওখানে গিয়েছিলাম,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল হাওয়েল, 'আমাকে দলে টানতে চেয়েছিল রবার, কিন্তু আমি রাজি হই নি।'

'আমার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটেছে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল সানড্যান্স।

'আউট-ল ক্যাম্পে চোরাই-গরু ব্র্যান্ড করতে দেখা গেছে তোমাকে!' আবার বলল এভার্ট।

'খাবারের বিনিময়ে ওদের সাহায্য করেছি, ব্যস,' ব্যাখ্যা করল সানড্যান্স, 'তাছাড়া আমি জানতাম গরুগুলো বেওয়ারিশ।'

'রবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে তোমাকে। তুমি চলে আসার পর সে সবাইকে জানিয়েছে ওরই একটা বিশেষ কাজে নাকি পাঠানো হয়েছে তোমাকে।'

আবার হাওয়েলের দিকে তাকাল সানড্যান্স 'অপরিচিত লোক হলেও রবার দেখছি তোমাকে গোপন কথা জানাতে দ্বিধা করে নি– অস্বাভাবিক নয়?' তিক্ত কণ্ঠে বলল ও।

ওর মন্তব্য উপেক্ষা করল স্যাম এভার্ট, 'আসলে আমার আউটফিটে যোগ দিয়ে ড্রাইভের বারটা বাজানোর কাজে রবারকে সাহায্য করাই তোমার 'বিশেষ কাজ'।' বলল সে।

'কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি তা করি নি,' জবাব দিল সানড্যান্স।

'ঠিক, তারও পরিষ্কার কারণ আছে, তোমার স্বার্থ,' বিদ্রূপের সঙ্গে বলল এভার্ট। 'স্টাম্পিডের পর এতগুলো গরু রাউন্ড-আপ করতে পারাটা এখন আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না একেবারে পানির মতো সহজ ছিল কাজটা, তাই না? নতুন বুদ্ধি মাথায় আসায় গরুগুলোর খোঁজ তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে তোমার বস। এবং খোদা মালুম কেন, সে-ই তোমার মাধ্যমে আমার মেয়েকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছে।'

'ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পাল্টা জবাব দিল



সানড্যান্স, 'কোমাঞ্চিদের সঙ্গেও আগে থেকে আমার বোঝাপড়া ছিল বলতে চাও নিশ্চয়ই?'

'আসলে আরেকটা চোর–তোমার বন্ধুকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলে তুমি–এজন্যে অবশ্য তোমার প্রশংসা করি আমি,' ধমকের সুরে বলল র‍্যাঞ্চার।

'শুনে প্রীত হলাম,' বলল সানড্যান্স।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলল বাউড্রি, দেখাল সানড্যান্সকে। 'এটা তোমার চেহারার বর্ণনা না?' জানতে চাইল।

ওই পোস্টার পড়ার দরকার নেই গ্রীনের–ওটার প্রতিটি শব্দ ওর মুখস্থ গরুর গায়ের ব্র্যান্ডের মতো খোদাই হয়ে গেছে মগজে। তবু ঝুঁকে পড়ে নিতান্ত অনীহার সঙ্গে পোস্টারটা পড়ার ভান করল ও।

'অন্তত এক হাজার লোকের সঙ্গে এই চেহারার বর্ণনার মিল পাওয়া যাবে,' ফিরিয়ে জবাব দিল ও। 'তা ছাড়া, আমার ঘোড়ার মুখে কোনও খোদা ছাপ নেই।'

'তাই কী?' পাল্টা প্রশ্ন করল বাউড্রি, 'আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই। হাওয়েল, ওর কালো ঘোড়াটা নিয়ে এসো!'

পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল সানড্যান্সের চেহারা। 'খবরদার–যদি মারা যাবার ইচ্ছা না থাকে!' হাওয়েলকে সতর্ক করল ও, 'ছোট থাকতে একবার এক শুয়োরের সঙ্গে লড়াই বেধে গিয়েছিল ঘোড়াটার, সেই থেকে শুয়োর জাতীয় কিছু দেখলেই খেপে যায় ওটা!'

'আমি সামলাতে পারব না এমন ঘোড়া এখনও জন্মায় নি,' বলল র‍্যাঙলার।

'তাহলে যাও,' বলল গ্রীন, 'অনুমতি দিচ্ছি, পরে কিন্তু কবর দিতে পারব না। আমিও শুয়োর পছন্দ করি না!'

ইতস্তত করতে লাগল র‍্যাঙলার, পরক্ষণে র‍্যাঞ্চারের রাগত কণ্ঠের ধমক শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মনে মনে।

'নিকুচি করি আমি ঘোড়ার! ওসবের কী দরকার! আউট-লদের তোমাকে 'সানড্যান্স' নামে ডাকতে নিজের কানেই তো শুনেছে হাওয়েল। অস্বীকার করতে পার?'

'আমি কিছু অস্বীকার করছি না,' বাঁকা স্বরে বলল সানড্যান্স, 'তো এবার কী করা হবে?'

'কাছেপিঠের সবচেয়ে লম্বা গাছের ডালে তোমাদের ঝোলানোর নির্দেশ দেয়াই এখন আমার কর্তব্য।'

অন্যায় হুমকি শুনে ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সানড্যান্সের 'বুদ্ধি খাটাও, এভার্ট,' রুক্ষ স্বরে বলল ও, 'তা হলে তোমার আউটফিটের কেউ অবশিষ্ট থাকবে?'

'আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ছে না? পিস্তলবাজের কথাবার্তা!' কণ্ঠে বাঁঝ ঝরিয়ে বলল বাউড্রি।

'বাধা না দিয়ে ফাঁসিতে ঝুললে কি আর নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ হবে?'

জবাব দিল সানড্যান্স। র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল ও। 'এভার্ট, ভুল করছ তুমি' বলল শান্ত কণ্ঠে, 'ভবিষ্যতে একদিন বুঝতে পারবে। এবার আমি বিদায় নিচ্ছি।'

চট করে কোনও জবাব দিল না স্যাম এভার্ট। দ্বিধায় ভুগছে সে। শার্লটকে ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে সানড্যান্সই বাঁচিয়েছিল, ভুলতে পারছে না কিন্তু–অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কথাটা ওকে বুঝিয়েছে বাউড্রি–ওই রকম পরিস্থিতিতে যে কোনও আউট-ল, তা সে যত খারাপই হোক না কেন, এ কাজ করত। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে স্যান্ডির দিকে তাকাল এভার্ট। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই কথা বলে উঠল কাউবয়।

'জিম আমার বন্ধু, ও না থাকলে আমার থাকারও প্রশ্ন আসে না,' বলল সে।

ওর উদ্ধত কণ্ঠ শুনে আবার খেপে গেল র‍্যাঞ্চার। 'খাঁটি কথা বলেছ বটে' কড়া শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যাও, অ... সেদিন এই গুলিটা হজম করলাম'–ক্ষতস্থানের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ক্যাম্পের বাইরে গিয়েছিলে কী জন্যে?'

প্রচ্ছন্ন অভিযোগ শুনে জ্বলে উঠল স্যান্ডির চেহারা। 'আমিই গুলি করেছিলাম ভেবেছ?' অবিশ্বাসের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সে, 'খোদা, কে খামোকা...'

'ভাবি নি–আমি জানি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'তোমার বস, বন্ধু আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল তোমাকে, কিন্তু তুমি ব্যর্থ হওয়ায় পরে ল্যাসকারের কাঁধে চাপে দায়িত্বটা।'

'জিম ওকে ঘায়েল না করলে পরের গুলিতেই কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলত ল্যাসকার,' হিংস্র কণ্ঠে কথাটা মনে করিয়ে দিল স্যান্ডি, 'এটার কী ব্যাখ্যা দেবে?'

'একেবারে সোজা,' ব্যঙ্গের সুরে বলল এভার্ট, 'সবকিছু গুবলেট করে দিচ্ছিল ল্যাসকার, ওর মুখ খোলার আশঙ্কা ছিল, সব ফাঁস হয়ে যেত তা হলে। ওকে হত্যা করে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে গ্রীন, একদিকে আমার আস্থা অর্জন করেছে, আর অন্যদিকে ধরা পড়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছে।'

বলার মতো আর কিছু পেল না স্যান্ডি, ওর বিশ্বাসের পৃথিবী যেন ধসে পড়তে শুরু করেছে। শার্লটের ভাবলেশহীন ফ্যাকাসে চেহারা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে দুচোখে। মাথা নিচু করে বসে আছে শার্লট, স্যান্ডির অপমানের সেও একজন সাক্ষী। শার্লটের পাশে বসে বিদ্বিষ্ট চেহারায় স্যান্ডিকে জরিপ করছিল বাউড্রি, জানতেও পারল না, মৃত্যুর দুয়ার থেকে অল্পের জন্যে ফিরে এসেছে সে।

একটা হিংস্র ভঙ্গি করল স্যাম এভার্ট। 'দূর হয়ে যাও তোমরা,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে, 'জেফ, দেখ ওরা যেন নিজেদের জিনিস ছাড়া আর কিছু নিতে না পারে।'

সরাসরি অপমান করায় বেঁটে বুড়ো আঙুল উঁচে র‍্যাঞ্চারের দি...



...গ্নিদৃষ্টিতে তাকাল সানড্যান্স। 'বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না, এভার্ট!' সতর্ক করল ও, 'আর অযথা আমাকে ভয় দেখিয়ো না। তোমার আউটফিটের কেউই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। অবশ্য ওই জুয়াড়ী আর তার দুই পান্ডার কথা আলাদা, যদিও তাদের সেই সাহস নেই।' শীতল দৃষ্টিতে একে একে বাউড্রি, ...ডিভ এবং হাওয়েলাকে জরিপ করল ও। 'ওরা আসলে,' তিনজনের কেউই প্রতিক্রিয়া না দেখানোয় আবার বলল, 'তিনটা নেড়ি কুকুর! অ্যাডিওস!'

...গ্রীন ঘুরতেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল চাক বাউড্রি। তীক্ষ্ণ স্বরে ওকে বাধা দিল র‍্যাঞ্চার। 'খবরদার, চাক! দরকার মনে করলে মুখোমুখি গোলাগুলি কোরো, অবশ্য প্রথমেই ওর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত ছিল তোমার।'

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেও বাউড্রির কণ্ঠে প্রকাশ পেল তীব্র ক্রোধ। '...মি বড় বেশি নীতিবাগীশ, স্যাম! সাধারণ বুদ্ধি বলে, সাপকে কখনও ছোবল ...মার সুযোগ দিতে নেই।'

...রোপ করালে যার যার ঘোড়া পেল স্যান্ডি আর সানড্যান্স। নীরবে ওদের ...কেট গোটাতে দেখল ফোরম্যান, তারপর আচমকা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'জিম, ...মার বিশ্বাসই হতে চাইছে না–বুড়োর মাথা নিশ্চয়ই বিগড়ে গেছে। এখন ...কে কিছু বোঝাতে গিয়েও লাভ নেই–আরও খেপে উঠবে!'

'বুঝি, ওল্ড-টাইমার,' কঠিন হেসে জবাব দিল সানড্যান্স। 'আসলে ...পারটা বেশ জটিল, এত অল্প সময়ে তোমাকে বোঝানো যাবে না–সত্যি-...থ্যা সব জট পাকিয়ে গেছে। বসের দোষ দিচ্ছি না আমি। একে ওর শরীর ...রাপ, তারওপর রবার এখনও তার পিছু ছাড়ে নি–সন্দিহান হওয়াই তার জন্যে ...ভাবিক।'

'তুমি কি সত্যিই সানড্যান্স, জিম?'

'হ্যাঁ, তবে এ নাম পাবার পেছনেও একটা কারণ আছে। তুমি মন খারাপ ...রো না, জেফ, দড়ির জট যত শক্তই হোক খোলাটা একেবারে অসম্ভব নয়।' ...শাল থান্ডারের পিঠে চেপে ফোরম্যানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। '...আবার দেখা হবে আশা করি,' বলল।

প্রায় দুমাইল পথ নীরবে এগোল বিতাড়িত দুই কাউবয়। তারপর তিক্ত ...ে স্যান্ডি বলল: 'আশ্চর্য, মেয়েটা পর্যন্ত ভাবতে শুরু করেছে আমিই স্যামকে ...ি করেছিলাম!'

'এমন কথা বলা ঠিক হচ্ছে না তোমার। আমরা আসার সময়, তুমি দেখতে ...ও নি, কিন্তু আমি দেখেছি, তাঁবুর ভেতর থেকে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় ...নাচ্ছিল শার্লট।'

চোখের পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্যান্ডির মলিন চেহারা। 'সত্যি নাকি, ...ম?' জানতে চাইল সে সাগ্রহে। হাসল সানড্যান্স, অবশ্য ভিন্ন কারণে।

*কথাটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছে ছেলেটা,* আপনমনে ভাবল ও, *যা হোক, আমার জন্যে মিথ্যা বলার চেয়ে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করবে ও বিনা ...ধায়।*

'কোথায় যাচ্ছি আমরা, জিম?' জানতে চাইল স্যান্ডি, 'জায়গার তো অভাব নেই।'

'রবারকে খুঁজে বের করতে হবে,' অপ্রত্যাশিত জবাব এল।

ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল স্যান্ডি। 'বলো কী, জিম, বুড়ো র‍্যাঞ্চারের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবছ? যোগ দেবে রবারের সঙ্গে?' উদ্বিগ্ন শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, 'মানি, আমাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে সে, কিন্তু ওর আসলে কোনও দোষ নেই, খামোকা ওর কান ভারি করা হয়েছে তাছাড়া, ওই আউটফিটের সবাই আমাদের বন্ধু...'

'প্রতিশোধ নেয়ার কথা কে বলল? খুঁজে বার করা মানে কি যোগ দেয়া নাকি?' বলল সানড্যান্স, 'এস-ই হয়তো ভাবছে আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শেষ, কিন্তু আমি তা ভাবছি না। রবারের কাছে হার মানার ইচ্ছা নেই আমার তাছাড়া মিস্টার বাউড্রি আমাকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে।'

'আর আমাকে দিয়েছে খেপিয়ে, আরেকটু হলেই দিচ্ছিলাম খতম করে!'

'আমি ঠিকই টের পেয়েছিলাম, তৈরি ছিলাম তোমার নিশানা নষ্ট করার জন্যে।'

'কেন?' জানতে চাইল স্যান্ডি।

'নইলে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত আজ ক্যাম্পে। শোনো, এখন থেকে রবার আর গরুর পাল—দুদিকেই নজর রাখতে হবে আমাদের, যাতে সময় মতো সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যেতে পারি।'

'জো হুকুম, জাঁহাপনা,' হেসে বলল স্যান্ডি। 'এবার বলো দেখি, আমাদের পরিচয় ফাঁস করল কে?'

'সম্ভবত হাওয়েল, কিন্তু ওকে কাজটা দিল কে?' আপনমনে পাল্টা প্রশ্ন করল সানড্যান্স। 'রবার কি আমাদের সরাতে চেয়েছে নাকি ওই টিনহর্ন জোচ্চরটা? ওর মতলবটাই বা কী? হায় খোদা, ভালোই জট পাকিয়েছে, কিন্তু রহস্য সমাধান করার মতো কোনও সূত্রই নেই।'

'একটা তথ্য দিচ্ছি,' বলল স্যান্ডি, 'দেখো তো কিছু পরিষ্কার হয় কিনা' বাউড্রি র‍্যাঞ্চিং ব্যবসায় নামতে যাচ্ছে—এস-ই রেঞ্জের কাছেই হবে তার র‍্যাঞ্চটা।'

শিস বাজাল সানড্যান্স, তারপর আবার ডুবে গেল ভাবনায়। গোধূলি নাগাদ গরুর পাল থেকে মাইলটাক দূরে ডান দিকে বেঁটে ওক আর ঝোপঝাড়ে ভরা একটা জায়গায় ক্যাম্প করল ওরা। গরুর পালের পাশাপাশি এগিয়েছে সারাদিন।

ছোট করে একটা আগুন তৈরি করছিল ওরা, হঠাৎ নিচু একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হাউডি, ফ্রেন্ডস!' অন্ধকার থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল লোকটা, আগুনের আলোয় চেনা গেল—হফম্যান।

'আমার আগমন টের পাও নি, ঠিক না?' নিজের চালাকির কথা ভেবে হাসল সে।



'তোমাকে আবার দেখে ভালো লাগছে,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল সানড্যান্স।

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর বেঁটে হফম্যান পাইপে তামাক ভরে জিজ্ঞাসু তে ওদের দিকে তাকাল। 'এস-ই তাহলে তোমাদের তাড়িয়েই দিল?' জ্ঞেস করল সে।

'ওরা তাই বলেছে নাকি?' জানতে চাইল স্যান্ডি।

'ওদের সঙ্গে আমার কথা হয় নি,' বলল হফম্যান, 'দাঁড়াও, সব কথা লো তাহলে। তোমরা পালিয়ে আসার পর ইনজুনরা তো পিছু ধাওয়া করল, মিও অনুসরণ করলাম ওদের, পায়ে হেঁটে এগিয়েছি: আমি পৌঁছার আগেই াই শেষ হয়ে গেছে। অবশ্য তোমাদের রেখে যাওয়া ইন্ডিয়ানগুলোর চুল হ করতে পেরেছি আমি, ঘোড়ার চামড়াও—সেজন্যে ধন্যবাদ পাওনা আছে মাদের। জায়গা মতো হাজির করতে পারলে একেকটা চামড়া দশ ডলারে বিক্রি করা যাবে। যা বলছিলাম, ওখান থেকে আবার তোমাদের ট্রেইল আমি, ধরে নিয়েছিলাম তোমাদের বিপদ কাটে নি, হয়তো কোনওভাবে মাদের সাহায্য করতে পারব, কিন্তু এবারও দেরি হয়ে যাওয়ায় তোমাদের াল পাই নি; শেষে আবার এস-ই ক্যাম্পের উদ্দেশে হাঁটা দিয়েছিলাম।'

'তারমানে সবই জানো?'

মাথা নাড়ল হফম্যান। 'বেশি কাছে যাই নি তো, কথাবার্তা বুঝতে পারি নি, আমার নজর আবার কড়া, হাবভাব দেখেই অনেক কিছু আঁচ করতে ,' বলল সে, 'তো ওখানে মন্টি জ্যাককে দেখামাত্র বুঝে গেলাম কোথাও জকট হয়ে গেছে।'

'মন্টি জ্যাক?' দ্বৈতকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল স্যান্ডি আর গ্রীন।

'হ্যাঁ, মেয়েটার পাশে বসা ছিল লোকটা।'

'সে তো নিজের পরিচয় দিয়েছে বাউড্রি।'

'হতে পারে,' বলল হফম্যান, 'কিন্তু দু'বছর আগে ক্যানসাস সিটির সবাই জ্যাক নামে চিনত ওকে, হাড় বজ্জাত লোক। একবার পোকার টেবিলে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, হাঁটুর ওপর আগে থেকেই পিস্তল রাখা , চট করে টেবিলের নীচ দিয়ে গুলি করে লোকটাকে মেরে ফেলে সে। ন কাণ্ড আগেও ঘটিয়েছিল লোকটা। খুন করার পর দ্রুত পালিয়ে যায় ।'

'আর তাকেই কিনা বিশ্বাস করে বসে আছে এভার্ট!' বলল স্যান্ডি।

'তোমাদের আর কী আসে যায়,' হাসল হফম্যান, 'তাড়িয়ে দিয়েছে না?'

'হ্যাঁ, সে আমাদের বিদায় করে দিয়েছে বটে,' জবাব দিল স্যান্ডি, 'কিন্তু লটি রয়েছে ওখানে, কোলাব্যাঙটা বিষদৃষ্টি ফেলেছে ওর ওপর। তা ছাড়া আউটফিটের সবাই নেহাত ভালোমানুষ, ড্রাইভটার সফল সমাপ্তির ওপর র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে: এখনও ওরা আমাদের বন্ধু।'

'তাছাড়া মিস্টার মন্টি জ্যাককে আমাদের পছন্দ হয় নি, ওকে ঠেকানোর ভাবছি আমরা,' স্যান্ডির সঙ্গে গলা মেলাল সানড্যান্স ওদের সিদ্ধান্তের

কথা হফম্যানের কাছে ব্যাখ্যা করল। মন দিয়ে শুনল হফম্যান।

'তোমাদের বুদ্ধি আমার পছন্দ হয়েছে,' অবশেষে বলল সে, 'তোমা বললে আমি আর বেটসি–' রাইফেলে একটা চাপড় মারল– 'তোমাদের সাহা করতে পারি। দুজনের তুলনায় তিনজন অনেক শক্তিশালী, তাছাড়া, আ ইনজুনদের বোলচাল বুঝতে পারি।'

হফম্যানকে দলে পেয়ে খুশি হলো ওরা, কথাটা তাকে জানাল ইন্ডিয়ানদের প্রতি লোকটার ভয়াল প্রতিশোধপরায়ণতার কথা বাদ দি এমনিতে বেশ আকর্ষণীয় চরিত্র সে। তাছাড়া ইতিমধ্যে হফম্যানের কাছে ঋণ হয়ে আছে ওরা, উপকারের কথা চট করে বিস্মৃত হবার মতো মানুষ ন কেউই।

# এগার

পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল হফম্যান। 'গরুর পালের সঙ্গে সেঁটে থাকে তোমরা,' বলল সে, 'সন্ধ্যার আগেই আবার ফিরে আসার চেষ্টা করব আমি,' জানাল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার ওধারে।

প্রায় কর্মহীন দিন কাটাল ওরা, হঠাৎ করে কেউ যাতে দেখে না ফেলে সেদিকেই নজর রাখল বেশি। চারপাশের রুক্ষ প্রকৃতি সাহায্য করল ওদের, যদিও হুট করে ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়ে যাবার আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছিল এতে করে। বার কয়েক একটা রিজের চ্যাপ্টা চূড়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে গরুর পাল জরিপ করল ওরা। এই দূরত্বে রাইডারদের আলাদা করা কঠিন হলেও শার্লটিকে চিনতে পারল স্যান্ডি, ওর সঙ্গীকে দেখে বিড়বিড় করে খিস্তি করল।

গাঢ় হয়ে উঠতে শুরু করেছে ছায়াগুলো, রাতের জন্যে একটা ড্র আরোয়োয় ক্যাম্প করল সানড্যান্স। এখানেই আবার দেখা পাওয়া গেল হফম্যানের। চামড়ায় মুড়ে একটা মোষের শিনা নিয়ে এসেছে লোকটা; তীর ধনুকও রয়েছে সঙ্গে। ওগুলোর কথা জিজ্ঞেস করায় সে জানাল, আগের মালিকের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে নিয়ে এসেছে।

'অস্ত্রটা মোটামুটি চালাতে পারি–অ্যাপাচিদের সঙ্গে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল আমাকে, ওরাই শিখিয়েছে। ওটা পাওয়ায় এখন অনেক কার্তুজ বেঁচে যাবে আমার।'

গ্রীনরা জানতে পেল: মাইল কয়েক পুবে আউট-ল দলের হাইডআউট দেখতে পেয়েছে হফম্যান, গরুর পালকে পাহাড়ী-সিংহের মতো অনুসরণ করছে ওরা, যথাসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর। বারজন আউট-লকে গুনতে পেরেছিল হফম্যান, 'বাকিরা সম্ভবত শিকারে গেছে,' নিজের ধারণার কথা জানাল সে। 'ওদের খাবারের মজুত সুবিধার নয় বোধ হয়, খেপে আছে সবাই



হফম্যান। 'ওদের প্রত্যেকটা লোকই ভয়ঙ্কর। গরুর পাল বাঁচাতে দুনিয়ার সাহায্য দরকার হবে এভার্টের।'

একটা সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। সবকটা দল এখন গন্তব্যের আরও কাছে চলে এসেছে, তবে কারও আপেক্ষিক অবস্থান বদলায় নি। এমনি অবস্থায় গ্রীষ্মের আকস্মিকতা নিয়ে হাজির হলো বিপদ–ভয়াল, সর্বগ্রাসী।

যথারীতি সকালের নাশতার পর আউট-ল ক্যাম্পে হামলার প্রস্তুতি চলছে জানার জন্যে বেরিয়ে গিয়েছিল হফম্যান, গরুর ওপর চোখ রেখে আস্তে সামনে এগোচ্ছিল সানড্যান্সরা। স্যান্ডিই প্রথম দেখতে পেল হফম্যানকে।

'হফম্যান ফিরে আসছে, দেখ, লেজে আগুন লেগেছে যেন,' বলল স্যান্ডি।

'সামনে বিপদ, বয়েজ,' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল হফম্যান

'রবার হামলা করতে যাচ্ছে?' জানতে চাইল সানড্যান্স।

'উঁহু, ইনজুন,' জবাব দিল হফম্যান, 'কমপক্ষে চল্লিশজন–বেশিও হতে –ওদিকে ঘাপটি মেরে গরুর পালের জন্যে অপেক্ষা করছে ব্যাটারা!'

'ফাঁকি দেয়া যাবে না?'

'অসম্ভব–ওদের সামনে দিয়েই নিয়ে যেতে হবে গরুগুলোকে। উপযুক্ত াই বেছে নিয়েছে হারামজাদারা! সামনের বেশ কয়েক মাইল পথ বেশ দুপাশে রুক্ষ এলাকা। ওদিকে একটা জায়গা অবশ্য আছে, ওখানে লো লুকিয়ে রেখে ইনজুনদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করা যেতে পারে।'

জায়গাটার বর্ণনা দিল হফম্যান, মনোযোগ দিয়ে শুনল সানড্যান্স।

উৎকণ্ঠায় ঝুলে পড়ল স্যান্ডির চোয়াল। 'হায় খোদা! আমরা এখন কী , জিম?' জানতে চাইল সে।

হফম্যানের দিকে তাকাল সানড্যান্স। 'তুমি এক কাজ করো, স্যান্ডির ঘোড়া সোজা রবারের ওখানে চলে যাও,' বলল ও, 'আমাদের কথা কিছু জানিয়ো কে, শুধু বলবে, হঠাৎ করে ইনজুন আর গরুর পাল দেখে কী ঘটতে যাচ্ছে করে নিয়েছ তুমি, রবাররা যেহেতু শাদা মানুষ তাই গরুর মালিককে ্য করতে পারে ভেবে খবর দিতে গেছ।'

'ঠিক হ্যায়। তবে পায়ে হেঁটে আরও তাড়াতাড়ি যেতে পারব আমি–কঠিন ।' জবাব দিল হফম্যান, তারপর আবার উধাও হয়ে গেল।

বিস্মিত চেহারায় গ্রীনের দিকে তাকাল স্যান্ডি। 'রবারের কাছে সাহায্যের পাঠালে?' কোনওমতে বলল সে, পরক্ষণেই পরিষ্কার হলো সানড্যান্সের ল, খুশিতে শিস দিয়ে উঠল। 'তুমি তো মহা পাজি লোক!' মন্তব্য করল, শ একটা বুদ্ধি বের করেছ। আচ্ছা বিপদের কথা এস-ই কে জানানো না?'

'আমি যাচ্ছি খবর নিয়ে,' বলল সানড্যান্স, 'তুমি ট্রেইলের ওপাশে চলে পিছু পিছু আসতে থাকো। আড়ালে থাকবে কিন্তু। পরে তোমার সঙ্গে যোগ আমি, হতবাক করে দেয়া যাবে ইনজুনদের!'

নির্দেশ পালন করতে ট্রেইলের ওপাশে এগিয়ে গেল স্যান্ডি। গরুর পালের

কাছে যাবার জন্যে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সানড্যান্স। ধুলোর মেঘ তুলে রেমুডাকে পেছনে ফেলে এল ও, হাওয়েলের অশ্রাব্য গালি কানে এল। ওয়্যাগনের পেছন দিকে বসেছিল স্যাম এভার্ট, অগ্নিদৃষ্টিতে সানড্যান্সকে দেখল সে, চট করে হাত বাড়িয়ে দিল পিস্তলের দিকে। শীতল কণ্ঠে বাধা দিল তরুণ কাউবয়। 'বোকামি কোরো না, এভার্ট; আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে অনেকক্ষণ আগেই স্বর্গে চলে যেতে তুমি। একটা খবর দিতে এসেছি এখানে। ইনজুনদের একটা বিরাট দল তোমাদের ওপর হামলা চালাতে ওত পেতে রয়েছে সামনে।'

বিদ্রূপ ঝরিয়ে হাসল র‍্যাঞ্চার। 'এই গল্প বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?' জানতে চাইল।

'না, তোমাকে সাবধান করে দেয়া দরকার ছিল আমার,' পাল্টা জবাব দিল সানড্যান্স। 'মন চাইলে ওদের ফাঁদে পা দাও গিয়ে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদের রক্ষা করার জন্যে। ইতিমধ্যে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, সাহায্য এসে যাবে।' র‍্যাঞ্চারের ভুরুজোড়া এবার আরও ওপরে ওঠে গেল। 'এবার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মিথ্যা কথা বলছ তুমি—আমি খুব ভালো করে জানি আশপাশে একশো মাইলের মধ্যে কোনও জনবসতি নেই। কোথায় লোক পাঠিয়েছ তুমি—স্যান অ্যান্টনিওতে?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল এভার্টের কণ্ঠে।

'খবরটা রবারের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছি,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল সানড্যান্স।

যেন একটা ঘুসি বসিয়েছে কেউ, দম আটকে মরার দশা হলো স্যাম এভার্টের। মুহূর্তের জন্যে ভাষা হারিয়ে ফেলল সে, তারপর হিংস্র কণ্ঠে একগাল বকে চিৎকার করে বলল, 'এটাই তাহলে তোমার আসল মতলব, আঁ? রবার আমাকে সাহায্য করতে এলেই আমি রাজি হব নাকি? শোনো মিস্টার, তোমার ইনজুনদের গল্প আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তবে বদের বদমাশটার বদলে ওরা যদি আমার গরু ছিনিয়েও নেয় আমার কোনও দুঃখ থাকবে না, সে বরং অনেক ভালো—কথাটা বলে দিয়ো তোমার বসকে। বুঝেছ?'

'তুমি দেখছি তোমার মেয়েকে ইনজুনদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে খেপে আছ!' বাঁকা স্বরে বলল সানড্যান্স।

কথাটা শুনে আরও খেপে গেল বুড়ো র‍্যাঞ্চার, রক্ত সরে শাদা হয়ে গেল তার চেহারা। 'জাহান্নামে যাও! কীভাবে লড়াই করতে হয় আমি ভালো জানি!' গর্জে উঠল সে। 'তোমার কিংবা রবারের সাহায্যের কোনও দরকার নেই!'

'তুমি না চাইলেও সাহায্য পাবে। তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্যে আমার বন্ধুরা জীবন দেবে আর আমি তাই বসে বসে দেখব, তা হতে পারে না। একটা জিনিস কেন বুঝতে চাইছ না যে গরুগুলোর জন্যে এতদূর এসেছে রবার, ওগুলো ও নিজের স্বার্থেই রক্ষা করবে! ধেৎ, তারচেয়ে বরং জেফকে সাবধান করে দিই।'

ওয়্যাগন পেছনে ফেলে তড়িৎগতিতে সামনের দিকে ছুটল সানড্যান্স



...র। ওটা অদৃশ্য হতেই মিইয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের সব ক্রোধ, যুক্তিজ্ঞান ফিরে ...।

গরুর পালের সামনে চলে এল সানড্যান্স, হতবাক ফোরম্যানের কাছে ...য়ানদের কথা জানাল, তারপর বলল, 'খানিকটা সামনে গেলে দেখবে ...শে খাড়া দেয়ালঅলা একটা গ্যালি, কোনও ফাঁকফোকর নেই ওখানে—সমস্ত ..., ওয়্যাগন, ঘোড়া নিয়ে যাও, তারপর গ্যালির মুখে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা ...তে থাকো। তোমাদের দেখতে না পেয়ে অনুসন্ধান চালাতে আসবে ...য়ানরা। কিছুক্ষণ ব্যাটাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা কর, শিগগিরই সাহায্য ... যাবে।'

'সাহায্য?' বিস্ময়ের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করল জেফ। 'সাহায্য আসবে ...থেকে?'

'রবারকে খবর পাঠিয়েছি আমি,' জবাব দিল সানড্যান্স, 'তুমি জানো, গরুর ...টা হাত করাই তার আসল পরিকল্পনা—তো ওগুলো কিছুতেই ইনজুনদের ...য়ে নিতে দেবে না সে।'

ফোরম্যানের বিমর্ষ চেহারায় হাসি ফুটল। 'ওফ, দারুণ বুদ্ধি তোমার, বয়,' ...য়ে বলল সে, 'হতচ্ছাড়া আউট-ল সর্দারের সঙ্গে পরে মোকাবিলা করা ..., আপাতত ব্যবহার করতে দোষ কী! বুড়ো কী বলল এ-কথা শুনে?'

'কী বলে নি তাই বলো!' হাসল কাউবয়, 'যাকগে, অত কথা বলার সময় ... কাজ শুরু করে দাও, জলদি, ওল্ড-টাইমার, ইনজুনদের পেছন থেকে ...ও গুলির আওয়াজ শুনতে পেলে বুঝবে আমি আর স্যান্ডি কাজ শুরু করে ...ছি।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সানড্যান্স, তারপর ট্রেইল পেরোনোর জন্যে ছুটল ...।

চিন্তিত চেহারায় ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল ফোরম্যান। 'আউট-...হ্!' বিড়বিড় করে বলল সে, 'ওর মতো আরও কয়েকটা লোক যদি জন্মাত ...পোড়া মাটির দেশে!'

কিছুদূর সামনে আসতেই সানড্যান্সের কথা মতো সেই গ্যালির দেখা পেল ...ম্যান জেফ, আত্মরক্ষার জুৎসই জায়গা। গ্যালির তলদেশ সমভূমির চেয়ে ... নীচে, দুপাশে খাড়া দেয়াল। ওপাশের বেরোবার পথটা দুর্গম আর খাড়া ...র ভয় না থাকলে লেজহীন গরুও ওই ঢাল বেয়ে উঠতে রাজি হবে না। ...র মুখে ঝোপ আর বোল্ডারের আড়াল রয়েছে, প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলা ...। ইনজুনদের কোনও আভাস পেল না জেফ। গরুগুলোকে ওদের সামনে ... যেতে হবে, জানা থাকায় নজর রাখার দরকার মনে করে নি তারা, ... পারল ফোরম্যান।

...ধৈর্যের সঙ্গে গ্যালিতে অপেক্ষা করতে লাগল জেফ। গরুগুলোকে তাড়িয়ে ... নির্দেশ দিয়েই এসেছে। শিগগিরই সামনের সারির গরুগুলোকে দেখা ..., গদাইলস্করি চালে এগিয়ে আসছে, হঠাৎ তাড়া দেয়ায় কিছুটা ক্ষিপ্ত, ডাক

ছেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দ্রুত গ্যালিতে ঢোকানো হলো ওদের, তবু প্রচুর সম লাগল কাজটা শেষ হতে। বারবার উদ্বিগ্ন চেহারায় ট্রেইলের দিকে তাকা ফোরম্যান। অবশেষে শেষ গরুটা ঢোকার পর ওয়্যাগন আর রেমুডাও ঢোকা হলো, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জেফ। সবাইকে নির্দেশ দিল দ্রুত জুৎসই জায়গা বে অবস্থান নেয়ার জন্যে। তারপর বসের কাছে গেল সে। অগ্নিশর্মা হয়ে আ র‍্যাঞ্চার।

'গরুগুলো কি আমার, নাকি অন্য কারও! গ্রীনের চাকরি করছ তুমি?' জে কিছু বলার আগেই খেঁকিয়ে উঠল সে।

'অবশ্যই ওগুলো তোমার গরু এবং যাতে হাতছাড়া না হয় তারই চে করছি,' বাঁকা স্বরে জবাব দিল জেফ। 'একটা কথা মনে রাখা দরকার তোম স্যাম, গরুগুলো তোমার হলেও কাউহ্যান্ডরা তোমার দাস নয়, আত্মরক্ষ অধিকার ওদের আছে!'

'গ্রীনের কথা সত্যি বলে ধরে নিয়েছ তুমি?' জানতে চাইল স্যাম এভার্ট

'হ্যাঁ, তুমিও বিশ্বাস করতে, যদি আগে থেকে সন্দিহান না থাকতে' সোজাসাপ্টা জবাব দিল জেফ। 'অবশ্য সত্যি না মিথ্যা জানতে বেশিক্ষণ লাগ না। ইনজুনরা অবশ্যই গরু এগিয়ে আসার শব্দ পেয়েছে, আমাদের বেরুতে ন দেখে চিন্তায় পড়ে যাবার কথা।'

'আশ্চর্য! আমার বিশ্বাসই হতে চাইছে–'

আচমকা রাইফেলের কড়াৎ শব্দে চুপ মেরে গেল র‍্যাঞ্চার। ঝড়ের বে গ্যালির মুখের দিকে ছুটল ফোরম্যান। একটা রিজের আড়ালে ঘাপটি মেরে ব রাইফেল রিলোড করছে ইনফ্যান্ট। ট্রেইলের সামনে দুশো গজ দূরে এক ঝোপে পালকঅলা মাথা উঁকি মারতে দেখেছে সে। খবরটা র‍্যাঞ্চারকে দেয় জন্যে ফিরে এল জেফ।

'ব্যাটা স্কাউট করতে এসেছিল, এবার দলের কাছে সব ফাঁস করে দে শিগগিরই হাজির হবে ওরা।'

'দেখি, আমাকে নামতে দাও, বন্দুকটা নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল র‍্যাঞ্চার

জেফের সাহায্যে ওয়্যাগন থেকে নেমে দুর্বল পায়ে প্রতিরক্ষাব্যূহে দিকে এগিয়ে গেল সে, একটা বোল্ডারের আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করল। সবকিছু ঠিক আছে কিনা দেখবে বলে আবার গ্যালিতে ফিরে এল জেফ, ওকে ডাকল শার্লট।

'ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে আমরাও লড়তে চাই,' বলল সে।

'আমি না, অবশ্য প্রয়োজন হলে ঠিকই লড়াই করব,' শুধরে দিল অ জুডি।

'তা সম্ভব নয়, মিস শার্লট,' জবাব দিল ফোরম্যান। 'জানি, জানি, বন্দুক চালাতে পার তুমি, কিন্তু ওখানে তোমাকে দেখলে স্যামের মাথা আরও খার হয়ে যাবে। তারচেয়ে এখানে বসে গ্যালির ও-মুখটা যদি পাহারা দিতে পা আমার মনে হয় আরও বেশি উপকার হবে আমাদের। ওই শয়তানগুলো পু



হামলা করতে পারে, এ-কাজটা দেয়ার মতো বাড়তি লোক নেই াদের। ওদিকে কোনও নড়াচড়া দেখামাত্র একটা গুলি করবে সঙ্গে সঙ্গে আসব আমরা।'

আসলে পেছন থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করছে না ফোরম্যান, কিন্তু এর মেয়েটাকে হামলার আওতার বাইরে রাখা যাবে, এটাই দরকার ও ঘুরে াতেই খবর নিয়ে এল পেগ-লেগ। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ছিল ইন্ডিয়ানরা, পুব দিক থেকে ট্রেইল ধরে লম্বা একটা লাইনে ঘোড়া নিয়ে য়ে আসতে শুরু করেছে এখন। ওদের সবার হাতে একটা করে মোষের ড়ার ঢাল, ধনুক আর অগুনতি তীর। দু-এক জায়গায় বারুদের ফুলকি দেখা –পুরনো দিনের রাইফেল, নল দিয়ে বারুদ ঠেসে ঢুকিয়ে তারপর গুলি তে হয়। চামড়ার বিনিময়ে কিংবা কোনও সেটলমেন্টে হানা দিয়ে সংগ্রহ জিনিস সম্ভবত ক্ষণে ক্ষণে বুনো হুঙ্কার ছাড়ছে দু-একজন, তা ছাড়া ামুটি নীরবই বলা চলে ওদের।

'অ্যাপাচি,' বলল ফোরম্যান, 'কোমাঞ্চি হলে চেঁচিয়ে এতক্ষণে দুনিয়া ায় তুলত।' গরুগুনে অভ্যস্ত চোখে দ্রুত ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা আঁচ করার া করল ফোরম্যান। 'পঞ্চাশ জনেরও বেশি। হায় খোদা! এখন রবার দেরি করলেই হয়!' উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিজের নাজুক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জরিপ করল । 'মাথা নিচু করে রাখো সবাই,' সতর্ক করল সে, 'আমার নির্দেশ না য়া পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ো না যেন কেউ, নষ্ট করার মতো কার্তুজ নেই াদের।'

রাইফেল হাতে র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে যোগ দিল চাক বাউড্রি। নির্বিকার নিরুদ্বেগ ারা দেখে কেউ আঁচ করতে পারবে না কী ভাবনা চলছে তার মাথায়। ওর কল্পনার সাফল্য এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ইন্ডিয়ানদের পরাজয়ের ওপর, ল সে। চোখ জোড়া ছোট করে আগুয়ান শত্রুদের দেখতে লাগল সে। ুত্তের আকার পেল লাইনটা। আচমকা ভয়াল বুনো চিৎকার করে সোজা ির দিকে পনি ছোটাল ওরা। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো ধেয়ে আসতে ল, প্রথমে মনে হলো ওই তোড়ের মুখে খড়কুটোর মতো বুঝি ভেসে যাবে ময় শাদা মানুষের দলটা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দৃঢ় চেহারায় রাইফেল নিশানা নির্দেশের অপেক্ষা করছে সবাই। আর মাত্র একশো গজ দূরে রয়েছে পক্ষ, এমন সময় পাওয়া গেল নির্দেশ। 'ফায়ার!' গর্জে উঠল ফোরম্যান।

রাইফেলের কান ফাটানো গর্জনের পরপরই শোনা গেল বন্দুকবাজদের ধ্বনি। বুলেটের ঘায়ে লুটিয়ে পড়ছে শত্রুরা। সীসার অবিরাম তোড়ে ক গেল ইন্ডিয়ানরা, দুভাগে ভাগ হয়ে ডানে-বামে সরে পড়তে শুরু করল। ন তীর ছুঁড়ে গুলির পাল্টা জবাব দেয়ার চেষ্টা করছে। এক আধটা তীর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে এদের।

ট্রেইলের ওপর পড়ে রয়েছে ছ-সাতজন ইনজুন–মৃত কিংবা আহত; ঘোড়ার াও প্রায় সমান।

'এতেই শালাদের শিক্ষা হয়ে যাবে,' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ ইনফ্যান্ট, এটাই ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে তার জীবনে প্রথম লড়াই। 'কী মনে হয় আবার চেষ্টা করবে ওরা?'

কয়েক ফুট দূরে ছিল জেফ, তাকেই করা হয়েছে প্রশ্নটা. শুষ্ক হাস ফোরম্যান। 'ওটা ছিল শুরু মাত্র, বয়, অনেকটা প্রস্তুতিপর্ব বলতে পার,' জব দিল সে। 'এরপর আসবে আসল হামলা। মাথা বেশি উঁচু কোরো ন ওদের তীর মারাত্মক বিষ মাখানো থাকে. একবার ছোবল বসাতে পারলে ব্যস।'

খানিক পরই আবার হামলা চালাল ইন্ডিয়ানরা। লাইন ধরে প্রথমে প দিকে এগিয়ে গেল তারা, তারপর ঝট করে ঘুরেই গ্যালির দিকে পনি ছোটা কিন্তু এবার দেখা গেল গ্যালির কাছাকাছি আসার পরই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ও

'শালারা যাচ্ছে কোথায়?' জানতে চাইল ইনফ্যান্ট।

'ঘোড়ার ওপাশে ঝুলছে। পনির পেটে বাঁধা বেল্টের সাহায্যে নিজেদে সামলাচ্ছে,' জানাল ফোরম্যান, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে আবার বলল, 'ঘোড়ার পে দিকে খেয়াল রেখো, বয়েজ, যে কোনও সময় তীর ছুটে আসবে।'

সাবধানবাণীর প্রয়োজন ছিল। একটু পরেই ছুটন্ত পনিগুলোর গলার দিয়ে বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে শুরু করল ইন্ডিয়ানরা, বাতাসে শিস কেটে আসছে ওগুলো শিকারের খোঁজে। রাইফেলে পাল্টা জবাব দিল কাউবয়রা। কি ইন্ডিয়ানরা এখন আলাদা হয়ে ছুটোছুটি করায় লক্ষ্যভেদ কঠিন হয়ে দাঁড় তেমন সাফল্যের মুখ দেখল না কেউ। ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যারা নিরাপদে আওতা থেকে সরে যেতে পেরেছে তারা দ্রুত আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে তারপর একই কায়দায় ফের হামলা চালাতে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। এমন ট্রেইলের ওপাশ থেকে দুটো রাইফেলের গর্জন শোনা গেল, মুহূর্তে সওয়ারীশূ হলো দুটো পনি। হেসে উঠল ফোরম্যান।

'জিম আর স্যান্ডি কাজে লেগে গেছে,' বলল সে।

কিন্তু ফোরম্যানের সন্তুষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। মাত্র কয়েক কদম দূরে এক কাঁটা ঝোপ থেকে চাপা আর্তনাদ ভেসে এল, পরক্ষণে ধাতব শব্দে গড়িয়ে প একটা রাইফেল। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এক লাফে এগিয়ে গেল জেফ, কিন্তু ত আর কিছু করার নেই। মাটিতে পড়ে আছে সাইলেন্ট, গলায় গেঁথে রয়ে একটা তীর, নিথর দেহ। লাশটাকে সোজা করে শোয়াল ফোরম্যান, তারপ টুপিটা টেনে নামিয়ে ঢেকে দিল ওর মুখ, বিড়বিড় করে হিংস্র কণ্ঠে চিৎক করছে। ঘুরে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে ইনফ্যান্ট বলল, 'অ্যাই, জেফ. জল টেনে বের করো এই হতচ্ছাড়া জিনিসটা, ইস্, আগুনের মতো জ্বলছে!'

একটা তীর সেঁধিয়ে গেছে ইনফ্যান্টের বাহুতে। থামছে ধরে একটা তীরটা বের করে আনল ফোরম্যান, তারপর ভালো করে ক্ষতস্থানটা পরখ কর মাথা দুলিয়ে রুমাল দিয়ে কোনওমতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ছেলেটার হাতে।

'আরও খারাপ কিছু হতে পারত,' বলল সে. 'মাথা নিচু করে



লেন্টকে মেরে গেছে ওরা।'

আপাতসওয়ারীবিহীন মাস্ট্যাংগুলোর মিছিল চলছে, বৃষ্টির মতো তীর ছুটে ছে। কিছুক্ষণ পর হামলা থামলে খানিকটা বিশ্রাম পেল ওরা।

খানিকটা দূরে আবার একজোট হচ্ছে অ্যাপাচি-দল। হানাদারদের পেছন ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসা রাইফেলের গর্জনে বোঝা যাচ্ছে এখনও লড়াই য়ে যাচ্ছে সানডাান্স আর স্যান্ডি। ফায়ারিং লাইনের আরেক প্রান্তে ভুরু ক তাকাল জেড

'আচ্ছা, ডাম্পি. বলো দেখি, মোট কয়টাকে এ-পর্যন্ত পরপারে পাঠিয়েছি মা?' জানতে চাইল সে।

'তা, তুমি অন্তত একটাকেও পার নি. তবে আমরা সবাই মিলে গোটা ককে ঘায়েল করতে পেরেছি,' জবাব এল।

এই প্রথম অপমান হজম করল জেড. 'অথচ দেখা যাচ্ছে অন্তত দ্বিগুণ ান পড়ে আছে ওখানে, কয়েকজন নড়ছেও,' বলল সে।

'চোট পেয়েছে, ক্রল করে সরে যাবার চেষ্টা করছে অর্বাচিন!' বলল ডাম্পি।

'তাহলে এদিকে আসত না,' বলল জেড. 'উঁহুঁ, ব্যাটারা আসলে ইচ্ছা করে ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে, মড়ার ভান করে পড়ে আছে মওটকা মেরে, যাতে কা আবার আমাদের হামলা করে বসতে পারে, বুঝলে! ঈগলের কঅলা ওই ব্যাটা একটু আগেও অন্তত গজ পাঁচেক দূরে ছিল, এবার ওকে করার দায় থেকে মুক্তি দিচ্ছি আমি।'

রাইফেল তুলেই ট্রিগারে টান দিল জেফ। কেঁপে উঠল বাদামী শরীরটা. দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, তারপর পড়ে গেল চিৎ হয়ে।

'কে গুলি করল?' রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইল জেড. 'দুবার মারছ কেন াকা?'

জেড ব্যাখ্যা করার ফুসরত পেল না। সাত-আটটা লাশ হঠাৎ জীবন্ত হয়ে , এলোপাতাড়ি পা ফেলে দৌড়ে গেল আশ্রয়ের খোঁজে। গুলি করতে লাগল বয়রা। কয়েকটা অ্যাপাচি হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তবে অন্যরা পালিয়ে যেতে হলো।

'তোমার প্রশংসা করতে হয়, জেড,' চিৎকার করে বলল এভার্ট, 'এ ঘটনা আমার মনে থাকবে। এই কায়দায় আর আগে বাড়ার চেষ্টা করবে না রা, আশা করি।'

যেন এতক্ষণ কৌশলটার ফলাফল জানার জন্যে অপেক্ষা করেছিল াচিরা, নতুন করে হামলার প্রস্তুতি নিতে দেখা গেল ওদের, আবার দল কে শুরু করেছে। ট্রেইলের উল্টোদিক থেকে গর্জে উঠল দুটো রাইফেল। কের টুপিঅলা সর্দারগোছের এক ইন্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে তে পড়ে গেল; আরেকজন সময় মতো লাফ দিয়ে নেমে প্রাণ বাঁচাল মতে।

'জিম আর স্যান্ডির জুড়ি নেই,' চিৎকার করে বলল ফোরম্যান।

'তোমার ধারণা ওরাই গুলি করছে?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'আমি জানি,' সংক্ষেপে বলল জেক। 'এই মুসিবত থেকে যদি রেহাই পেলে, চাও বা না চাও ধন্যবাদটা কিন্তু ওদেরকেই জানাতে হবে তোমার!'

দ্বিধায় ভুগছে শত্রুপক্ষ, পেছন থেকে হামলা আসায় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাদের। বারবার সামনে পেছনে ছোটাছুটি করছে ওরা এখন, হুঙ্কার ছাড়ছে, হাত নেড়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে। কী করা যায় চিন্তা করছে বোধ হয়। সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হলো ওদের। একটা টিবির ওপাশ থেকে আচমকা উদয় হলো দশবারজন ঘোড়সওয়ারের একটা দল, ঝড়ের বেগে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, একই সঙ্গে আগুন ঝরাচ্ছে ওদের অস্ত্র।

প্রতিপক্ষের আকস্মিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে দেখে আর দেরি করল না ইন্ডিয়ানরা, মুহূর্তে রণেভঙ্গ দিল। হিংস্র হুঙ্কার ছেড়ে ওদের ধাওয়া করল নবাগতরা, নির্দয়ভাবে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু দলপতি যোগ দিল না ওদের সঙ্গে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে র‍্যাঞ্চারের উদ্দেশে এগিয়ে এল সে, নেমে দাঁড়াল স্যাডল থেকে।

'এই যে, এভার্ট, আমরা বোধ হয় একটু দেরি করে ফেলেছি,' বলল সে।

'একেবারে না এলেই বরং খুশি হতাম–তুমি না আসলেও ইন্ডিয়ানদের হারাতে পারতাম আমরা,' পাল্টা জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'যদি ভেবে থাকো খুশিতে গদগদ হয়ে ধন্যবাদ জানাব, নিরাশ হতে হবে তোমাকে।'

'সেটা ভাবি নি,' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল রবার। 'কিন্তু দরকারই যদি না থাকবে তা হলে খবর পাঠালে কেন?'

'আমি কোনও খবর পাঠাই নি। স্যান্ডস তোমার কাছে গিয়ে থাকলে–'

'স্যান্ডস যায় নি,' বাধা দিয়ে বলল আউট-ল, 'বেঁটে এক লোক, পরনে ডিয়ারস্কিনের পোশাক ছিল, পায়ে মোকাসিন, প্রথম দেখায় ভবঘুরে বলে মনে হয়।'

'এমন কাউকে আমি চিনি না,' ধমকের সুরে বলল র‍্যাঞ্চার, 'আমি তো ধরে নিয়েছিলাম স্যান্ডিকেই পাঠিয়েছে গ্রীন।'

'তার মানে বুদ্ধিটা ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে?' চিন্তিত চেহারায় বলল রবার, তারপর হাসল। 'ঠিকই আছে, ওর ছাড়া আর কার হবে! এখন কই সে?'

'জানি না, জানার ইচ্ছাও নাই,' ওকে জানাল এভার্ট, 'ওরা তোমার লোক জানামাত্র বিদায় করে দিয়েছি।'

'কিন্তু ওরা আমার লোক নয়–হলে অবশ্য ভালোই হত,' স্বীকার করল রবার। 'অনেক সুবিধা হত আমার। কিন্তু দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে এখন এস-ই র‍্যাঞ্চের হয়েই কাজ করছে ওরা।'

'বোধ হয় তোমার নির্দেশ মতো আমাকে ঘায়েল করার উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করছে, ঠিক না?' হিংস্র কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার।

'ওই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, এভার্ট, গুমখুন আমার কাজের পদ্ধতি নয়,' কঠিন গলায় বলল আউট-ল, কঠিন হয়ে উঠল ...



...রা। 'চাইলে তো এই মুহূর্তে তোমার সব গরু ছিনিয়ে নিতে পারি আমি।'

'আর আমি চাইলে এই মুহূর্তে তোমার পেটে একটা বুলেট সেঁধিয়ে দিতে ...ি,' বিড়বিড় করে পাল্টা জবাব দিয়ে রাইফেল আঁকড়ে ধরল বুড়ো ...ার।

আমুদে চেহারায় ওর দিকে তাকাল আউট-ল চীফ। 'তাতে কী লাভ হবে ...মার? মেয়েদের প্রতি আমার মতো শ্রদ্ধাবোধ আমার দলের লোকদের নাও ...তে পারে।'

শার্লটকে এগিয়ে আসতে দেখে টুপি নামিয়ে বাউ করল সে।

বাবার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন শার্লট; বাউড্রি, সম্ভবত মেয়েটাকে ডাকতে ...য়েছিল, তার সঙ্গে রয়েছে। এক পলকের জন্যে রবারের সঙ্গে চোখাচোখি ...া তার, কিন্তু চেহারায় ভাবের কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না।

'বরাবর নাজুক পরিস্থিতিতে দেখা হওয়াটাই বোধ হয় আমাদের নিয়তি, ... এভার্ট,' সহজ কণ্ঠে বলল রবার। বুঝতে পারছে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ ...ায় আরও খেপে উঠছে র‍্যাঞ্চার।

'একজন রাসলারের সঙ্গে কথা বলতে পারে না আমার মেয়ে!' বলল ...ার্ট।

দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা নিয়ে ক্ষুব্ধ বাবার দিকে তাকাল শার্লট। 'আমাদের সাহায্য ...তেই এসেছে ও,' মনে করিয়ে দিল। হঠাৎ রবারের কব্জির দিকে নজর ...েই বিস্ফারিত হলো তার দুচোখ। 'হায়, তুমি দেখছি চোট পেয়েছ!' আবার ...ল ও, 'দাঁড়াও, আমার কাছে ব্যান্ডেজ আছে–দরকার হতে পারে ভেবে ...োগাড় করে রেখেছিলাম, আগে থেকেই...'

'লাগবে না–সামান্য আঁচড় লেগেছে–উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছু নয়,' বিড়বিড় ...রে বলল আউট-ল।

কিন্তু শার্লটের জেদের কাছে হার মানল অবশেষে। ওকে দক্ষ হাতে ...্যান্ডেজ বাঁধতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল রবারের চোখ।

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' কোনওমতে বলল সে।

'আমার গায়েও আঁচড় লেগেছে,' ফট করে বলে উঠল নাভাহো, লোভাতুর ...তে তাকাল শার্লটের দিকে।

পাঁই করে ঘুরল রবার। 'এখুনি ভাগো এখান থেকে।' হিসহিস করে বলল ...। ভয়াল কণ্ঠস্বর শুনে নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল দোআঁশলা।

আবার স্যাডলে চেপে বসল আউট-ল চীফ। 'আচ্ছা, আজ তা হলে চলি, ...ার্ট,' বলল সে। 'আবার দেখা হবে। নতুন কোনও ঝামেলা হলে খবর দিয়ো, ...ই চলে আসব। এইবার অবশ্য খুব একটা সাহায্য করতে পারি নি, পরের বার ...শা করি পারব।'

কথা শেষ করেই দলের লোকদের ইশারা করল রবার, তারপর ঘোড়া ...টাল সবেগে। পেছন থেকে চিৎকার করে ওকে হুমকি দিল কয়েকজন, গ্রাহ্যই ...রল না।

# বার

এগিয়ে চলল গরুর পাল। বেটপ আকৃতির একটা পাথুরে ঢিবি পেছনে ফেলে এল. ওয়েস্টার্ন ট্রেইলে এই রকম ঢিবির ছড়াছড়ি।

দিন কাটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে র‍্যাঙ্কারের জন্যে, ইনজুনদের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন কাউহ্যান্ডের মৃত্যু কিছুটা হতোদাম করে দিয়েছে তাকে, ফলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা খিটখিটে থাকছে তার মেজাজ. সবার সঙ্গে রাগারাগি করছে অযথাই। তাছাড়া নানান দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে: একজন কুখ্যাত আউট-ল. যে ওকে সর্বস্বান্ত করার কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে. তারই কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে; সানড্যান্স আর স্যান্ডিকে ঘিরে অমূলক সন্দেহে ভুগছে ভেবেও বারবার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে; আউট-ল চীফ অবশ্য বলেছে ওরা তার দলের লোক নয়–কিন্তু কথাটা সত্যি নাও হতে পারে। কিড গ্রীনের আরেক নাম সানড্যান্স–আইন ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে; ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা অঙ্কের পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে, ওকে খুন করার অপচেষ্টা চালিয়েছে স্যান্ডি–অন্তত এখনও ব্যাপারটা সেরকমই–এসব ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে সে, কিন্তু দেখা যায় কিছুক্ষণ পরই ফের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে একটা ভাবনা।

বাউড্রির মনেও স্বস্তি নেই, ওকে এড়িয়ে চলছে শার্লট। তবে এটাই তার দুর্ভাবনার একমাত্র কারণ নয়। ইন্ডিয়ান হামলার বেশ কয়েকদিন পর ডেভিডের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেল সে।

'এই যে, মন্টি, তোমাকে কেমন মনমরা লাগছে যেন!' ওকে স্বাগত জানিয়ে বলল ডেভিড, 'কার কারণে ঘুম নষ্ট হচ্ছে তোমার?'

'তোমাকে বলেছি না ওই নামটা এখানে মুখে আনবে না!' ধমকে উঠল জুয়াড়ী, 'তুমি মনে হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশ সন্তুষ্ট?'

'আলবৎ। ঠিক জায়গামতো আউটফিটটাকে পৌঁছে দিয়েছে রবার। ওই দুই কাউবয় এখন আর ঝামেলা বাধানোর সুযোগ পাবে না; আমার কাছে তো পুরো কাজটা এখন জলের মতো তরল ঠেকছে!'

'যদি রবার নিজেই গরুগুলো বিক্রি করার মতলব এঁটে না থাকে!'

'তাহলেও আমাদের চিন্তার কিছু নেই,' বলল ডেভিড, 'ফতুর হয়ে যাবে মিস্টার এডার্ট, আমাদের দখলে চলে আসবে এস-ই।'

'এবং হতচ্ছাড়া আউট-ল ব্যাটা মুফতে লুটে নেবে পঞ্চাশ হাজার ডলার!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বাউড্রি, 'উঁহুঁ. ডেভিড, সেটি হতে দিচ্ছি না আমি একেকটা গরুর জন্যে পাঁচ ডলার দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম ওকে, গরুগুলো ওই দামেই আমার চাই। তাছাড়া আরও কথা আছে, হদ্দ বেকুবটা দিনদিন কেমন



হয়ে যাচ্ছে যেন। সেদিন শার্লট ওর হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়ার সময় তার মুখের চেহারা দেখেছিলে?'

'তুমি যতটা আমোদ পেতে–মানে তুলনা দিচ্ছি আরকি–ততটা মনে হয়নি ওর কাছে!'

'আমোদ? রবারের জন্যে ওটা ছিল নিখাদ নির্যাতন। ওকে অতীতের কথা ...করিয়ে দিয়েছে ঘটনাটা, বুঝিয়ে দিয়েছে কত নীচে নেমে এসেছে আজ। ...আর মনে হয় অনেক দিন পর কোনও মেয়ে সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছে ওর ...ক–নিজের অজান্তেই দারুণ একটা কার্ড খেলেছে শার্লট। ওর দিকে কড়া ...র ছিল আমার. এই বলে রাখছি, রবার যদি এখন মেয়েটার কথা ভেবে ...টকে একেবারে ছেড়েও দেয়, এতটুকু অবাক হব না।'

অবিশ্বাস ঝরে পড়ল ডেভিডের কণ্ঠে। 'মেয়েদের দুটো ভালো কথায় গলে ...র লোক রবার নয়,' বলল সে, 'আর ওর চ্যালারাই বা তা মেনে নেবে কেন! ...ত না নেয় সেটাই দেখতে হবে আমাদের।'

মাথা দোলাল জুয়াড়ী। 'হাওয়েলকে বলে দাও নাভাহোর সঙ্গে দেখা করে ...ক সব জানিয়ে রাখতে। রবারকে গরুর পালটা ছিনতাই করতেই হবে। পরের ...পারটা আমরাই সামলাব। গরু বিক্রি করে আমার ভাগে যে টাকাটা পড়বে ...ই দিয়ে হানিমুনের খরচ চালিয়ে নেয়া যাবে, ডেভিড।'

'আগে তো বিয়ের ব্যবস্থা করো, তোমার কনেই তো গররাজি!' ওকে খোঁচা ...য়ে বলল ডেভিড।

'যখন দেখবে বাপ বেচারা দরজায় দরজায় কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে, আপসে ...জি হবে সে,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল বাউড্রি, 'টেক্সাসে যেন এসব লোককে ...নামে ডাকে, চাকলাইন রাইডার, তাই না? শেষ বয়সে বাপকে কিছুতেই এই ...র্ভোগ পোহাতে দেবে না শার্লট।'

ক্যাম্প গুটানোর কাজ শেষ হয়ে এসেছে, আবার যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে ...স-ই আউটফিট, সানড্যান্স ওর দুই বন্ধুকে নিয়ে হাজির হলো; ইন্ডিয়ানদের ...ঙ্গে সেই লড়াইয়ের পর থেকে গরুর পালের পিছু পিছু এগিয়েছে ওরা. ...টা নদী–হফম্যান বলেছে. সিমারন–পার হতে দেখেছে আউটফিটটাকে ...দের আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল আউটফিটের সবাই।

আশাতীত সাহায্য করেছে হফম্যান গ্রীনদের, প্রতিটি ব্যাপারে: বুনো ...নোয়ারে শিকার করে খাবারের ব্যবস্থা তো করেইছে, তার ওপর বনে জঙ্গলে ...াধে চলাচল করা সুবিধা থাকায় গোপনে আউট-লদের গতি-প্রকৃতির খবর ...ল দিয়েছে রোজ। এতটুকু সন্দেহ না জাগিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ...পের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে গেছে সে, নজর রেখেছে; কখনও কখনও ...থোপকথন শোনার মতো কাছেও গেছে। তবে ওদের চূড়ান্ত হামলার দিনক্ষণ ...নতে পারে নি সে। সানড্যান্সের ধারণা, হামলা আসতে দেরি নেই, সেজন্যেই ...বার আউটফিটে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভুরু কুঁচকে ওদের স্বাগত জানাল র‍্যাঙ্কার।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে, এভার্ট,' বলব সানড্যান্স, 'আমার সব কথা ... তোমাকে বলব আমি, আশা করি মাথা ঠাণ্ডা রেখে শোনার চেষ্টা করবে।'

সংক্ষেপে এস-ই আউটফিটে যোগ দেয়ার আগ পর্যন্ত সব ঘটনা ... জানাল সানড্যান্স। শুনতে শুনতে জুয়াড়ীর মুখের হাসি কানে গিয়ে ঠেকল। সানড্যান্স থামতেই সশব্দে হেসে উঠল সে।

'চমৎকার!' বিদ্রুপাত্মক ঢঙে বলব বাউড্রি, 'রহস্যোপন্যাস লিখলে ... করতে পারতে! তা এসব কথা আগেই জানালে না কেন?'

'আমার হাতে কোনও প্রমাণ ছিল না,' সহজ কণ্ঠে বলল কাউবয়, 'তা ... দূরে কোথাও সরে আসতে চাইছিলাম আমি তখন।'

'তা বটে!' ফোড়ন কাটল জুয়াড়ী, 'তাছাড়া রবারের হয়ে কাজ কর... তুমি!'

কাঁধ ঝাকাল সানড্যান্স। 'এভার্ট, এই লোকটা বলে বেড়াচ্ছে তো... রেঞ্জের কাছেই নাকি র‍্যাঞ্চ করবে,' র‍্যাঞ্চারকে বলল সে, 'ব্র্যান্ডের নাম ব... তোমাকে?' মাথা নাড়ল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'অবশ্য তাতে কিছু আসে ... না–শার্লটকে বলেছে। এদিকে দেখ।'

নেভানো আগুন থেকে আধপোড়া একটা লাকড়ি তুলে নিল সানড্যা... ওটা দিয়ে বালির ওপর 'এস' আর 'ই' হরফ দুটো লিখল, তারপর ... দুটোর মুক্ত প্রান্তগুলো জুড়ে দিল, ব্যস, 'এইট-বি'-তে রূপান্তরিত হলো 'এস-ই' ব্র্যান্ড।

'এই যে ওর ব্র্যান্ড,' শান্ত কণ্ঠে বলল সানড্যান্স, 'চমৎকার, কী বলো?'

বাউড্রির চেহারা থেকে আমুদে ভাব খসে পড়েছে। 'হায় খোদা, স... এমন কিছু কোনওদিন চিন্তাই করি নি আমি!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'তুমি জা... গরুর ব্যবসার ব্যাপার-স্যাপার আমার ধারণারই বাইরে।'

অভিনয়ে উৎরে গেল বাউড্রি, কিন্তু তার হাসিতে কেউ যোগ দিল ন... ব্র্যান্ড-ব্লটিং ভালোচোখে দেখার কথা নয় কারওই।

'হ্যাঁ,' ব্যঙ্গের সুরে বলল সানড্যান্স, 'আমি রবারের সঙ্গে থাকতে ব্র... করার জন্যে একপাল গরু ধরে এনেছিল ওর লোকেরা, আগেই বলেছি খাবা... বিনিময়ে ওদের সাহায্য করছিলাম আমি, আমাকে বলা হয়েছিল ওগুলো বেওয়ারিশ গরু, কিন্তু পরে দেখলাম প্রায় সবগুলোই এস-ই ব্র্যান্ডের, ... ব্র্যান্ডিংয়ের পর "এইট-বি" ব্র্যান্ডের গরু হয়ে যায় ওগুলো।'

'তাতে শুধু এটাই প্রমাণ হয় যে, আমার অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে রবা..., চোরাই গরু গছিয়ে দিয়েছে আমাকে,' যুক্তি দেখাল বাউড্রি, 'যেদিন ইন্ডিয়া... হামলা হলো সেদিনই প্রথম জানতে পারি এই লোকটাই রবার। আমি ... কিনতে চাইছি, সবাই জানত কথাটা, রবারের দেয়া গরুগুলো নিষ্কণ্টক ... ধরে নিয়েছিলাম।'

'রবার আমাকে বলেছিল কে নাকি তোমার ড্রাইভটা ভণ্ডুল করে দেয়... জন্যে নিয়োগ করেছে ওকে, ছিনতাই করা গরু কেনারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে...



...বলল সানড্যান্স, 'আচ্ছা, এভার্ট তুমি ব্যর্থ হলে কার হাতে যাবে তোমার ...ত্তি?'

...সিগার বের করে ধরাল বাউড্রি, হাসল সশব্দে।

'সত্যি, গোয়েন্দা কাহিনীর প্লট হিসাবে তুলনাহীন!' বলল সে, 'প্রমাণ ...!'

'ঠিক আছে,' আবার বলল সানড্যান্স, 'তোমার হর্স-র‍্যাঙলার হাওয়েলকে ...ও।'

...র‍্যাঙলারকে ডেকে আনল ফোরম্যান। সানড্যান্সদের দেখেই তার অস্থির ...জোড়া বিস্ফারিত হলো। 'আমাকে ডেকেছ?' এভার্টকে জিজ্ঞেস করল সে।

'রবারের দলে কদ্দিন ধরে আছো তুমি?' জানতে চাইল সানড্যান্স

'আমি ওর দলে যোগই দিই নি,' প্রশ্ন খেঁকিয়ে বলল সে, 'কী বলতে চাও?'

'সত্যি কথা বলো!' বলল সানড্যান্স, কেউ জানে না কখন রিভলভার উঠে ...ছে ওর হাতে। 'হাওয়েল, সব স্বীকার করার জন্যে একটা সুযোগ দিচ্ছি ...মাকে। সুযোগটা হারালে প্রাণও হারাতে হবে–আমিই খুন করব!'

...ড্যান্সের শীতল, নিষ্করুণ কণ্ঠস্বরে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল হাওয়েলের ...দিকে দাঁড়ানো লোকগুলোর চেহারা দেখল। 'কেউ সাহায্য করতে যাবে না ...মাকে!' আবার শোনা গেল বরফ-শীতল কণ্ঠস্বর। 'আমি বাঁচি বা মরি, তার ...গেই জাহান্নামে পৌঁছে যাবে তুমি!'

স্থির রিভলভারের দিকে তাকাল হাওয়েল। 'প্রায় বছরখানেক,' অবশেষে ...ফ্যাসফেঁসে গলায় জবাব দিল সে, 'কিন্তু আমি তো তার দল ছেড়ে ...য়েছি–'

গর্জে উঠল সানড্যান্সের রিভলভার, পরক্ষণে র‍্যাঙলারের গালে লাল ...টকে একটা রেখা ফুটে উঠল।

'আর মাত্র একবার মিথ্যা কথা বলার সুযোগ পাবে,' ওকে সতর্ক করল ...লবাজ। 'গর্দভচন্দ্র, আমরা আগাগোড়া তোমার ওপর নজর রেখেছি। ওই ...কের কাছ থেকে–' ডেভিডের দিকে ইশারা করল গ্রীন–'নাভাহোর কাছে কী ...র নিয়ে গিয়েছিলে?'

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কর্পূরের মত উবে গেল দুর্বৃত্তের সব সাহস। কাঁপা ...পা গলায় সে জানাল: 'ডেভিড নাভাহোকে বলতে বলেছে, রবার বেঈমানী ...তে যাচ্ছে, লোকজন নিয়ে তৈরি হয়ে ঝটপট হামলা চালাও।'

'একেবারে ডাহা–' মুখ খুলতে গেল ডেভিড, কিন্তু সানড্যান্সের দৃষ্টি ওর ...র স্থির হতেই থমকে গেল।

'আচ্ছা, স্যাম, কার কথা বিশ্বাস করবে তুমি, আমার নাকি এই আউট-ল ...দুকবাজের, যাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া ...য়েছে?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বাউড্রি, 'আমি চাক বাউড্রি, একজন বিশিষ্ট ...গরিক, তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু!'

র‍্যাঞ্চার জবাব দেয়ার আগেই আরেকজন কথা বলে উঠল, সামনে এগিয়ে

এল ইন্ডিয়ান-হান্টার হফম্যান।

'চাক বাউন্ড্রি, হাহ্?' ভেঙচি কাটল সে, 'বেশিদিন আগের কথা নয়, তোমাকে ক্যানসাস সিটিতে দেখেছি আমি, তখন তোমার নাম ছিল মন্টি জ্যাক–তুমি একটা জোচ্চোর, ভিজিলেন্টদের হাত থেকে কোনওমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলে; খেলায় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে টেবিলের নীচ দিয়ে গুলি করে মেরেছিলে একটা লোককে, মনে আছে?'

কিঞ্চিৎ গম্ভীর হওয়া ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন হলো না জুয়াড়ির চেহারায়। 'ভুল হচ্ছে তোমার, ফ্রেন্ড,' বলল সে।

'মন্টি জ্যাকের ডান হাতে কব্জি থেকে কনুই অবধি একটা কাটা দাগ আছে–এক ম্যাক্সিক্যানের ছুরির ঘায়ে চিরে গিয়েছিল, কোনওমতে সেলাই করা হয়েছিল–বিশ্রীরকম কুঁচকে আছে এখন জায়গাটা।'

'শার্টের হাতা গোটাও, বাউন্ড্রি!' নির্দেশ দিল সানড্যান্স। আবার রিভলভার বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে।

লাল হয়ে গেল বাউন্ড্রির চোখমুখ, জানে হেরে গেছে সে–অন্তত এই মুহূর্তের জন্যে।

'তার দরকার নেই–স্বীকার করছি, কাটাদাগ আছে,' বলল সে, এভার্টের দিকে তাকাল। 'আপাতত জিতে গেলে তুমি, স্যাম, কিন্তু তোমার সব দলিলপত্র আমার দখলে রয়েছে, কথাটা মনে রেখো!'

খুব চাতুরীর সঙ্গে তাকে প্রতারিত করা হয়েছে ভেবে ক্রমেই খেপে উঠছিল র‍্যাঞ্চার, বাউন্ড্রির শেষ কথায় বারুদে আগুন লাগল যেন।

'ব্যাটা চোর!' চিৎকার করে উঠল সে, আঁকড়ে ধরল পিস্তল।

হুমকি খেয়ে ঠোঁট বাঁকাল বাউন্ড্রি। 'আমাকে মারলে তো আর দেনা শোধ করতে হবে না, নাকি?'

চট করে পিস্তল থেকে হাত সরিয়ে আনল এভার্ট, যেন তপ্ত ইস্পাত। দুর্বৃত্তের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল সে। ওকে চিনতে ভুল করে নি লোকটা। 'তোমার টাকা ঠিকই ফেরত পাবে তুমি–প্রতিটি পয়সা–গরু বিক্রি করার সঙ্গে সঙ্গে,' প্রতিশ্রুতি দিল সে।

নেকড়ের হাসি ফুটে উঠল বাউন্ড্রির ঠোঁটে। 'আমি তাতে রাজি নই,' জবাব দিল সে। 'টাকা আর এস-ই র‍্যাঞ্চসহ তোমার সবই শেষমেশ আমার হাতে আসবে,' বলে শার্লটের দিকে একবার তাকাল। 'বুড়ো গর্দভ,' চিবিয়ে চিবিয়ে আবার বলল সে, 'আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার মজা টের পাবে, সর্বস্বান্ত করে ছাড়ব তোমাকে, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদবে! রবারের কাজ শেষ হোক না–'

'রবারের কথা তুমি না বললেও চলবে, মিস্টার,' ভেসে এল একটা শান্ত কণ্ঠস্বর।

আউট-ল চীফ স্বয়ং দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার মনোযোগ ছিল বাউন্ড্রির দিকে, সে কখন এসে স্যাডল থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে টের পায় নি কেউ।

'আমার দিক থেকে তোমার কোনও ভয় নেই, এভার্ট,' বলল রবার, 'তবে



আর দলের বাকি লোকদের কথা বলতে পারব না, তাহো কোলাব্যাঙটা র কান বিষিয়ে তুলেছে–নতুন একজন সর্দার বেছে নিয়েছে ওরা।'

'তার মানে চামড়া বাঁচাতে এখানে পালিয়ে এসেছ?' বাঁকা স্বরে বলল চাক ড্রি ওরফে মন্টি জ্যাক।

জ্বলে উঠল আউট-লয়ের দুচোখ। 'নিজের চামড়ার কথা ভাবো, শয়তান!' সে, 'মনে রেখো তোমার কাছে আমার কোনও ঋণ নেই!' এভার্টের দিকে ল সে, 'জিম ওদের আসল চেহারা ফাঁস করে দিয়েছে,' আবার বলল সে, র ইঁদুরগুলোর কী ব্যবস্থা করবে?'

রাগত চেহারায় ফোরম্যানকে ইশারা করল এভার্ট। 'দূর করে দাও ওদের,' শ দিল সে, তারপর সানড্যান্সের দিকে ফিরল। 'গ্রীন, তোমার কথা বিশ্বাস আমি, তুমি কিন্তু এখনও জানাও নি সেদিন আমাকে কে গুলি করেছিল।'

রবারের দিকে তাকাল সানড্যান্স, মাথা নাড়ল লোকটা। 'আমি জানি না, ার,' জবাব দিল সে, 'তবে স্যান্ডি নয়।'

স্যান্ডির দিকে তাকাল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'ইচ্ছা না থাকলেও,' গোঁয়ারের মতো সে, 'আপাতত বিশ্বাস করছি।'

ফোরম্যানের নির্দেশে যার যার কাজে চলে গেল সবাই। একা হয়ে পড়ল ট-ল আর র‍্যাঞ্চার। বিব্রতকর নীরবতা নেমে এল। আউট-লই প্রথম কথা , 'আমার এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য কী সেটাই ভাবছ, তাই না, এভার্ট?' তে চাইল সে। 'যদি মনে করে থাকো ওই বেজন্মাটাকে সাহায্য করার জন্যে ছি, ভুল করবে। আসলে, ইচ্ছে করলে আমি আমার দলের লোকদের সঙ্গে লা করতে পারতাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম, এভাবেই বরং তোমার প্রতি যে করেছি তার কিছুটা অন্তত প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব।'

র‍্যাঞ্চারের চেহারায় পরিষ্কার সন্দেহের ছায়া পড়ল।

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?' আবার বলল আউট-ল, 'সেজন্যে দোষ না তোমাকে, তবে কথাটা সত্যি। আচ্ছা, তোমার মনে কী একবারও প্রশ্ন নি অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর তোমাকে এতদূর আসতে দিলাম ? শোনো, বলছি, আমি আমার দলের লোকদের এই বলে সামলে ছিলাম যে তুমি গরুগুলো বিক্রি করার পর টাকাগুলো ছিনিয়ে নেয়াটাই াদের জন্যে সুবিধাজনক হবে: জানতাম, সব টাকা নিরাপদ জায়গায় রাখার টা ব্যবস্থা ঠিকই করতে পারবে তুমি। কিন্তু জোচ্চোরটা এসে সব কেঁচে , সেজন্যেই আমাকে আসতে হয়েছে। এবার বলো তোমার মত কী?'

'ঠিক আছে, থাকো আমাদের সঙ্গে, তবে বেতাল কিছু দেখলেই তোমাকে করার নির্দেশ দেয়া থাকবে আমার লোকদের ওপর,' অবশেষে বলল স্যাম র্ট।

'ঠিক আছে,' বলল রবার, তারপর হাঁটতে হাঁটতে দূরে সরে গেল।

## ছয়

সামনে বিস্তীর্ণ সমভূমি—বাদামী, বৈচিত্র্যহীন; কিন্তু এতটুকু ক্লান্ত বোধ করছে না ট্রেইল-ড্রাইভাররা, শঙ্কিতও নয়, কারণ জানে বিপদ এলে আগেভাগে টের পাওয়া যাবে। এখন অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এগোচ্ছে গরুর পাল, প্রায় শম্বুকগতি।

আবার স্যাডলে উঠে বসার মতো সুস্থ হয়ে উঠেছে স্যাম এভার্ট, ঘোড়া থামিয়ে গরুগুলোকে পার হয়ে যেতে দিল সে, ওগুলো আরও তাগড়া হয়ে উঠেছে দেখে মাথা দোলাল সন্তুষ্টির সঙ্গে, পরক্ষণে আকস্মিক বিপদের কথা ভেবে ভুরু কোঁচকাল, শেষ পর্যন্ত পথেই না বসতে হয়!

গরুর পালের একেবারে পেছনে একা ঘোড়া হাঁকাচ্ছে রবার, তারসঙ্গে যোগ দিল এভার্ট।

'কয়োটেগুলোর মতিগতি আঁচ করতে পারছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল সে

'এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আগেই আলাপ-আলোচনা হয়েছিল,' জবাব দিল আউট-ল, 'আসলে চলতি পথে হামলা-চালালে আবার একটা স্ট্যাম্পিডের ব্যাপার ঘটবে, ফের সব গরু রাউন্ড-আপ করার ঝামেলা আছে, প্রচুর গরু খোয়া যাবে সেক্ষেত্রে—আমার লোকদের গরু সামলানোর অভিজ্ঞতা কম। বিশ্বস্ত কৌশলটা হচ্ছে গরুগুলোকে বিশ্রামের জন্যে জড়ো করার পর রাতের অন্ধকারে প্রথমে ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে তোমাদের ঘায়েল করা এবং তারপর হাতিয়ে নেয়া সব গরু। আমার মনে হয় এটাই করতে যাচ্ছে ওরা এবং শিগগিরই, হয়তো পারে আজ রাতেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল র‍্যাঞ্চার। রবারের চেহারা জরিপ করছে। এই লোকটাই ওকে সর্বস্বান্ত করার পণ করেছিল, অথচ আজ আবার ওকে রক্ষা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে! ব্যাপারটা কেন যেন বোধের অগম্য থেকে যাচ্ছে, বারবার সংশয় জাগছে মনে—কোথাও কি কোনও 'কিন্তু' আছে?

'স্যান্ডি সম্পর্কে কদ্দূর জানো তুমি?' জানতে চাইল এভার্ট।

'সামান্যই,' জবাব দিল রবার, 'ছেলেটা হঠাৎ একদিন হাজির হয়েছিল আমাদের হাইডআউটে, গ্রীনের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে। এমনি ঘুর ঘুর করে বেড়াত, কারও সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করতে দেখি নি—আমার ধারণা ছেলেটা খুবই ভালো!'

হেসে মাথা দোলাল সে। 'ওর মধ্যে খারাপ কিছু নেই আসলে, কোনও কারণে হয়তো রাগ করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল...'

সন্ধ্যানাগাদ ভাগ্যদেবী যেন প্রসন্ন হলেন। একচিলতে ভাঙাচোরা সমতলে পৌঁছুল ওরা, এখানে ক্যাম্প করলে যে কোনও হামলা সহজে ঠেকানো যাবে।



প্রায় নীরবে এবং দ্রুত সাপার শেষ করল সবাই, হাতের কাছে রাইফেল সতর্ক-জানে, যে কোনও মুহূর্তে প্রাণের দায়ে যুদ্ধে নামতে হতে পারে। সাপারের পর মেয়েদের ওয়্যাগনে ঢুকে পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। গম্ভীর কণ্ঠে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পাহারা দেয়ার জন্যে লোক পাঠাল এভার্ট।

'নিশ্চিত না হয়ে গুলি করবে না কেউ,' বলল সে, 'কিন্তু কোনও গুলি যেন ...য়!'

ব্যারিকেডের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে অপেক্ষা করতে গিয়ে স্নায়ুর ওপর চাপ অনুভব করল ওরা, ধৈর্যচ্যুতি ঘটার অবস্থা!

স্যানড্যান্সের পাশে বসে রয়েছে স্যান্ডি, হঠাৎ সে বলল, 'ব্যাটারা এলেই ...—, আগামী একশো মাইলের মধ্যে এরকম দারুণ জায়গা না-ও মিলতে ...'

'আমার মনে হচ্ছে ওরা আসবে—বলতে গেলে এটাই ওদের শেষ সুযোগ, ...শে আজ চাঁদ নেই, অতর্কিতে হামলে পড়ে আমাদের বেকায়দায় ফেলে ... কথা ভাববে ওরা।'

'এবং নিজেরাই বেকায়দায় পড়বে শেষে,' বলে হাসল স্যান্ডি। 'আচ্ছা, ...ন কই?'

'ওদিকে ঝোপে ঢুকতে দেখেছিলাম তখন,' জবাব দিল স্যানড্যান্স, 'বোধ ...দের গন্ধ শুঁকতে গেছে, এই বুনো এলাকায় লোকটা যেন চারচোখঅলা ...ন্ময়!'

...ল বলে নি স্যানড্যান্স। খাওয়ার পর আর দেরি করে নি হফম্যান, এভার্টের পরামর্শ করে তার প্রিয় রাইফেল 'বেটসি'কে রেখেই অন্ধকার ছায়ায় মিশে ... সে। এই মুহূর্তে একটা ঝোপে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, গাছপালার ভেতর ... গিরগিটির মতো এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কানখাড়া করে রেখেছে, ...বিক কোনও শব্দ ফাঁকি দিতে পারবে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক কিছুই শুনতে ...না সে।

তারপর এল প্রত্যাশিত শব্দটা, ঠিক সামনেই মড়াৎ করে ভাঙল একটা ... ডাল। হাঁটু গেড়ে বসল হফম্যান, কোমরের বেল্ট থেকে একটানে ... ছুরিটা বের করে অপেক্ষা করতে লাগল। নড়ে উঠল পাশের ঝোপটা; ...ত পায়ে বেরিয়ে এল একলোক, রাইফেলটা ঠেলতে ঠেলতে সামনে ...। ফণা-তোলা-সাপের মতো দ্রুত অথচ নিঃশব্দ ছোবল হানল হফম্যানের ... কোনওরকম শব্দ ছাড়াই ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল ওর শিকার। কোনওদিন ডাকাতি করবে না হাওয়েল।

...ম দিকে একটা চাপা খিস্তি শোনা গেল, আরেকটা ডাল ভাঙল ডান ...। হফম্যান বুঝল ক্রমশ এগিয়ে আসছে খুনীর দল। জলদি ক্যাম্পে খবর ... দরকার! অসীম সতর্কতার সঙ্গে পিছিয়ে আসতে শুরু করল সে। ...কিটের পাহারাদাররা টের পেল না ওর প্রত্যাবর্তন, কিন্তু সংবাদ পৌঁছে

গেল সবার কাছে।

উত্তেজিত মুহূর্তগুলো পেরিয়ে যেতে লাগল।

অবশেষে একটা ক্যাকটাসের কালচে কাঠামোর আড়াল থেকে নিজে আলাদা করল একটা ছায়ামূর্তি, আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। যা আশা কর তাই দেখতে পেল সে: ক্যাম্পফায়ারের আলো আর তার চারপাশে কয়েক ঘুমন্ত মানুষের আবছা অবয়ব। চাপা কণ্ঠে শিস বাজাল লোকটা, হলো আরও কতগুলো ছায়ার: পরক্ষণে ডজনখানেক রাইফেলের গর্জনে খান হয়ে গেল রাতের নৈশব্দ, দক্ষ হাতে সাজানো ব্ল্যাঙ্কেটগুলো ছিন্নভিন্ন গেল সীসার বৃষ্টিতে। কিন্তু পাল্টা জবাব না আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে ওরা।

'নির্ঘাত সবকটা পটল তুলেছে—পালের কাছে আছে আর কয়েকটা,' নাভাহো, 'চলো, ওদিকে যাওয়া যাক।'

সাফল্য সুনিশ্চিত ভেবে আড়াল ছেড়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এল দুর্বৃত্ত দল, এগোল সামনে। এতক্ষণ এই সুযোগের অপেক্ষাই করছিল স্যাম এভার্ট।

'এইবার!' চড়া গলায় নির্দেশ দিল সে।

ব্যারিকেডের আড়াল থেকে কোরাসে গর্জন শুরু করল সবকটা রাইফেল। একের পর এক শত্রু লুটিয়ে পড়তে শুরু করল নিঃশব্দে। কেউ কেউ আড়ালে পড়ে খিস্তি ছাড়ল অজ্ঞাত শত্রুর উদ্দেশে। ফাঁদে আটকা পড়েছে ভেবে ঘুরে দাঁড়াল ওদের সর্দার দোআঁশলা নাভাহো, আশ্রয়ের খোঁজে দৌড় লাগাল অনুসারীদের বলল গা ঢাকা দিতে। দু'একজন সফল হলো। কিন্তু অন্ধকার মাটিতে অপেক্ষাকৃত জমাট অন্ধকার ছোপ দেখে বোঝা যাচ্ছে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়েছে হানাদাররা। আবার নীরবতা নেমে এল চারদিকে। কোনও নড়াচড়ার আভাস পেলেই কেবল ট্রিগার টানছে কাউবয়দের কেউ। ওদিকে অবিরাম গাল বকে চলেছে নাভাজো।

'আমাদের জন্যে ওত পেতেছিল শুয়োরের বাচ্চারা!' গর্জাচ্ছে সে, 'নিশ্চয় আগেই কেউ জানিয়ে দিয়েছে ওদের—ওপড়ানো গাছগুলো কোনও বিশেষ ব্যাপার নয়। আমার সন্দেহ নেই, রবার ব্যাটাই সেরেছে! আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই চাঁদ উঠে আসবে আকাশে, পরিষ্কার ধরা পড়ে যাব ওদের চোখে, আগেই আবার হামলা চালাতে হবে—আর কোনও সুযোগ পাওয়া যাবে না।'

আবার আক্রমণ চালাল ওরা এবং বাধার সম্মুখীন হলো। সীসার মুখোমুখি বাধা দিল ওদের কিন্তু দুর্বৃত্তরা এবার বেপরোয়া, কয়েকজন লুটিয়ে পড়া সত্ত্বেও থামল না, এগিয়ে এল, ব্যারিকেড টপকে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল প্রতিপক্ষের ওপর।

গুলি করে এক দুর্বৃত্তকে ঝেড়ে ফেলেই কী মনে করে একপাশে সরে গেল সানড্যান্স, পরক্ষণে একটা রাইফেলের কুঁদো আঘাত হানল একটু আগে ওর মাথা যেখানে ছিল সেখানে, অল্পের জন্যে বেঁচে গেল মাথাটা। রাইফেলধারী নিজেকে সামলে নেবার আগেই সামনে বাড়ল গ্রীন, সপাটে ঘুঁষি





লোকটার চোয়ালে। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে ময়দার বস্তার মতো লুটিয়ে লোকটা। আচমকা পেছন থেকে গ্রীনের গলা আঁকড়ে ধরল একজোড়া নরম মাংসে গেঁথে যেতে লাগল তীক্ষ্ণ নখর, দম আটকে এল গ্রীনের।

পেয়েছি এবার, ব্যাটা নচ্ছাড়, গুপ্তচর!' হিসহিস করে বলল শত্রু।

দোআঁশলা নাভাহো। সর্বশক্তিতে সানড্যান্সকে চিত করে ফেলার চেষ্টা সে। আঙুলগুলো ধরে দোআঁশলার সাঁড়াশী-চাপ আলগা করার চেষ্টা সানড্যান্স, পারল না। শেষে আর কোনও উপায় না দেখে গায়ের জোরে চালাল পেছনে। জায়গা মতোই লাগল আঘাতটা, জাদুমন্ত্রের মতো কাজ সোলারপ্লেক্সাসে কনুইয়ের গুঁতো খাওয়ায় আলগা হয়ে গেল নাভাহোর বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে করতে পিছিয়ে গেল অসহায় আউট-ল।

ফিরে পেতে কয়েক মুহূর্ত জোরে জোরে শ্বাস টানল সানড্যান্স, বাতাস নিচ্ছে বুভুক্ষু ফুসফুস। শত্রুকে আবার সামলে উঠতে দেখে এক লাফে এসেই সজোরে ফের ঘুসি চালাল ও। মাথা ঘুরে আছড়ে পড়ল শলা, অশ্রাব্য খিস্তি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পলকে, সানড্যান্স আগে বাড়তেই মুঠো বালি ছিটিয়ে দিল ওর মুখে, পরক্ষণে দৌড় লাগাল উল্টো দিকে।

ইতিমধ্যে চাঁদ উঠেছে আকাশে, ওর দলের লোকজনকে দেখা যাচ্ছে—ভীত শের মতো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। বালির কণা সাময়িকভাবে করে দিয়েছে সানড্যান্সকে, ফাঁকায় বেরিয়ে এসেছে ও, আন্দাজে ডানে-বাঁয়ে গুলি চালাচ্ছে। রুমাল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে।

ফোরম্যান হাজির হলো। তার কাছে জানা গেল, সামান্য ছড়ে যাওয়া আর কথা বাদ দিলে আউটফিটের কোনও ক্ষতি হয় নি, বিপদ কাটানো।

'এবার আশা করি উৎসাহে ভাটা পড়বে ব্যাটাদের,' উপসংহারে দৃঢ় কণ্ঠে সে।

য় মধ্যবয়স্ক একলোক, চেহারায় হাসিখুশি ভাব: পোশাক-আশাকে বোঝা শহর থেকে আসছে—মাথার টুপি থেকে শুরু করে রিভলভার পর্যন্ত সব। গরুগুলোকে আবার বিশ্রামের জন্যে জড়ো করা হচ্ছে, এমন সময় দেখা গেল তাকে। সামনে এগিয়ে গেল এভার্ট।

নিজের পরিচয় দিল আগন্তুক। 'আমার নাম কার্সন,' বলল সে, তারপর প্রশ্নের জবাবে জানাল: অ্যাবিলিন আর মাত্র বার মাইল দূরে, গরুর পালটা আসার সংবাদ আগেই পেয়েছিল, একবার নজর বোলাতে এসেছে সে।

'গরু কেনার জন্যেই এদিকে আসা আমার,' বলল কার্সন।

'আমি এসেছি বিক্রি করব বলে,' জবাব দিল এভার্ট, তবে ... না। গন্তব্যে পৌঁছুতে পেরে আবার আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে সে, ... করতে চায় এখন। তা ছাড়া, বিগত কয়েক মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা

থেকে অপরিচিতদের প্রতি এক ধরনের সন্দেহ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে।

ক্যাম্পে ওদের সঙ্গে ঘুমাল ক্যাটল-বায়ার। একসঙ্গে শহরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। অ্যাবিলিনের দুচারমাইল দূরেই গরুগুলোকে থামানোর পরামর্শ দিয়েছে সে এভার্টকে, ভালো জমি দেখে, যাতে ঘাস খেয়ে আরও কিছুটা ... হয়ে উঠতে পারে ওগুলো।

অন্ধকার নামতে তখনও বেশ দেরি আছে, দিগন্তের কাছে ধোঁয়ার ... দেখে ওরা বুঝতে পারল দীর্ঘ অনিশ্চিত যাত্রার শেষ পর্যায়ে পৌঁছানো ... অবশেষে। সমস্ত গরু জড়ো করে বিশ্রামের ব্যবস্থা করার পর পাঁচজনের ... একটা দল রওনা হলো অ্যাবিলিনের উদ্দেশে: কার্সন, এভার্ট, শার্লট, আন্ট ... এবং সানড্যান্স।

ওরা যখন শহরে ঢুকল তখন গোধূলি। নিজের হোটেলেই এভার্টদের ... গেল কার্সন, কামরা বুক করার পর খাওয়া-দাওয়া সারল ওরা। এবার ... এভার্টকে শহর দেখানোর জন্যে বের হলো কার্সন। শার্লটকে ঘর ছেড়ে ... বেরুতে বলে দিল এভার্ট, সানড্যান্সকে বলল সে তার ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারে। ব্যবস্থাটা কাউবয়ের পছন্দ না হলেও প্রতিবাদ করল না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার জনতার সঙ্গে মিশে গেল ও। অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। প্যালেস স্যালুনের দরজায় এসে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঢুলুঢুলু চোখঅলা একলোক এগিয়ে এল ... কাছে।

'এখানে নতুন তুমি,' তর্জনী তুলে অভিযোগের ঢঙে সানড্যান্সকে বলল সে।

'জাদু জানো মনে হচ্ছে!' বিদ্রূপ করল সানড্যান্স।

'না। এ-শহরের সবাই আমার পরিচিত,' জবাব দিল লোকটা। 'এখানকার মার্শাল আমি,' একটু থেমে আবার বলল সে।

গম্ভীর চেহারায় ওকে জরিপ করল সানড্যান্স। 'আচ্ছা? তা আমাকে কী করতে হবে এখন—হাত-পা ছুঁড়ে নাচব নাকি আর কিছু?' জানতে চাইল।

চোখের পলকে লাল হয়ে গেল মার্শালের ফ্যাকাসে চেহারা। 'কী করতে পারবে না সেটা বলছি তোমাকে—ওভাবে কোমরে পিস্তল ঝোলানো চলবে না এখানে,' রিভলভারের দিকে ইশারা করল, 'বেআইনী কাজ। কষ্ট করে আমার হাতে ওগুলো তুলে দিতে হবে তোমাকে।'

ছোট হয়ে এল সানড্যান্সের চোখ। 'বেশি কষ্ট আমার সহ্য হয় না,' বলল ও। কামরার চারদিকে চট করে একবার নজর বোলাল, প্রায় সবার কোমরেই রিভলভার ঝুলছে। 'তা আমাকেই প্রথম বেছে নেয়া কেন? ওদের সবার ... থেকে আগে অস্ত্র নাও—তারপর আমারগুলো দেবার কথা চিন্তা করব।'

'তুমি এখানে নতুন, আর ওরা সবাই আমার পরিচিত,' বিরস স্বরে ... দিল মার্শাল।

'হ্যাঁ, এখানেই তো মুশকিল—আমি আবার ওদের কাউকেই চিনি না,' ... কণ্ঠে বলল কাউবয় 'শোনো, মার্শাল, ওই রিভলভারজোড়া আমার ...



... প্রিয়—' হাসল সে— 'এগুলো হাতছাড়া করা যাবে না!'

...র স্বীকার করল শান্তিরক্ষী, নতুন শিকারের খোঁজে সরে গেল। খানিক ... সানড্যান্স দেখল দুজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছে লোকটা—ওদের ...ে ঢুকতে দেখে নি গ্রীন: বাউড্রি আর ডেভিড। ওদের দেখামাত্র একসঙ্গে ... আসতে শুরু করল ওরা। বাউড্রি কথা বলল সবার আগে।

...হ্যাঁ, মার্শাল, এই লোকই,' বলল সে, 'টেক্সাসের কুখ্যাত সানড্যান্স, ঠাণ্ডা ... খুন আর ডাকাতির অভিযোগে আইন ওকে খুঁজছে।'

...'আর এই লোকটাই, মার্শাল,' বাউড্রিকে নকল করে বলল সানড্যান্স, 'মন্টি ... পোকার খেলায় জোচ্চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে নিরীহ এক লোককে ... করে ক্যানসাস সিটি থেকে পালানো এক বদমাশ।'

...শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াল বাউড্রি। 'মিথ্যা কথা!' প্রতিবাদ জানাল।

...'না, সত্যি!' চড়া গলায় বলল সানড্যান্স। সাপের ফণার মতো নেচে উঠল ... একটা হাত, পিস্তলের গুলির মতো কড়াৎ একটা শব্দ হলো। চড় খেয়ে টলে ... বাউড্রি, রাগে লাল হয়ে গেল চেহারা, নিমেষে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে ...বাড়াল। ওকে জাপ্টে ধরে ঠেকাল ডেভিড।

'বোকামি কোরো না, মন্টি! পারবে না ওর সঙ্গে!' চিৎকার করে বলল সে।

...ডেভিড তার অজান্তে নামটা উচ্চারণ করেছে, বিস্ফারিত হলো মার্শালের ...জোড়া, ঝট করে নিজের কোমর থেকে পিস্তল বের করে আনল সে।

'এখানে আমি ছাড়া আর কারও গুলি ছোঁড়ার অধিকার নেই!' ধমকে উঠে ..., 'বিবাদ থাকলে বাইরে গিয়ে মেটাও—যাও!'

...'ঠিক আছে,' বলল সানড্যান্স, তাকাল বাউড্রির দিকে। 'কাল সকাল ঠিক ...য়, রাস্তায় বেরিয়ে আসব আমি, যদি ততক্ষণ তোমার এই তেজ থাকে, ... ছেড়ে লেজ গুটিয়ে না পালাও, আমার মোকাবিলা করো!'

'ঠিক হ্যায়, তাই হবে,' খেঁকিয়ে উঠল চাক বাউড্রি ওরফে মন্টি জ্যাক।

... ওদের উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তা আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সবার, ...ড্যান্সের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল প্রত্যেকটা লোক।

... রাস্তায় বেরিয়ে এল সানড্যান্স। হোটেলে এভার্টের সাক্ষাৎ মিলল, তাকে শুধু ...ল বাউড্রি এখন শহরেই আছে।

'ভালোই হলো,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'এখানেই বদমাশটার দেনা মিটিয়ে দিয়ে ... পাওয়া যাবে।'

...স্বাভাবিক নীরবতা নিয়ে সকাল হলো অ্যাবিলিনে। চারদিক কেমন যেন ...ম। তবে সাইডওঅকে গোটাকয়েক অতি আগ্রহী দর্শক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ...ছে। বাউড্রির প্রতি ছুঁড়ে দেয়া সানড্যান্সের চ্যালেঞ্জের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে ...য়ে পড়েছে সারা শহরে, ওরা ভিড় জমিয়েছে গানফাইটে কে জেতে স্বচক্ষে ...বার জন্যে। এ ঘটনা নিয়ে পরে বহুদিন গল্প করবে তারা।

ঠিক সকাল আটটায় রাস্তায় নেমে এল কাউবয়। ফিসফিস গুঞ্জন ছড়িয়ে

পড়ল দর্শকদের মাঝে। রাস্তার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল সানড্যান্স একজন বিখ্যাত গানম্যান, জানাজানি হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্যে স্থির দাঁ... রইল গ্রীন, হাত দুটো দুপাশে ঝুলছে, রিভলভারের বাঁট ছুঁইছুঁই ... আঙুলগুলো। প্রায় হাজার গজ দূরে উদয় হলো আরেকজন লোক, গুঞ্জন ... গেল। ধীরে সুস্থে সামনে বাড়তে শুরু করল লোকটা। জুয়াড়ী তা হলে পা... নি, ভাবল গ্রীন, পরস্পর চেপে বসল ওর ঠোঁট।

একের পর এক পেরিয়ে যেতে লাগল মুহূর্তগুলো। মৃত্যুর দিকে এ... যাচ্ছে ওদের একজন। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে দর্শকরা। প্রতিদ্বন্দ্বী... মাঝখানের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে।

আচমকা নীরবতা ভেঙে দিল একটা গুলির শব্দ, খসে পড়ল সানড্যা... টুপি। প্রায় না তাকিয়েই ড্র করল সানড্যান্স, টান দিল ট্রিগারে। রাস্তার ... একটা দোকানের আড়াল ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল একলোক, চরকির ম... পাক খেল তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে, পাটাতনে পড়ে ধাতব ... তুলল তার অস্ত্র, এখনও ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে ওটার নলে। ডেভি... সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো দর্শকরা ওর কাপুরুষোচিত কৌশল বুঝতে পেরে ... করে উঠল। মাথার টুপি ছাড়াই রিভলভার হাতে ঝুলিয়ে একটানা এগিয়ে ... সানড্যান্স, বাউড্রির ওপর সেঁটে আছে চোখ।

এত কষ্ট করে ফাঁদা পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেছে দেখে হতাশায় মুষড়ে প... চাক বাউড্রি। অথচ সে ভেবেছিল সহজেই সারা যাবে কাজটা। সবাই ভা... অজ্ঞাত কোনও শত্রু সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রতিশোধ নিয়েছে। কেন আড়া... ছেড়ে বেরিয়ে আসতে গেল ডেভিড? ব্যাটা গুলিটা লাগাতে পারল না কে... ডেভিড ওর জন্যে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু গাল দিতে দ্বিধা করল না বাউড্রি।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে সানড্যান্স, অবিরাম, মৃত্যুর মতো অনিবার্য। ... চল্লিশ গজ...তিরিশ...বিশ...ধুশ শালা! ব্যাটা থামবে না নাকি? নিজেকে ফাঁ... আসামীর মতো মনে হচ্ছে বাউড্রির, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কথাটা ম... হতেই থমকে দাঁড়াল সে।

'এই দূরত্বে ফসকাবে না,' বলল বিড়বিড় করে।

হাতের রিভলভার উঁচিয়ে ধরার চেষ্টা করল জুয়াড়ী, পারল না, একা... বেড়ে গেছে যেন ওটার ওজন। প্রতিপক্ষ আর মাত্র বার কদম দূরে! মরিয়া হ... আবার গুলি করার চেষ্টা চালাল বাউড্রি, কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না... অসাড় পেশী থেকে। আতঙ্কের চোটে হাত থেকে রিভলভারটা ফেলে দিল ... মাথার ওপর তুলে ধরল দুহাত, তারপর চরকির মতো ঘুরে দৌড়ে পালানো... চেষ্টা করল; কিন্তু রাস্তার ধুলো যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে ওর পা; প্রতি মুহূ... আশঙ্কা হচ্ছে এই বুঝি ধেয়ে এল একটা বুলেট, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ... শিরদাঁড়া। অবশেষে একটা দালানের আড়ালে এসে গা ঢাকা দিল ... দর্শকদের দুয়ো ধ্বনি তার কানে পৌঁছল না। প্রাণ বাঁচাতে পেরে স্বস্তি ... করছে সে। বাউড্রিকে অদৃশ্য হতে দেখে সানড্যান্সের চেহারায় একই ...





...আর অসন্তোষের ছাপ পড়ল।

...ওর চরিত্র বুঝতে আমার ভুল হয় নি,' আপনমনে বলল সানড্যান্স, 'কিন্তু ...শেষ করতে পারলেই ভালো হত!'

...হোটেলে ফিরে এভার্টের দেখা পেল সে। ক্যাটল বায়ারও আছে তার সঙ্গে। ...পাল পরখ করতে রওনা হচ্ছে ওরা। সানড্যান্স যোগ দিল।

...'ওকে হত্যা না করে ভালো করেছ, জিম,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'তা হলে আমার ...তোমার হাতে শোধ করার মতো দাঁড়াত ব্যাপারটা।'

...'হয়তো শেষ পর্যন্ত সেটাই করতে হবে,' বলল সানড্যান্স।

...'ব্যাটা আবার ঝামেলা করার চেষ্টা করবে বলছ?' জানতে চাইল এভার্ট।

...'আসলে সাপের ছোবল ঠেকানোর একটা উপায়ই আছে,' অর্থবোধক জবাব ...সানড্যান্স।

...ক্যাম্পে পৌঁছে গরুগুলো সারিবদ্ধ করাল স্যাম এভার্ট, বায়ারের সঙ্গে মিলে ...শুরু করল। দুজনের সংখ্যা প্রায় মিলে গেল।

...'ধরে নাও, বাইশশো,' বলল র‍্যাঞ্চার।

...'বেশ,' মাথা দোলাল কার্সন, 'সবগুলো গরুই চমৎকার এবং স্বাস্থ্যবান, ...আমি তো শুধু চারবছর বয়সী গরু কিনব বলে স্থির করেছি—মাথাপিছু ...ডলার দেব।'

...ঝুলে পড়ল এভার্টের চোয়াল। এতে করে ভালো গরুগুলো হাতছাড়া হয়ে ...অবশিষ্ট গরু বিক্রি করা কঠিন হবে।

...'তুমি জানো, কার্সন, এটা কোনও ভালো প্রস্তাব হলো না,' সরাসরি বলল ...এভার্ট, 'গড়পড়তা বিশ ডলার হিসাবে বরং সবগুলোই নিয়ে নাও—উত্তরের ...ারা গরু কিনতে পাগল হয়ে আছে—তুমি ঠকবে না।'

...'ঠিক আছে,' জবাব দিল কার্সন, বুঝতে পারছে দর কষাকষিতে জিতেছে। ...চালানের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত নিশ্চয়ই তোমার লোকেরা ওগুলোর ...শোনা করবে?' জবাব শুনে আবার বলল, 'চমৎকার!'

...গরু বিক্রির সংবাদ শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ল কাউবয়রা।

...রবারের সঙ্গে দেখা হয় নি এভার্টের। ফোরম্যানের কাছে জানা গেল ...র দিন বিকেলে বেরিয়ে গেছে সে, আর ফেরে নি। কথাটা শুনে কুঁচকে উঠল ...ারের কপাল—আউট-লকে এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সে।

...শহরে ফেরার সময় সানড্যান্সের পরামর্শে স্যান্ডিও যোগ দিল ওদের সঙ্গে। ...গুলো এক সঙ্গে নিয়ে ভেস্টের ভেতরে পকেটে রাখল সে, ব্যাংক বা এই ...ার প্রতিষ্ঠানের ওপর তার আস্থা নেই, অর্থপূর্ণভাবে রিভলভারের বাঁট স্পর্শ ...। 'এগুলো কেউ ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে দুঃখ আছে তার কপালে!' ...থা দিল।

...সীমান্তে একটা মেক্সিক্যান কুঁড়ে ঘর। ঠোঁটে ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি নিয়ে ...নে বসা লোকটার কথা শুনছিল নাভাহো।

'কী যে হলো আমার, এখনও মাথায় ঢুকছে না, ওই সময় বোধ হয় দশ লক্ষ ডলার দিলেও রিভলভার ওঠাতে পারতাম না আমি,' বলল বাউড্রি। 'জীবনে কখনও এমন হয় নি আমার, কোনও রকম অসুখ দেখা দিয়েছিল নাকি!'

'চেহারা দেখে অবশ্য সেরকমই মনে হচ্ছে–তবে অসুস্থ লোক হিসাবে 'ও চমৎকার একটা দৌড় দিয়েছিলে!' বিদ্রূপের সুরে বলল দোআঁশলা।

হিংস্র হয়ে উঠল জুয়াড়ীর দুচোখ। 'এখন আর কোনও সমস্যা নেই আমার, নাভাহো!' সতর্ক করে দিল সে।

'জেনে সুখী হলাম,' জবাব এল, 'এডার্ট গরু বিক্রি করে টাকা পেয়ে গেল, দুঃসংবাদটা হজম করতে হবে তো! সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের হার হয়েছে।'

'ওই টাকায় আমার আলাদা হক আছে,' বলল বাউড্রি, 'কী জানো, আমার ধারণা, বুড়ো ঠিকই দেনা শোধ করবে।'

'সেটা বরং তার কাছে গেলেই পরিষ্কার জানতে পারবে, মিস্টার সাবধান যেন কাছেপিঠে না থাকে, তা হলে কিন্তু অচিরেই ডেভিডের সঙ্গে মোলাকাত হবে তোমার।'

'ওটা তা হলে ডেভিড ছিল!' না জানার ভান করল জুয়াড়ী, 'আগেই অবশ্য সন্দেহ হয়েছিল। আমার ভক্ত ছিল লোকটা। তোমার জন্যে প্রাণ দেয়ার মতো আছে এমন কেউ, নাভাহো?'

'কেঁদে মরলেও আমার জন্যে মরবে না কেউ,' জবাব দিল দোআঁশলা। 'তা ছাড়া, নিজের কাজ নিজে করতেই পছন্দ করি আমি।'

'কিন্তু ন্যাসকারকে তো ঠিকই লাগিয়েছিলে তার নিজের মনিবকে খুন করতে!' ওকে মনে করিয়ে দিল বাউড্রি।

'টাকা দেবার কথা বলেছিলাম ওকে–যেমন আমাকে বলেছ তুমি,' গম্ভীর চেহারায় বলল নাভাহো।

ভুরু নাচাল বাউড্রি। 'ভুল করছ তুমি, ফ্রেন্ড,' বলল সে, 'আমি কিন্তু বাজি ধরেছিলাম তোমার সঙ্গে–দুটো ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। মনে হচ্ছে বাজিতে হারতে যাচ্ছ তুমি। গরু বিক্রির টাকা থেকে এক হাজার ডলার কেটে রাখব আমি।'

সোজা হয়ে বসল আউট-ল। 'টাকাটা কি কেড়ে নেবে নাকি?'

'না তো কী!' পাল্টা জবাব দিল জুয়াড়ী। 'হ্যাঁ, ওই টাকা, র‍্যাঞ্চ, পাল্টা শার্ট–সব কেড়ে নেব আমি, ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে এডার্ট ব্যাটা। ইতিমধ্যে গানম্যানটাকেও পাঠিয়ে দেব জাহান্নামে।'

'ও–তাই নাকি!' ফোড়ন কাটল দোআঁশলা। 'কিন্তু শহরে গেলেই তোমাকে ধরে লটকে দেয়ার চেষ্টা করবে লোকজন। তোমার ওপর খেপে আছে সবাই। যাকগে, এবার শোনাও তোমার পরিকল্পনা।'

কিছুক্ষণ আন্তরিক কণ্ঠে কথা বলল বাউড্রি, কথা শেষ হলে হেলান দিয়ে বসে বিজয়ীর দৃষ্টিতে নাভাহোর দিকে তাকাল।



মাথা দোলাল দোআঁশলা। 'আমি আছি তোমার সঙ্গে,' সংক্ষেপে বলল সে।

বাউড্রির গমনপথের দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নাভাহো। 'শক কয়োটো কোথাকার!' বিড়বিড় করে বলল সে, 'দশ সেন্ট পেলে র বোনকেও বোধ হয় বিকিয়ে দেবে ব্যাটা। আমি জানি এখন আমাকে ড়া দেয়ার কথা ভাবছে সে, কিন্তু আমিও কম সেয়ানা নই–দৌড়ে আমার থেকে নিস্তার পাবে না তুমি!'

## ান্দ

সন্ধ্যায়ই মেক্সিক্যান এক কিশোর সবার চোখ এড়িয়ে ঢুকে পড়ল প্যালেস নে। একটা পোকার টেবিলে খেলছিল কার্সন, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে স্যাম র্ট আর স্যান্ডি, সেদিকে এগিয়ে গেল ছেলেটা। র‍্যাঞ্চারের বাহু খামচে টান তারপর ফিসফিস করে বলল, 'মিস্টার গ্রীন আপনাকে ডাকছে, বাইরে!'

দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল র‍্যাঞ্চার, অনুসরণ করল স্যান্ডি।

'খামোকা তোমার এসে কাজ নেই,' বলল এডার্ট।

'তবু যাব,' জবাবে দিল স্যান্ডি, 'জিম তোমার সঙ্গে ছায়ার মতো সেঁটে তে বলেছে।'

'উফ্, এত খবরদারি আর ভালো লাগছে না!' হেসে বলল এডার্ট।

রাস্তায় এসে ইতিউতি তাকাল সে। 'গেল কোথায়?'

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে নিঃশব্দে এগিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি, চোখের ক তীব্র আঘাত হানল র‍্যাঞ্চারের মাথায়, অমনি গুলিবিদ্ধ গরুর মতো ড়ে পড়ল এডার্ট। বিপদ টের পেয়ে রিভলভারের দিকে হাত বাড়াল স্যান্ডি, বের করতে পারল না, আচমকা ওর ওপরে হামলে পড়ল আরও তিনজন । চিৎকার করে সাহায্য চাইতে চাইতে ডানে-বামে আন্দাজে হাত চালাতে ল সে। চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে এল কয়েকজন পথচারী, সোৎসাহে যোগ মারপিটে। কী কারণে কারা মারপিট করছে জানে না কেউ, অচিরেই দেখা নিজেদের মধ্যেই তুমুল লড়াই বেধে গেছে। অসহায় অবস্থাতেই রয়ে গেল র্ট আর স্যান্ডি।

এডার্টকে আড়াল করে কোনওমতে দাঁড়িয়ে হামলা ঠেকানোর চেষ্টা করছে ল স্যান্ডি। সাপের মতো এঁকেবেঁকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, দাজে ঘুসি হাঁকাচ্ছে মুখের সম্ভাব্য অবস্থান বরাবর। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী া না ওর প্রতিরোধ। দ্রুত শক্তি হারিয়ে নেতিয়ে পড়ল স্যান্ডি... টিত কণ্ঠের খিস্তি শুনতে পেল সে, কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর... লের বাড়ি লাগল চাঁদিতে, হুড়মুড় করে পড়ে গেল কাউন্টার

ঠিক এই সময়টায় প্যালেস স্যালুনে গোলমালের...

ব্যাপার কী জানতে ছুটে এল সে। স্যালুনের সামনে উত্তেজিত জনতা ... করছে, প্রায় সবার চেহারায় ক্ষত চিহ্ন, দুটো অচেতন লোককে দেখছে তার

'ব্যাপার কী?' একজন লোককে জিজ্ঞেস করল সানড্যান্স।

'জানলে তো হয়েইছিল!' জবাব দিল লোকটা, 'হঠাৎ দেখলাম মার... হচ্ছে, ব্যস, লেগে গেলাম-গ্যাঞ্জাম দেখলে নিজেকে তার সামলাতে পারি ... মারপিটের মধ্যেই আচমকা তিন চারজন লোক দৌড়ে পালাল, তারপর ... আমারই এক বন্ধুকে মারছি। ওদের চেনো তুমি?'

দেশলাই জ্বেলে দেখল সানড্যান্স, ওর আশঙ্কাই ঠিক। 'খোদা, চিনি মা... এদের একজন তো আমার বস!' বলে দ্রুত র‍্যাঞ্চারকে পরীক্ষা করল ও। '... গেল! মারা যায় নি!'

কার্সনকে খবর দেয়া হলো। আহতদের হোটেলে নিয়ে এল ওরা।

'খারাপ একটা ব্যাপার হয়ে গেল, গ্রীন,' বলল কার্সন, 'টাকাটা কি ... গেছে?'

'সেরকমই তো বোধ হচ্ছে-টাকাটা গায়েব।'

'দোষটা ওরই-এ-শহরে কোনও কথা গোপন থাকে না। ও যে গরু ... করেছে সবাই জানে, এই ব্যাটারা টাকাটা সঙ্গে আছে ধরে নিয়েই হামলা ক... এসেছিল। ওর সঙ্গে থাকা উচিত ছিল আমার-কিন্তু পোকারের টেবিলে এক... বসলে আর নড়তে পারি না, নেশা ধরে যায়-'

কার্সনকে দোষ দিল না সানড্যান্স। নানান সম্ভাবনা খেলে যাচ্ছে ... মাথায়। বাউড্রি, নাভাহো কিংবা রবারই এই ঘটনার জন্যে দায়ী হয়ে... তিনজনের যে কোনও একজন কিংবা দুজন যে জড়িত আছে এ-ব্যাপা... সংশয় নেই ওর মনে। *জুয়াড়ীকে জ্যান্ত পালাতে দিয়ে ভুল করেছি,* ভা... সানড্যান্স।

এভার্টদের কামরায় ফিরল সানড্যান্স। এখনও অচেতন র‍্যাঞ্চার, ... শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। জ্ঞান ফিরেছে স্যান্ডির, গ্রীনের সঙ্গে ক... বলার জন্যে উদগ্রীব হয়েছিল সে।

'জিম!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল স্যান্ডি, 'নাভাহো ছিল ওখানে-গল... আওয়াজ চিনতে পেরেছি। আরও দুঃসংবাদ আছে, শার্লটকে নিয়ে গেছে ওর... আমরা এবার কী করব?'

'তুমি এখানেই থাকছ,' জবাব দিল সানড্যান্স। 'মেয়েটা কোথায় গেছে ... একটা সূত্র পেয়েছি আমি, ওর খোঁজে যাচ্ছি এখন।'

'আন্ট জুডি বলেছে লিলি গোল্ড পরিচয় দিয়ে এক মহিলা নাকি শার্ল... সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল,' আবার বলল সানড্যান্স, 'ওকে নিয়েই আ... বেরিয়ে গেছে সে।'

লিলি গোল্ডের ঠিকানায় হাজির হলো সানড্যান্স, দোতলা একটা দা... কড়া নাড়তেই খর্বাকৃতি কৃষ্ণাঙ্গ এক মহিলা দরজা খুলল।

'মিস গোল্ড দোতলায় আছে,' সানড্যান্সের প্রশ্নের জবাবে জানাল সে, '...



...তার সঙ্গে দেখা করা যাবে না!'

'আমাদের সঙ্গে সানন্দে দেখা করবে সে,' বলল সানড্যান্স, একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল মহিলার হাতে, তারপর তাকে প্রায় ঠেলেই ভেতরে ঢুকে পড়ল।

...আর্মচেয়ারে আয়েস করে বসে সিগারেট ফুঁকছিল মিস গোল্ড। মহিলার ...তিরিশের কোঠায়, অনুমান করল গ্রীন, তবে চেহারার লাবণ্য ধরে রেখেছে ...ও, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ রুক্ষতার ছাপ পড়েছে-শিকারী বাজের মতো; মাথা ...হলদে চুল, বোঝা যায় রঙ লাগিয়েছে। ওদের দেখে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল ...দৃষ্টিতে।

'তোমরা কারা?' উদ্ধত কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'তাতে কিছু যায় আসে না,' জবাব দিল গ্রীন, 'আমরা জানতে চাই মিস ...র কী করেছ তুমি?'

'আমি তাকে চিনিই না!' গোঁয়ারের মতো বলল মিস গোল্ড, কিন্তু তার ... অস্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ পড়ল।

'মিথ্যে বলে পার পাবে না,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল সানড্যান্স, 'আমরা জানি ...ঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তুমি, তোমার সঙ্গেই হোটেল থেকে বেরিয়ে ...ছে মিস এভার্ট।'

'ওই মেয়েটার কথা বলছ!' বলল মিস গোল্ড, 'আমার সঙ্গে শহরের এদিক ... একটু ঘুরে বেড়িয়েছে সে, তারপর কী নাকি কিনতে হবে বলে বিদায় ...ছে। কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল হয়তো!'

...সানড্যান্সের চেহারা কঠোর হয়ে উঠছে দেখে শিউরে উঠল মহিলা।

...গড়গড় করে আসল কথা বলতে শুরু করল সে এবার কম্পিত কণ্ঠে। ...কে একটা মেক্সিক্যান কুঁড়ে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ভাড়া করা হয়েছিল ...; স্যান্ডি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে বলে মেয়েটাকে বের করে আনে সে; ... জায়গায় যাবার পর দুজন লোক এসে মিস এভার্টকে নিয়ে পালিয়ে যায়; ... একজনের নাম বাউড্রি, অন্যজনের পরিচয় জানা নেই মহিলার।

'মিস এভার্টকে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা?' ধমকের সুরে জানতে চাইল ...ন্স।

'...াহ্, আমি কী করে জানব?' পাল্টা প্রশ্ন করল মিস গোল্ড, পরক্ষণে মুখের ... একটা ছুরি ঝলসে উঠতে দেখে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল।

'ওদিকে উত্তরে মাইল দুয়েক গেলে একটা ছাপরা দেখতে পাবে,' ঢোক ... কোনওমতে বলল সে, 'ওদিকেই যাবার কথা বলছিল লোকদুটো, আর ...জানি না আমি। বেরোও এবার! দূর হয়ে যাও!'

... নির্জনে পড়ো-পড়ো একটা কেবিন। টিমটিম আলো বিলোচ্ছে ...একটা ...বাতি। পরস্পরের মুখোমুখি ওরা দু'জন। হাত বাঁধা অবস্থায় দেয়ালে ... ...রয়েছে শার্লট এভার্ট; উদ্ধত, বেপরোয়া।

একটা বাক্সের ওপর বসে রয়েছে চাক বাউড্রি, ... ...

জরিপ করছে শার্লটকে। একে কব্জা করার প্রতিজ্ঞা করেছিল, সফলও হয়েছে। অচিরেই এই বুনো এলাকা ছেড়ে সভ্য জগতে ফিরে যাবে ওরা। গন্তব্যে পৌঁছার পর... এতক্ষণ পর্যন্ত কোনও ঘটনাই ওর প্ল্যানমাফিক ঘটে নি, কিন্তু তারপরে গরু বিক্রির টাকাটা শিগগিরই হাতে এসে যাবে, মেয়েটাকে তো পাওয়া গেছেই, আর এস-ই র‍্যাঞ্চের বন্ধকী দলিলপত্র ওর দখলে রয়েইছে; তার মানে, শেষ পর্যন্ত জয়ের মালা ওর গলাতেই পড়বে! তবে তার আগে দোআঁশলা বাস্টার্ড একটা ব্যবস্থা করার দরকার হবে। ওর সঙ্গে ইয়ার্কি মেরেছে হারামজাদা, ধোঁকা পর্যন্ত দিয়েছে...!

'বসো!' শার্লটকে নির্দেশ দিল সে, টেবিলের উল্টোদিকে রাখা একটা বাক্সের দিকে ইশারা করল।

'না, আমি দাঁড়িয়ে থাকব!' জেদের সুরে বলল শার্লট, 'তোমার কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় তত ভালো!'

প্রশ্রয়ের হাসি দেখা গেল বাউড্রির চেহারায়। 'বিয়ের পর আমার সম্পর্কে সব ভুল ধারণা ভেঙে যাবে তোমার,' বলল সে।

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল শার্লট, 'তোমাকে চিনতে বাকি নেই আমার—মিথ্যুক, কাপুরুষ, ঠগ—নতুন আর কী আছে?'

শার্লটের নিচু অথচ কম্পিত কণ্ঠে বিদ্রূপের রেশ উস্কে দিল বাউড্রিকে। উঠে দাঁড়াল সে, বুনো-বেড়ালের মতো ধীর পদক্ষেপে এগোতে শুরু করল শার্লটের দিকে, যে কোনও মুহূর্তে হামলে পড়বে শিকারের ওপর। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে শার্লট, ক্রমশ পিছু হটছে... তারপর এক সময় আর পেছনে যাবার উপায় রইল না। লোভাতুর চোখে শার্লটের শরীর জরিপ করতে লাগল জুয়াড়ী।

'মেয়েদের কীভাবে বশে আনতে হয় আমি জানি,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে, 'একটু পরই আমার কথায় নাচবে তুমি, আমার মুখে একটা ভালো কথা শোনার জন্যে কাকুতি মিনতি করবে এবং শোনামাত্র ডগমগ হয়ে উঠবে খুশিতে! এই মুহূর্তে আমাকে ঘৃণা করলে কী হবে!'

শার্লটকে এত কাছে পেয়ে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না বাউড্রি, দুহাত বাড়িয়ে জাপ্টে ধরল মেয়েটাকে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ল শার্লট, কিন্তু সাঁড়াশীর মতো চেপে বসা বাউড্রির হাত এতটুকু শিথিল হলো না। লোকটার মুখ থেকে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে, পেট গুলিয়ে উঠল শার্লটের।

'তোমাকে আজ উচিত শিক্ষা দেব আমি!' নেশাগ্রস্ত গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বাউড্রি।

সব আশা ছেড়ে দিল শার্লট, আচমকা ওকে দূরে ঠেলে দিল জুয়াড়ী। ঘোড়ার চিঁহি ডাক ভেসে এসেছে বাইরে থেকে।

বিপর্যস্ত ক্লান্ত চেহারায় শার্লট দেখতে পেল রিভলভার বের করে দরজা বরাবর ঘাপটি মেরে বসেছে বাউড্রি, চোখে খুনের নেশা। চিৎকার করে বাউড্রি-



টাকে সতর্ক করতে চাইল শার্লট, কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ও শব্দ বের হলো না। দড়াম করে খুলে গেল কবাটজোড়া, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ল বাউড্রি, টলে উঠল আগন্তুকের শরীর, কাশল সে, তারপর লুটিয়ে পড়ল ঝেয়, নিষ্প্রাণ হাত থেকে আগেই খসে পড়েছে রিভলভারটা। এক মুহূর্ত ক্ষা করল বাউড্রি, তারপর এগিয়ে গিয়ে দেখল লোকটাকে।

'রবার?' বিড়বিড় করে বলল সে, 'ব্যাটা জানল্কে পেল কীভাবে! যাকগে, ভালোই হলো, নইলে একটা দেনা বাকি রয়ে যেত। কিন্তু নাভাহো ব্যাটা গেল কোথায়?'

'এই যে, এসে গেছি,' দোরগোড়া থেকে জবাব এল, নিঃশব্দে কামরায় পা ল দোআঁশলা, সাবেক বসের নিথর দেহের দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে একবার ল। 'একটা ঝামেলা কমে গেল আমার, তাই বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব না!'

'এভার্টকে কায়দা করতে পারলে?'

'বোধ হয়—অবশ্য ব্যাটার খুলি যদি পাথরের না হয়ে থাকে,' জবাব দিল আঁশলা, 'ওই বাড়িতে একটা মোষেরও খুলি ফেটে যাবার কথা।'

'বাড়াবাড়ি করে ফেললে কি না আবার!' হিংস্র কণ্ঠে বলল বাউড্রি, 'অবশ্য ক থাকলে ধাক্কা সামলাতে পারবে না বেচারা।'

'হতে পারে। কিন্তু স্যান্ডি ছোকরাও বেরিয়ে এসেছিল স্যালুন থেকে, বুনো ড়ালের মতো মারপিট শুরু করে দিয়েছিল। যা হোক, টাকাটা ঠিকই কেড়ে ছি আমরা।'

শার্লটের চেহারায় চরম হতাশার ছাপ ফুটে উঠল, বাবা আঘাত য়েছে...মারা যাচ্ছে হয়তো বা...আর স্যান্ডি...

'বেশ করেছ, নাভাহো,' বলল জুয়াড়ী, 'এখন সানড্যান্স হারামীটাকে শেষ তে পারলেই চুকে যায় সব ল্যাঠা!'

'ওর ব্যবস্থা করার জন্যে আমি একাই যথেষ্ট!' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল আঁশলা। টাকার তাড়াটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল। 'আগে এটার ভাগাভাগি ক, তারপর ওই মেয়েটাকে নিয়ে আলাপ করা যাবে।'

যেন একটা ঘুসি চালিয়েছে কেউ, চরকির মতো ঘুরল বাউড্রি। 'আমার ছেই থাকবে ও,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল সে।

'তাস বাঁটলেই তো ফয়সালা হয়ে যায়!' জবাব দিল নাভাহো।

'ঠিক আছে, তোমার যেমন ইচ্ছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল বাউড্রি। পকেট থেকে ক প্যাকেট তাস বের করে টেবিলে রাখল। 'নাও কাটো। যার হাতে বড় কার্ড বে সেই জিতবে, মরতে হবে একজনকে!'

'কথাটা কিন্তু তোমার মুখ থেকেই বেরিয়েছে,' বলল নাভাহো।

বাম হাতে কার্ডগুলো ধরল সে, স্পর্শেই বুঝতে পারল, সাজানো-কয়েকটা সের প্রান্ত রেত দিয়ে ঘষা হয়েছে; মানে, ইচ্ছা মতো বড় বা ছোট কার্ড টিতে পারবে বাউড্রি। জুয়াড়ী কেন ওর শর্ত মেনে নিয়েছে বুঝতে পারল

নাভাহো। এতে অবশ্য ওর পরিকল্পনার কোনও ক্ষতি হবে না। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সে, তারপর তাসগুলো ছুঁড়ে মারল বাউড্রির মুখে।

'আমাকে ঠকাবে, না?' চিৎকার করে উঠল সে, পরক্ষণে রিভলভার তুলে পরপর দুবার টান দিল ট্রিগারে, বাউড্রির বুক বরাবর।

চোখমুখ কুঁচকে গেল জুয়াড়ীর, অন্ধের মতো তাল সামলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল, এদিক ওদিক হাতড়াল, তারপর তাসের ঘরের মতো পড়ে গেল হুড়মুড় করে। শয়তানের হাসি খেলে গেল নাভাহোর মুখে।

'এর নাম মরণ!' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে। শার্লটের দিকে ফিরল এবার, জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় পড়ে রয়েছে মেয়েটা।

টাকার তাড়াটা মুঠো করে পকেটে ঢোকাল নাভাহো, কয়েক মুহূর্ত শার্লটকে জরিপ করল, দৃষ্টিতে লোভ।

'খাসা জিনিস–ও এখন আমার,' ফিসফিস করে বলল সে, 'ঠিক হ্যায়, সুন্দরী, এবার রওনা হব আমরা।'

শার্লটের নিঃসাড় দেহ কোলে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে, বাউড্রির বেঁধে রাখা ঘোড়াটার পিঠে আড়াআড়িভাবে ফেলে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপবে, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তার: লাশ দুটোর পকেটে আরও টাকা থাকতে পারে! আবার কেবিনে ফিরে এল সে। বাউড্রির পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে যাবে এমন সময় পিস্তলের গর্জনের মতো ধমকে উঠল একটা কণ্ঠস্বর।

'নাভাহো!'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সানড্যান্স, তার কোমরের কাছ থেকে ড্যাবড্যাব করে ওর-দিকে তাকিয়ে আছে একটা রিভলভার। গ্রীনের নিরাবেগ বরফশীতল কণ্ঠস্বর যেন মৃত্যু পরোয়ানার মতো বাজতে লাগল দোআঁশলার কানে। বাউড্রির কাছে তখন বড়াই করলেও শীতল-দৃষ্টির এই কাউবয়কে ভয় পায় সে। অল্প সময়ে গানম্যান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে লোকটা। অযথা দেরি করায় মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিতে লাগল নাভাহো, অতি লোভে...

সাবধানে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল নাভাহো, প্রাণ বাঁচানোর পথ খুঁজছে মনে মনে।

'এরা মনে হচ্ছে নিজেরা মারপিট করতে গিয়ে অক্কা পেয়েছে,' বলল সে। 'দেখছিলাম, এখনও কেউ বেঁচে আছে কিনা।'

দোআঁশলাকে কাভার করে রবারের রিভলভারটা তুলে নিল সানড্যান্স। বাউড্রির অস্ত্রও দেখা যাচ্ছে–শোল্ডার হোলস্টার থেকে উঁকি দিচ্ছে ওটার বাঁট। রবারের রিভলভার পরখ করে দোআঁশলার দিকে তাকাল সানড্যান্স।

'মারা যাবার পর নিজের অস্ত্র রিলোড করেছে রবার–আর বাউড্রি হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখেছে তারটা,' বিদ্রূপ করে বলল সানড্যান্স।

'আন্দাজের ওপর বলেছি আমি কথাটা–এইমাত্র এলাম, এসে দেখি এভাবে





পড়ে রয়েছে এরা দু'জন,' আমতা আমতা করে বলল নাভাহো।

'তার মানে মিস এভার্টকে তুমি বাইরে নাও নি?'

'নিয়েছি–ওকে শহরে ফিরিয়ে নেব ভাবছিলাম।'

'সেজন্যে স্যাডলের সঙ্গে বাঁধতে হলো?'

'উপায় ছিল না–জ্ঞান নেই তো ওর!'

'আর গরু বিক্রির টাকা–তাও ফিরিয়ে দিচ্ছ?'

'টাকার কথা জানি না তো!'

নিষ্ঠুর হাসল সানড্যান্স। 'মিথ্যা কথাও বলতে শিখলে না, নাভাহো,' বলল। 'দেখি, তোমার রিভলভারটা আমাকে দাও।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল আউট-ল, মনে পড়ল দুবার গুলি করেছে সে, কিন্তু রিলোড করে নি, সানড্যান্স অস্ত্রটা একবার পরখ করলেই বুঝে যাবে ব্যাপারটা, তারপর...এতক্ষণ কথা বলছিল আর ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছু হটছিল সে। আচমকা ক্ষিপ্র হাতের ঝাপটায় টেবিল থেকে মোমবাতিটা ফেলে দিল, ঝুপ করে শুয়ে পড়ল পরমুহূর্তে–নিজেকে সম্ভাব্য আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্যে। অন্ধকারে ডুবে গেছে কামরা। কোনও গুলি এল না। শোনা গেল সানড্যান্সের কণ্ঠস্বর। 'চমৎকার! তোমাকে পিছু হটতে দেখেই এমন কিছু করবে আঁচ করে নিয়েছিলাম আমি। শোনো, নাভাহো, কার্তুজ নষ্ট কোরো না, মাত্র চারটা গুলি অবশিষ্ট আছে তোমার।'

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল সানড্যান্স, মিলে গেল।

কথাটা মনে করিয়ে দেয়ায় দাঁত কিড়মিড় করে উঠল নাভাহো। নিশ্চিত হয়ে গুলি চালাতে হবে ওকে, কিন্তু এই নিকষ অন্ধকারে কীভাবে তা সম্ভব? একটুকু আলোর রেখা পর্যন্ত নেই; জানালার অস্তিত্বও দেখা যায় না, এমন গাঢ় অন্ধকার বাইরে। উপুড় হয়ে শুয়ে স্থির হয়ে রইল দোআঁশলা, অপেক্ষা করছে, যদি কোনও শব্দ শুনে হয়তো বোঝা যাবে প্রতিপক্ষের অবস্থান।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। বাউড্রির হোলস্টারে একটা রিভলভার আছে। ওটা হাতিয়ে নিয়ে তারপর পর পর চারটা গুলি করলেই সানড্যান্স ধরে নেবে ওর কার্তুজ ফুরিয়ে গেছে, তখন... লাশটার অবস্থান জানা আছে তার, ক্রল করে সেদিকে এগোল সে। শ্বাস টানতেও ভয় লাগছে। এগিয়ে চলল ইঞ্চি ইঞ্চি করে, আগে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে সামনে কোনও বাধা নেই। অবশেষে একটা অসাড় মুখের ছোঁয়া লাগল ওর হাতে, শোল্ডার হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল সে–নেই–রিভলভারটা নেই! মুখ দিয়ে একটা খিস্তি বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, কোনওমতে নিজেকে সংবরণ করল, সরে গেল ক্রল করে।

'তোমার চিন্তাশক্তিরও অভাব রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, নাভাহো,' আবার শোনা গেল সানড্যান্সের ব্যঙ্গ ভরা কণ্ঠস্বর। 'বাউড্রির রিভলভারটা এখন আমার কাছে!'

রাগে, হতাশায় খেপে গেল সঙ্কর, গ্রীনের সম্ভাব্য অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি

ছুঁড়ল। পরক্ষণে অন্ধকার চিরে দিল একটা আগুনের ঝলক, নাভাহোর কাঁধে আঁচড় কাটল একটা বুলেট।

আবার কথা বলে উঠল সানড্যান্স।

'আরেকটু ডানে পাঠালেই, নাভাহো, জাহান্নামের চৌরাস্তায় হাজির হতে তুমি, কী বলো?'

এ-ঘটনায় আউট-লয়ের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল। খোদা, ব্যাটা অন্ধকারে দেখতে পায় নাকি! এরই মধ্যে বাজে খরচ হয়ে গেছে একটা বুলেট! চারদিকে যদিও অটুট নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, তবু বুঝতে পারছে ওর গুলি ফসকে গেছে। নীরব অন্ধকারে শুয়ে আছে নাভাহো. প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করছে। মাথায় চিন্তার তুফান চলছে তার, প্রাণ বাঁচানোর পথ খুঁজছে মরিয়া হয়ে। অবশেষে একটা বুদ্ধি পেল সে। মারাত্মক ঝুঁকি আছে কাজটায়, কিন্তু এ ছাড়া অন্য উপায়ও নেই। এবং যা করার জলদি করতে হবে, কর্পূরের মতো ফুরফুর করে উড়ে যাচ্ছে তার সব সাহস। ওকে হত্যা করতে শকুনের ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে লোকটা, পিস্তলবাজিতে ওস্তাদ সে। চট করে হাঁটু গেড়ে বসল নাভাহো, একটা গুলি করেই সরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অগ্নিঝলক লক্ষ্য করে গুলি করল সানড্যান্স, পতনের শব্দ শুনল, সেই সঙ্গে চাপা গোঙানি। পাঁচ মিনিট...দশ মিনিট কেটে গেল। আর কোনও আওয়াজ নেই। শব্দ করে এক কদম এগোল সানড্যান্স। কিছুই ঘটল না।

'বোধ হয় ঘায়েল করতে পেরেছি,' বিড়বিড় করে বলল ও।

মেঝে হাতড়ে মোমটা খুঁজে বের করল সানড্যান্স, জ্বালল ওটা। কাত হয়ে পড়ে আছে নাভাহো, বাম হাতের আড়ালে পড়েছে তার মুখটা, শরীরের নীচে চাপা পড়েছে ডান হাত। কয়েক ফুট দূরে ছিটকে পড়েছে তার রিভলভারটা। আবছা অন্ধকারে লোকটাকে মৃত বলেই মনে হচ্ছে। রিভলভার খাপে ভরে এগিয়ে গিয়ে লাশটা চিত করার জন্যে থামল সানড্যান্স। আচমকা জ্যান্ত হয়ে উঠল দোআঁশলা, সাঁই করে ডান হাত চালাল ওর বুক লক্ষ্য করে। বিদ্যুৎচমকের মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওর কব্জি ধরে ফেলল সানড্যান্স, মুচড়ে ঠেলে দিল একপাশে; পরক্ষণে এক কদম পেছনে সরে নিমেষে তুলে আনল রিভলভার, টান দিল ট্রিগারে। নাভাহোর মুখে ফুটে উঠেছিল হিংস্র ভয়াল হাসি। সেই হাসি নিয়েই নেতিয়ে পড়ল সে। এবার সত্যিই মারা গেছে।

অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়ে গেছে ও, ভাবতেই শিউরে উঠল সানড্যান্স দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। আর যদি এক মুহূর্ত দেরি হত, কিংবা নাভাহোর ছুরি ধরা হাতটা যদি ধরতে না পারত, আট ইঞ্চি দীর্ঘ ফলাটা আমূল সেঁধিয়ে যেত বুকে। লম্বা করে শ্বাস টানল গ্রীন, কপালের ঘাম মুছল। তারপর কিছুটা শ্রদ্ধা মেশানো বিস্ময়ের সঙ্গে লাশটার দিকে তাকাল।

'তোমার মাথায় এত বুদ্ধি বুঝতেই পারি নি!' বলল ও।

টাকার তাড়া খুঁজে নিয়ে পকেটে রাখল সানড্যান্স। বাইরে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল এবার। সোজা হয়ে দাঁড়াল



তার তৈরি। ধাক্কা মেরে দরজা খুলল স্যান্ডি।

'তুমি ঠিক আছ, জিম?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, কপালজোরে বেঁচে গেছি,' বলল সানড্যান্স।

'শার্লট কোথায়?' জানতে চাইল কাউবয়।

'বাইরে—একটা ঘোড়ার পিঠে,' জানাল সানড্যান্স, তারপর আবার বলল, ...কে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ওর বাঁধন আলগা করার সুযোগ পাই নি।'

...ধারের ওপর ঝুঁকে পড়ল ওরা, মৃদু কেঁপে উঠল আউট-লয়ের চোখের ... ঠোঁটজোড়া নড়ছে, কিছু যেন জানতে চায়।

'শার্লট নিরাপদে আছে,' ওকে আশ্বস্ত করল সানড্যান্স।

...কেবিন থেকে বেরিয়ে এল স্যান্ডি, ঘোড়ার পিঠে বাঁধা শার্লট জ্ঞান ফিরে ...ছে। বাঁধন খুলে ওকে স্যাডল থেকে নামাল সে। প্রথমেই রবারের কথা ...ত চাইল শার্লট।

'মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে ও,' জানাল স্যান্ডি।

'আমি ওর কাছে যাব,' বলল শার্লট।

'ওর অবস্থা খুবই খারাপ,' এগিয়ে যেতে চাইল স্যান্ডি।

'ও যদি সময়মতো না আসত এতক্ষণে হয়তো মারাই যেতাম আমি!' দৃঢ়... বলল শার্লট। এবার আর আপত্তি করতে পারল না স্যান্ডি।

শার্লট কেবিনে ঢুকতেই মৃত্যুপথযাত্রী আউট-লয়ের অবসন্ন চোখজোড়া যেন ...র জন্যে জ্যান্ত হয়ে উঠল। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কৃতজ্ঞতা জানানোর ...করল শার্লট। কিন্তু কান্নায় গলা বুজে আসছে।

'দরকার নেই ওসবের,' বলল রবার।

'আমার কিছুই করার নেই?' অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করল শার্লট।

মৃদু মাথা নাড়ল রবার, তারপর সংশয় মেশানো কণ্ঠে বলল, 'আমার একটা ...ছিল...তোমার...মতোই হতো...হয়তো এখন...'

...ট করে ওর মনের অবস্থা বুঝে নিল শার্লট, সামনে ঝুঁকে রবারের যন্ত্রণায় ...নো কপালে সস্নেহে চুমু খেলো। জীবনভর খুন আর ডাকাতি করেছে যে ...া, সে-ই আজ ওর জীবন বাঁচিয়েছে।

'এভাবে মরতে পারাটাও একটা ডাকাতের জন্যে কম ভাগ্যের কথা নয়,' ... করে বলল রবার।

অলৌকিক একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল রবারের রুক্ষ চেহারায়, ব্যস। ...কাঁদছে শার্লট, ওকে কেবিনের বাইরে নিয়ে গেল স্যান্ডি, সান্ত্বনা দেয়ার ...করছে।

...কম্বল-কালো অন্ধকারেই ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরের উদ্দেশে রওনা হলো ... সবার সামনে রয়েছে সানড্যান্স, রবারের কথা ভাবছে। লোকটার সঙ্গে ... যদিও ওর জন্যে কেবল দুর্ভোগ ডেকে এনেছে, তবুও ওকে ভালো ...ছিল; কেন জানে না প্রিয়জন হারানোর বেদনা অনুভব করছে ও। পেছনে ...পাশি এগোচ্ছে শার্লট আর স্যান্ডি। তিক্ত হাসি ফুটে উঠল সানড্যান্সের

ঠোঁটে, অচিরেই আরও এক প্রিয়জনের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে ওকে। [illegible]
বেঁচে থাকত...

পরদিন সকালে সব কিছু শোনার মতো শক্তি ফিরে পেল র‍্যাঞ্চার।

'কসম খোদার, জিম, গরু বিক্রির সব টাকা দিয়েও তোমার উপকা[illegible] প্রতিদান দিতে পারব না আমি,' বলল সে, 'তুমি কিন্তু আমাদের সঙ্গে [illegible] র‍্যাঞ্চে ফিরছ, আর–'

মাথা নেড়ে ওকে বাধা দিল গানম্যান। 'তোমার কথায় খুশি হলাম,' [illegible] দিল সানড্যান্স, 'কিন্তু একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ তুমি...'

'আরে দূর, ওটা কোনও সমস্যা নয়। আমার বন্ধুর অভাব নেই, এখা[illegible] ওখানে একটা দুটো সুতো টানবে ওরা, সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল এভার্ট।

সানড্যান্সের ঠোঁটে মলিন হাসি। 'কিন্তু আমার শত্রুদেরও এই রকম [illegible] রয়েছে, আমাকে হয়তো ফাঁসিতে ঝোলাবে তারা,' বলল ও, 'না, স্যার, [illegible] আমার প্রিয় জায়গা বটে, কিন্তু ওখানে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি মরতে [illegible] আমি।'

স্যান্ডির দিকে তাকাল এভার্ট। 'শুনি আমার জন্যে অনেক টান তোমা[illegible],' আবার বলল সে, 'কিন্তু কলোর‍্যাডো পেরিয়ে আসার পর থেকে কেমন [illegible] বদলে গেছে তোমার হাবভাব।'

'একটু থামো,' বলল গ্রীন, 'ভালো করে দেখো এগুলো।' এক[illegible] মোকাসিন উঁচু করে দেখাল সে। 'নাভাহোর স্যাডলব্যাগে ছিল, আমার [illegible] মাপের সঙ্গে একদম মিলে গেছে। আর এই যে আরেকটা জিনিস।'

একটা চিরকুট বাড়িয়ে দিল সে এভার্টের হাতে। ওটা পড়ল র‍্যা[illegible] 'বাউড্রির হাতের লেখা আর সই দেখতে পাচ্ছি,' বিড়বিড় করে বলল [illegible] তারপর সবাই যাতে শুনতে পায় তাই গলা চড়িয়ে চিরকুটের লেখাটা আ[illegible] পড়ল: *'আজ আমি, চাক বাউড্রি, নাভাহোর সঙ্গে বাজি ধরলাম: আমি [illegible] আমার বন্ধু স্যাম এভার্ট গরু নিয়ে অ্যাবিলিনে পৌঁছুবে এবং বহাল ত[illegible] ফিরেও আসবে; নাভাহো বলছে, পারবে না; যদি না পারে ওকে এক [illegible] ডলার দেব আমি–চাক বাউড্রি।'*

চিরকুটের কোণে ওদের রওনা হবার তারিখ রয়েছে ভুরু কুঁচকে [illegible] আরও একবার পরখ করল এভার্ট, এবার যেন ওটার মর্মার্থ তা'র মাথায় ঢুক[illegible]।

'আশ্চর্য আমাকে পথে বসাতে দোআঁশলাকে এক হাজার ডলারের [illegible] দেখিয়ে কাজে লাগিয়েছিল বাউড্রি!' গর্জে উঠল র‍্যাঞ্চার।

'ঠিক বলেছ,' বলল সানড্যান্স, 'সে নিজে ব্যর্থ হলে আবার ল্যাস[illegible] দিয়ে কাজটা সারার চেষ্টা করেছিল।'

স্যান্ডির দিকে তাকাল আবার বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'এখন আর তা হলে [illegible] ওপর সন্দেহের অবকাশ থাকছে না,' বলল সে, 'তোমার মুখের কথা[illegible] নিতে হচ্ছে।'



বাবার সৌজন্যবোধহীন কথাবার্তায় খেপে চিৎকার করে উঠল শার্লট, [illegible]!'

স্যান্ডির চোখেমুখে রাগের ছাপ পড়ল।

'আমি কোনও সাফাই গাইছি না,' পাল্টা জবাব দিল সে, 'তোমার যা ইচ্ছা নিতে পার।'

এবার স্বভাবসুলভ উগ্র ভঙ্গিতে আলোচনায় নাক গলাল আন্ট জুডি 'স্যাম[illegible]!' তীক্ষ্ণ শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'আমি তোমার মেয়ে–দত্তক হলেও–এখন ধরে মলে দিতাম!' শীর্ণ আঙুল তুলে স্যান্ডির দিকে ইঙ্গিত করল সে। [illegible]টার আসল পরিচয় কী এখনও বলে দিতে হবে?'

[illegible]ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল র‍্যাঞ্চারের ঠোঁটে, কোমল হলো চেহারা। [illegible] না, ও আমার সেই বেয়াড়া ছেলে, অ্যান্ড্রু এভার্ট,' জবাব দিল সে, [illegible]রে কর্কশ ভাব নেই। 'আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে ফাঁকি দিতে [illegible]ছে ও।'

[illegible]ঠোঁট বাঁকাল মহিলা। 'চুলে সামান্য রঙ আর ঠোঁটের ওপর ঘাসের মতো [illegible] লাগালেই আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া যাবে–ওকে আমিই কোলেপিঠে [illegible]ানুষ করি নি! কিন্তু ছদ্মবেশ কেন নিল জানার কৌতূহল ছিল আমার।'

'তোমার আপন ছেলে–অথচ ওর সঙ্গে এই রকম বাজে ব্যবহার করেছ?' [illegible] বলল শার্লট, 'এমনকি এও ভেবেছ যে...'

[illegible]স্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল র‍্যাঞ্চার, তারপর মাথা নাড়ল। 'মন থেকে [illegible]ই কথাটা বিশ্বাস করি নি আমি, কিন্তু তারপরও নিশ্চিত হতে [illegible]লাম,' বলল সে, 'তা ছাড়া আমার জানার প্রয়োজন ছিল দুঃসময় [illegible]বিলা করার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে কিনা ও। ওর উদ্দেশ্য আমার [illegible] ছিল না বলে আমিও অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সেজন্যেই পেগ-লেগ [illegible] জেফকে মুখ বুজে থাকতে বলে দিয়েছিলাম–ওরাও চিনে ফেলেছিল [illegible]কে। রবারের দলে কী করে ভিড়লে তুমি, সান?'

[illegible]খবর পেয়েছিলাম সে নাকি তোমার গরু চুরি করছে,' ব্যাখ্যা করল সান্ডি, [illegible] জানলাম, আরও মারাত্মক কিছু ঘটতে চলেছে; তারপর ও যখন আমাকে [illegible]জিমকে তোমার আউটফিটে যোগ দেয়ার জন্যে পাঠাল, ওর প্ল্যান ভণ্ডুল [illegible] একটা উপায় পাওয়া গেছে মনে করে সুযোগটা লুফে নিয়েছিলাম আমি।'

[illegible]আগন্তুকের ভান করছিলে কেন?' জানতে চাইল এভার্ট।

[illegible] দেখাল স্যান্ডিকে। 'তোমার বোধ হয় সেইদিনের কথা মনে [illegible]

[illegible]অবশ্যই মনে আছে,' বলল এভার্ট, 'আমি বলেছিলাম, ফের আ[illegible] খুলি উড়িয়ে দেব, তাই না? কিন্তু এসব তো অনেকদিন আগে[illegible] এতদিনে আমাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আস[illegible] [illegible]ার পরিচয় রেখেছ তুমি, তোমার জন্যে গর্ব[illegible]

[illegible]াড়া পিটপিট করে উঠল র‍্যাঞ্চারের, 'কিন্তু একটা [illegible] [illegible]র শার্লট আবার লালচুলো লোকদের ঠিক পছন্দ [illegible]

নাকি প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে—তবে—' হঠাৎ কামরার চারপাশে ... বুলিয়ে ম্যাগ্গার দেখল মেয়েটা নেই, অবাক হবার ভান করল সে। 'আরে, ... আবার গেল কোথায়? যাও, ওকে খুঁজে বার কর, সান, নইলে কেউ আবার ... নিয়ে পালাবে।'

স্যান্ডির ঠোঁটে আবার স্বভাবসুলভ হাসি ফুটে উঠল, 'ঠিক বলেছ!' ... ও।

***



# রুদ্ররোষ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

চারজন ওরা—হার্ডকেস, অথচ ঘোড়া মাত্র তিনটা, তাই দুজন বাধ্য হয়েছে ঘোড়া ভাগাভাগি করতে। সবকটা ষণ্ডার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফের ; বিচ্ছিরি নোংরা চেহারা সুরত। রঙ-জ্বলা ছেঁড়া-ফাঁড়া ইউনিয়ন ...লরির একটা জ্যাকেট পরেছে ওদের একজন, আরেকজনের পরনে ...ডারেটদের গ্রে-দুটোই ময়লা। চারজনই সশস্ত্র ওরা, রিভলভার ঝুলছে ...রে; তবে একজনের কাছে একটা বাড়তি অস্ত্র রয়েছে, রিপিটিং ...চেস্টার রাইফেল।

ফেরিঘাটে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল চার গুণ্ডা। নদীর স্রোত জরিপ করে ...দের মধ্যে নিচু স্বরে আলোচনা করল কি যেন: কয়েকবার ফেরিম্যান ক্রুস ...টারের দিকে তাকাল। ফেরিনৌকায় বসে আপনমনে সিগারেট বানাচ্ছে ...টা।

...আগতদের উপস্থিতি টের পেলেও আমল দিচ্ছে না শ্যাফটার। অবশেষে ... একেবারে কিনারে এসে চেঁচিয়ে ওকে ডাকল রাইফেলঅলা লোকটা। ..., আমাদের চারজনকে ওপারে নিতে কত লাগবে?'

... ওদের জরিপ করল শ্যাফটার, তারপর বলল, 'জনপ্রতি এক সিকি, তবে ...গুলোর জন্যে আধলি হিসাবে দিতে হবে।'

'এত!' আপত্তি জানাল রাইফেলধারী। 'নদীটা তো বড় জোর একশো ফুট ...চওড়ায়!'

'তা বটে,' স্বীকার গেল শ্যাফটার। 'আমি তো নদী ইজারা নিয়ে রাখি নি। ...লে সাঁতরে পার হও, মানা করব না।'

'এই স্রোতে সাঁতার কাটতে যাবে কে!' রাগত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ...কজন।

'তাহলে গরমকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর,' জবাব দিল শ্যাফটার, 'তখন এত ... থাকবে না। ঘোড়ার পিঠেই পার হতে পারবে, কারও গোড়ালি ভিজবে ...'

চারজন আবার গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফাস আলাপ শুরু করল। খানিক ...ফের এগিয়ে এল তাদের মুখপাত্র। 'আমরা রাজি।'

মাথা দোলাল শ্যাফটার। নৌকার রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়াল, ওটা ...লে একটা ফ্ল্যাট-বটমড স্কাউ। ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল 'ভাড়াটা ...াম চাই,' বলল সে।

আচমকা জ্বলে উঠল রাইফেলঅলা। 'কী, আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না?'